تفريح الخاطر فى مناقب الشيخ سيدنا عبدالقادر (رضي الله عنه)

তফরীহুল খাতির
ফি মানাক্বেবে
শাইখ সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের (رضي الله عنه)

প্রণেতা- সৈয়্যদ আব্দুল কাদের আরবেলী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

রেজায়ে মুস্তফা পাবলিকেশন

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

بسم الله الرحمن الرحيم

تفريح الخاطر
فى
مناقب الشيخ سيدنا عبدالقادر (رضي الله عنه)

তফরীহুল খাতির ফি মানাক্বেবে সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের (رضي الله عنه)

প্রণেতা- সৈয়্যদ আব্দুল কাদের আরবেলী (قدس سره)
উর্দু অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী
ভাষান্তর- মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী

প্রকাশনায়
রেজায়ে মুস্তফা পাবলিকেশন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

তফরীহুল খাতির ফি মানাক্বেবে সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের (রাঃ)

মূল
সৈয়্যদ আব্দুল কাদের আরবেলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

উর্দু অনুবাদ
মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী
খতিব, বায়তুর রহমত জামে মসজিদ
পশ্চিম হোসেন আহমদ পাড়া, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনায়
ইউসুফ মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন শাহ্
সুপার, তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা
সফিনগর, কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
রেজায়ে মুস্তফা পাবলিকেশন

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব রক্ষিত

প্রকাশকাল
রবিউস সানী, ১৪৩৯ হিজরী
জানুয়ারি, ২০১৮ ইংরেজি
পৌষ, ১৪২৪ বাংলা

বর্ণবিন্যাস
এনএম কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

হাদিয়া
২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

পরিবেশনায়
মুহাম্মদী কুতুবখানা

উৎসর্গ

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ
আলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
আওলাদে গাউসে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)
শাইখে আযম সৈয়্যদ ইযহার আশরাফ আল আশরাফী আলজিলানী
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহ)
-এর চরণযুগল
এবং
আমার মরহুম পিতা
মুহাম্মদ আবু জাফর
-এর মাগফেরাত কামনায়।

– মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

উৎসর্গ

শাইখুল ইসলাম নায়েবে গাউসুল আযম ফিল হিন্দ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত আযীমুল বরকত দানায়ে হেকমত

ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান

মুহাদ্দিস ব্রেলভী (رحمة الله عليه)

–এর নামে

যার জীবন সৈয়্যদুনা ইমাম আযম (رضي الله عنه) এর চিন্তাধারার ব্যাখ্যা এবং সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه)-এর বিশাল দানের আমানতদার হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী বিশ্বের জন্য গর্বযোগ্য অর্জন ছিলেন। এবং যার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারতার প্রস্রবণ দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্যন্ত সত্যসন্ধানী তরিকতের দিশারীগণের জ্ঞান ও আমলকে পূর্ণ করে তাদেরকে বন্দেগীর আস্বাদন দ্বারা বিহবল করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং আত্মিক দানের ছায়া দেশ ও মিল্লাতের মাথায় চিরস্থায়ীভাবে স্থির রাখুন! আমিন।

ফকীর কাদেরী

মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী

গুগুটা- জিলা লুদরা

তৈয়্যব হানাফিয়া মসজিদ

বাদামীবাগ, লাহোর।

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া। আমার মত ক্ষুদ্র অধম বান্দাকে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসা ও কারামতের বর্ণনা সম্বলিত কিতাব "তাফরীহুল খাতির ফি মানাকেবে শাইখ আব্দুল কাদের"-এর মত দুর্লভ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। প্রিয় নবী ও সাহাবাগণ এবং মহান ওলীগণের দরবারেও অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সাথে সাথে নবুওয়তের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। আর তাঁর বিলাদতের ধারা অব্যাহত থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ বিলায়তের অলৌকিক ক্ষমতা অর্থাৎ কারামত ও আদর্শ দিয়ে তাঁর সে মিশনকে অব্যাহত রাখেন। দিশেহারা মানবজাতিকে মহান আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চিরস্মরণীয় ও ওলীগণের সম্রাট হলেন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর কারামত সম্বলিত এ কিতাবখানা উর্দু ভাষায় হওয়াতে বাংলা ভাষাভাষী নবী ও ওলীপ্রেমিকগণ এ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। রেজায়ে মুস্তফা পাবলিকেশনের স্বত্ত্বাধিকারী বন্ধুবর নুরুল আবসারের অনুপ্রেরণায় এবং হুযুর সৈয়্যদনা গাউসে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু'র রূহানী বরাকাত ও ফুয়ুজাত লাভের আশায় আমি এ কিতাবখানা অনুবাদ করে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করলাম।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নির্ভুল ও মানসম্মত ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা সত্ত্বেও যে কোন ভুল ত্রুটি সংশোধনের সদুদ্দেশ্যে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব।

– মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আলোচ্যসূচীর তালিকা

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১২
২.	খুতবা	৩৮
৩.	প্রথম মানকাবাত : তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে	৫০
৪.	দ্বিতীয় মানকাবাত : গাউসে আযম (রা:)-এর শুভ জন্ম	৬৩
৫.	তৃতীয় মানকাবাত : মানাক্বেবে গাউস এবং মাশাইখগণের শুভ সংবাদ	৬৬
৬.	চতুর্থ মানকাবাত : গাউসুল আযম (রা:) নামের প্রতি সম্মান	৬৮
৭.	পঞ্চম মানকাবাত : একজন খৃষ্টানের সাথে মুনাযারা এবং কবর থেকে মৃতকে জীবিত করা	৭১
৮.	ষষ্ঠ মানকাবাত : সাগরে নিমজ্জিত মৃত শিশুকে জীবিত করা	৭৩
৯.	সপ্তম মানকাবাত : হযরত মালাকুল মাউত হতে আত্মাসমূহকে মুক্ত করা	৭৫
১০.	অষ্টম মানকাবাত : লিঙ্গ পরিবর্তন হওয়া	৭৭
১১.	নবম মানকাবাত : মুরীদ এবং দ্বীনদার প্রত্যেক প্রকার আযাব হতে রক্ষিত	৭৮
১২.	দশম মানকাবাত : নকশবন্দি তরীকা প্রধানের আগমনের শুভ সংবাদ প্রদান	৮০
১৩.	এগারতম মানকাবাত : (সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ:) এর উক্তি) "তাঁর কদম আমার মাথার উপর" খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه)	৮২

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১৪.	দ্বাদশতম মানকাবাত : মরদুদ তথা প্রত্যাখ্যাতকে অনুমোদনযোগ্য করে দেয়া	৮৪
১৫.	ত্রয়োদশ মানকাবাত : ইমাম হাসান আসকারীর শুভ সংবাদ দেয়া এবং জায়নামায উপহার	৮৬
১৬.	চৌদ্দতম মানকাবাত : প্রতিদিন গোলাম আযাদ করে দেয়া	৮৭
১৭.	পনেরতম প্রশংসা : চোরকে কুতুব বানিয়ে দেয়া	৮৮
১৮.	ষোলতম মানকাবাত : গাউসের প্রতি ভালবাসা ক্ষমার মাধ্যম	৮৯
১৯.	সতেরতম মানকাবাত : উন্নত প্রকারের পাগড়ী নিঃস্বকে দান করে দিলেন	৯০
২০.	আঠারতম মানকাবাত : গাউসে পাকের না'লাইন (জুতা)	৯১
২১.	উনিশতম মানকাবাত : কুদরতী আতিথিয়তা	৯২
২২.	বিশতম মানকাবাত : সিদ্দিকগণের ইমাম	৯৩
২৩.	একুশতম মানকাবাত : মৃত্যুর পরে সিলসিলায়ে আলীয়ায় অনুপ্রবেশ করা	৯৪
২৪.	বাইশতম মানকাবাত : হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর পবিত্র হাতে চুম্বন	৯৫
২৫.	তেইশতম মানকাবাত : মুরীদের জন্য তাঁর দো'আ কবুল	৯৭
২৬.	চব্বিশতম মানকাবাত : হযরত জুনাইদ বাগদাদী "তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর"	১০০

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২৭.	পঁচিশতম মানকাবাত : 'সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া' সকল সিলসিলায় হতে শ্রেষ্ঠ সিলসিলা:	১০৩
২৮.	ছাব্বিশতম মানকাবাত : গাউসে পাক (رضي الله عنه)-এর শাফাআত দ্বারা অর্ধেক উম্মতের ক্ষমা	১০৪
২৯.	সাতাশতম মানকাবাত : হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানীর দৃষ্টিতে গাউসে আযমের মর্যাদা	১০৬
৩০.	আঠাশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের প্রশংসা	১০৮
৩১.	উনত্রিশতম মানকাবাত : সত্যবাদী ও আরিফগণের ইমাম	১০৯
৩২.	ত্রিশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের সাথে বেআদবীর পরিণতি	১১০
৩৩.	একত্রিশতম মানকাবাত : আস্তানায়ে গাউসিয়ার চৌকটের চুম্বন এবং ত্রুটি মাফ	১১৬
৩৪.	বত্রিশতম মানকাবাত : জিনদের অন্তরে গাউসুল আযমের সম্মান	১১৭
৩৫.	তেত্রিশতম মানকাবাত : মাদ্‌রাসার ঘাস খাওয়া এবং পানি পান করার কারণে তাউন (প্লেগ) রোগ হতে মুক্তি লাভ	১১৯
৩৬.	চৌত্রিশতম মানকাবাত : গাউসুল আযমের بقابالنبی এর মর্যাদা ছিলো	১২০
৩৭.	পয়ত্রিশতম মানকাবাত : গাউসুল আযমের (রীতিনীতি) অভ্যাসমূহ	১২২
৩৮.	চত্রিশতম মানকাবাত : একজন দুশ্চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি হতে মহিলাকে মুক্ত করা	১২৪

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৩৯.	সাইত্রিশতম মানকাবাত : এক ব্যবসায়ীর উট হারিয়ে যাওয়া	১২৫
৪০.	আটত্রিশতম মানকাবাত : গাউসুল আযমের বদান্যতায় দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণ বিলায়ত মিলল	১২৬
৪১.	উনচল্লিশতম মানকাবাত : একই দিনে সত্তর ঘরে রোযার ইফতার করা	১২৭
৪২.	চল্লিশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের হাতে বিলায়তের বণ্টন	১২৮
৪৩.	একচল্লিশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের হাম্বলী মাযহাবের জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ানো	১২৯
৪৪.	বেয়াল্লিশতম মানকাবাত : ইমাম আযমের সাথে গাউসুল আযমের কথোপকথান	১৩১
৪৫.	তেতাল্লিশতম মানকাবাত : শাইখ আহমদ গঞ্জে বখ্‌শ-এর মাথায় গাউসিয়ার পাগড়ি	১৩৩
৪৬.	চুয়াল্লিশতম মানকাবাত : এক দৃষ্টিতে সাতশত পুরুষ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে গেল	১৩৬
৪৭.	পঁয়তাল্লিশতম মানকাবাত : রাসূলে করীম (ﷺ) এর সম্মান প্রদান	১৩৭
৪৮.	ছেচল্লিশতম মানকাবাত : মন্দ বিশ্বাসের শাস্তি	১৩৮
৪৯.	সাতচল্লিশতম মানকাবাত : ফেরেস্তা, মানুষ এবং জিন জাতির শাইখ	১৪০
৫০.	আটচল্লিশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের প্রতি ভালবাসা ক্ষমার মাধ্যম	১৪১

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৫১.	উনপঞ্চাশতম মানকাবাত : গাউসে আযমের মুরীদগণের মর্যাদা	১৪৩
৫২.	পঞ্চাশতম মানকাবাত : মহান আল্লাহর সত্তরবার প্রতিশ্রুতি	১৪৬
৫৩.	একান্নতম মানকাবাত : গাউসিয়তের প্রকৃষ্টতা সমূহ	১৪৮
৫৪.	বায়ান্নতম মানকাবাত : সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর থুথু মোবারকের বরকত সমূহ	১৫৪
৫৫.	তিপ্পান্নতম মানকাবাত : বিলায়তের ঝান্ডা	১৫৬
৫৬.	চুয়ান্নতম মানকাবাত : ভূনা মুরগী জীবিত হয়ে গেল	১৫৮
৫৭.	পঞ্চান্নতম মানকাবাত : উন্নতজাতের চল্লিশটি ঘোড়া ক্রয় করা	১৫৯
৫৮.	ছাপ্পান্নতম মানকাবাত : পশুশালার কুকুর বাঘের উপর আক্রমণ	১৬১
৫৯.	সাতান্নতম মানকাবাত : শাইখে আকবরের দৃষ্টিতে গাউসে আযমের মর্যাদা	১৬২
৬০.	আটান্নতম মানকাবাত : একশত ফকীহগণের প্রশ্নের উত্তর দেয়া	১৬৩
৬১.	উনষাটতম মানকাবাত : গাউসুল আযমের পোষাক, বাহন এবং ওয়াজ করা	১৬৫
৬২.	ষাটতম মানকাবাত : গাউসুল আযমের স্বভাব চরিত্র	১৬৬
৬৩.	একষট্টিতম মানকাবাত : তাঁর পবিত্র অবয়ব বা গঠন প্রকৃতি	১৬৭
৬৪.	বাষট্টিতম মানকাবাত : সকল মুরীদ জান্নাতে (বেহেশতী)	১৬৮

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৬৫.	তেষট্টিতম মানকাবাত : ক্ষুধা ও পিপাসা দূরীভূত হওয়া	১৭০
৬৬.	চৌষট্টিতম মানকাবাত : শাইখ আহমদ রেফায়ীর স্বীয় মুরীদগণকে অসীয়ত	১৭১
৬৭.	পয়ষট্টিতম মানকাবাত : হযরত গাউসুল আযমের বংশ তালিকা	১৭২
৬৮.	ছেষট্টিতম মানকাবাত : পবিত্র নামসমূহ	১৭৩
৬৯.	সাতষট্টিতম মানকাবাত : সরকারে গাউসুল আযমের অসীয়ত	১৭৪
৭০.	আটষট্টিতম মানকাবাত : সালাতে গাউসিয়া বা গাউসিয়ার নামায	১৭৭
৭১.	উনসত্তরতম মানকাবাত : ওফাত মোবারক	১৭৯
৭২.	সত্তরতম মানকাবাত : তাঁর সাহেবজাদাগণের আলোচনা	১৮৩
৭৩.	পরিশিষ্ট	১৮৯
৭৪.	কৃতজ্ঞতা	১৯১
৭৫.	شيئا لله ওয়াযিফার বৈধতার উপর ফতোয়া	১৯৩

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ভূমিকা

حمد الک اے الہ عبد القادر — اے مالک و بادشاہ عبد القادر

"হে আব্দুল কাদের (رضي الله عنه)-এর প্রতিপালক প্রশংসা তোমারই জন্য। হে মালিক ও বাদশাহ্ আব্দুল কাদির।"

اے خاک براہ تو سر جملہ سراں — کن خاک مرا براہ عبد القادر

মহান আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির উপর দয়াবান হয়ে যান, তাঁকে তাঁর গ্রহণীয় ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আপন বান্দাদের সঙ্গত্ব, সহচরত্বের শিক্ষা ও সম্মানের তাওফিক দান করেন। হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত উম্মতদের মধ্যে সকল ওলীগণের মাথার মুকুট এবং ইমাম। এবং তাঁর সুমহান মর্যাদা দোজাহানের সর্দার নূর নবী (ﷺ)-এর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে নসীব হয়েছে।

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যেহেতু হুযুর (ﷺ)-এর প্রতিনিধি এবং ওয়ারিস, সেহেতু মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও প্রকৃষ্টতার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শোভা দ্বারা ধন্য করেছেন। এবং আচার ব্যবহার ও কর্ম নৈপূণ্যে তাঁকে হুযুর (ﷺ)-এর প্রকাশস্থল করেছেন। হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (رحمة الله عليه) লিখেছেন- গাউসে পাক আবদুল কাদের জিলানী (রা:) চরিত্রের মাধুর্যে انك لعلى خلق عظيم এর নমুনা বিশেষ। এবং انك لعلى هدى مستقيم এর সাক্ষ্য ও মাপকাটি ছিলেন তিনি। তিনি এত মহান মর্যাদাবান সুবিখ্যাত প্রখর জ্ঞানের অধিকারী এবং জাঁকজমক সত্ত্বেও দুর্বলদের মাঝে বসতেন, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসতর্কতাকে ক্ষমা করতেন এমনকি কেউ যদি মিথ্যা শপথও করত তিনি তা মেনে নিতেন। অসহায়দের সাথে বিনয়ী, বড়দের সম্মান,

ছোটদের সাথে ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। তিনি সালাম প্রথমে করতেন। অতিথি এবং এলমে দ্বীন অর্জনকারীর সাথে দীর্ঘক্ষণ বসতেন। স্বীয় জ্ঞান ও কাশফ (এর মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা জানা সত্ত্বেও) গোপন করতেন এবং তাঁর সাথে উপবেশনকারী এবং অতিথিদেরকে অন্যদের তুলনায় সর্বোত্তম ব্যবহার এবং হাসি খুশিভাবে সদালাপ করতেন। তিনি কখনও পাপিষ্ট, অবাধ্য, অত্যাচারী, সম্পদশালী এবং অসাধারণ দলপতিদের সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। এবং তিনি কোনও মন্ত্রি বা বিচারকের দ্বারেও যেতেন না। তার সম-সাময়িক সময়ে কোন গুরুজনও উত্তম চরিত্র, হৃদয়বান, নম্রতা এবং উদারতায় তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।

মুসলিম মনিষীগণ হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه)-এর গুণাবলীকে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন–

তিনি (رضي الله عنه) খুব উজ্জ্বল, হাস্যমুখ, সীমাহীন লজ্জাশীল, উন্নত চরিত্র, নম্র, সুন্দর গুণাবলী, হিতাকাংখী, ভদ্র এবং দয়ালু ছিলেন। তাঁর সাথে উপবেশনকারীদের সম্মান করতেন, দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন অধিক ক্রন্দনকারী, খোদাভীরু, মুস্তাজাবুত দাওয়াত অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার দো'আ কবুল হয়ে থাকে। পরোক্ষ নিন্দা করা হতে অনেক দূর বিরত এবং সত্যের অতি নিকটে ছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীর অবাধ্যতায় ছোট ছোট বিষয়গুলোর প্রতিও তিনি ছিলেন কঠোর, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং গাইরুল্লাহর জন্য রাগ করতেন না। কোন প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। যদিও বা তাঁর শরীরের কাপড়ই হোক না কেন। মহান আল্লাহর সাহায্য ছিল তার পথপ্রদর্শক। স্বর্গীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তার সাহায্যকারী। জ্ঞান তাঁকে কৃষ্টিমনা এবং নৈকট্য তাকে শিষ্টাচারিতার উচ্চাসনে আসীন করেছেন। মহান আল্লাহ কর্তৃক সম্ভাষণ তাঁর পরামর্শক এবং খোদায়ী পরিদর্শন ছিল তাঁর দূতস্বরূপ। সৌজন্য ও বন্ধুত্ব ছিল তাঁর সঙ্গী, হাস্যমুখ তাঁর বৈশিষ্ট্য, সত্যবাদিতা তাঁর অযিফা, বিজয় ছিল তাঁর সঞ্চয়, ধৈর্য্য ও গাম্ভির্য তাঁর

কৌশল, আল্লাহর স্মরণ তার ওযীর, চিন্তা ও গবেষণা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, আধ্যাত্মিকতা তাঁর খাদ্য এবং পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর আরোগ্যতা, শরীয়তের বিধানাবলি রক্ষায় তিনি পূর্ণ সুস্পষ্টতার প্রতীক ছিলেন এবং হাকিকতের বৈশিষ্ট্যবলি ছিল তার অন্তর্নিহিত অবস্থা। [গাউসুল ওয়ারা কৃত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)]

মুহাক্কিক আলাল ইত্লাক্ব "বারকাতুল মুস্তফা ফিল হিন্দু" শাইখ মুহাক্কিক হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁর যুগের প্রসিদ্ধ বাণী "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" সম্পর্কে অধিকাংশ প্রাচীন জ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাণীসমূহ এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি" এর বাক্যগুলো একত্রিত করেছেন, যা অধ্যায়ন করলে ঈমানের উদ্যানে বসন্ত কালের বায়ু অনুভব হয়। আসুন তা পাঠ করি :

শাইখুল আলম শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) শাইখ আবুল নজীব আব্দুল কাহের সোহরাওয়ার্দী এর বর্ণনা লিখতে গিয়ে বলেন যে, আমি একদিন হযরত হাম্মাদ দাব্বাস (রহঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। (হাম্মাদ দাব্বাস (রহঃ) গাউসে পাক (রাঃ) এর সমসাময়িক একজন বিখ্যাত ওলী) সে মজলিশে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন মজলিশ হতে বাইরে চলে গেলেন তখন শাইখ হাম্মাদ দাব্বাস (রহঃ) মজলিশে উপস্থিতদেরকে সম্বোধন করে বললেন যে, "এ অনারব যুবক বর্তমান সময়ে আচার-আচরণ ও মা'রেফাতের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে এবং তার মর্যাদা উত্তরোত্তর সুউচ্চ হতে চলছে। এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহর সকল ওলীগণের গর্দানের উপর তাঁর পা হবে এবং এ যুবককে নির্দেশ করা হবে যে, ঘোষণা কর- "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" এ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই যুগের সকল আল্লাহর ওলীগণ তাদের আপন গর্দানসমূহ ঝুঁকায়ে দিবেন।"

তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ দরবেশগণ আমাকে বলেছেন (যাদের মধ্যে হযরত শাইখ আদী ইবনে মুসাফির (রহঃ) এর নাম অধিক প্রসিদ্ধ। আর এ আদী ইবনে মুসাফির (রহঃ) হলেন সে মহান ওলী যার সম্পর্কে হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেছিলেন যে, সাধনার মাধ্যমে যদি নবুওয়াত লাভ করা যেতো, তাহলে শাইখ আদী ইবনে মুসাফির (রহঃ) নবী হতেন।) যে, শাইখ আদী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, পূর্বেও কি কোন ওলী "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" এর ঘোষণা করেছেন? তিনি বললেন : "এমন কখনও হয়নি।" অতঃপর তিনি বললেন : তাহলে এ ঘোষণার (উদ্দেশ্য) অর্থ কী? তিনি বললেন- হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তি। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, আজকের পূর্বেও অনেক ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা এমন বলেননি কেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ! তাদেরকে এমন ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করা হয়নি। মহান আল্লাহ তা'আলা গাউসে পাক (রাঃ)-কে এ ঘোষণা প্রদান করার বিশেষ আদেশ প্রদান করেছেন, তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশেই আল্লাহর ওলীগণের গর্দানের উপর পা রাখেন। এটাই হল কারণ যে, প্রত্যেক ওলীগণের গর্দান তার সামনে ঝুঁকে গিয়েছিল। আপনারা অবগত রয়েছেন যে, ফেরেস্তাগণ হযরত আদম (আ:)-কে নিজ হতেই সিজদা করেন নি, যখন আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ হল, তখনই তারা হযরত আদম (আ:)-কে সিজদা করেছিলেন।

হযরত শাইখ আবু সাঈদ কাইলুভী (রহঃ) তাঁর স্বীয় পীর এর বর্ণনায় বলেছেন যে, হযরত শাইখ সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেছেন যে, "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই বলেছিলেন। এ নির্দেশে কুতুবুল ইরশাদ ব্যতিত অন্য কাউকে দেয়া হয় না। এবং কুতুব হওয়ার চিহ্ন হল এটা যে, যুগের কুতুবদের এ

সম্মান লাভ হয়। কিন্তু ঘোষণা করার অনুমতি পায় না এবং তাদেরকে নিরবতা পালন ছাড়া কোন উপায় নেই এবং যাকে এ ঘোষণা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, সে পরিপূর্ণ কুতুব اقطاب اكمل এবং একক ব্যক্তি হন।

হযরত শাইখ আহমদ রেফায়ী (رحمة الله عليه) (হযরত গাউস পাক আবদুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه)-এর সমসাময়িক একজন বিখ্যাত ওলী এবং রিফায়ী ত্বরিকতের মহান ইমাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল : সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه)-কে "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নাকি তিনি নিজ হতে এ ঘোষণা করলেন, উত্তরে রিফায়ী বললেন- নিশ্চয়ই এটা বলার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

হযরত শাইখ আলী ইবনে হাইতি (رضي الله عنه) এর এ বাণী শাইখ আরেফ আবু মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস ইয়াকুবী (رحمة الله عليه) বলেছেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুর কাদের জিলানী (رضي الله عنه) যখন কোন এক মজলিসে "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বললেন, তখন আলী আলহাইতী (رضي الله عنه) উক্ত মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য গুরুজনদের সাথে উঠলেন, মিম্বরের পাশে বসলেন এবং হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর পা মোবারক উঠায়ে নিজ কাঁধের উপর রেখে তার আঁচলের ছায়ায় বসে গেলেন। সাথীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি এমন কেন করলেন? তিনি বললেন, "সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে এটা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যা আমি স্বয়ং নিজে শুনেছিলাম। স্মরণ রাখবে! আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি একথার অস্বীকার করবে, তার বিলায়ত ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমি সবার পূর্বে অগ্রসর হয়ে তার পা মোবারক আমার কাঁদের উপর রেখে নিলাম।" –সোবহানাল্লাহ্!

শাইখ আলী আলহাইতী (رحمة الله عليه) হলেন ইরাকের ওই চারজন মাশাইখগণের মধ্যে অন্যতম, যিনি কুষ্ট রোগের চিকিৎসা এবং অন্ধদের আরোগ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা হলেন- শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه), শাইখ আলী আলহাইতী (رحمة الله عليه) শাইখ বক্বা ইবনে বতু (رحمة الله عليه) এবং শাইখ সাঈদ কাইলুভী (رحمة الله عليه)।

এমন মাশাইখগণের আরেকটা জামাত ও হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর পায়ের নীচে তাদের গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন যথাক্রমে :

১. শাইখ আবুশা মুহাম্মদ মাহমুদ (رحمة الله عليه)
২. মাহমুদ ইবনে আহমদ করুবী (رحمة الله عليه)
৩. শাইখ বক্বা ইবনে বতু (رحمة الله عليه)
৪. শাইখ আবু সাঈদ কাইলুভী (رحمة الله عليه)
৫. শাইখ আদী ইবনে মুসফির (رحمة الله عليه)
৬. শাইখ আলী আলহাইতী (رحمة الله عليه)
৭. শাইখ আহমদ রেফায়ী (رحمة الله عليه) প্রমুখ প্রসিদ্ধ বুযুর্গগণ।

এ সকল মহান ব্যক্তিত্বগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন, যে বৈঠকে হযরত সৈয়্যদুন গাউসুল আযম (رضي الله عنه) "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বলেছিলেন। এছাড়াও পঞ্চাশজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মাশাইখগণও ছিলেন। সবাই সেখানেই তাদের আপন গর্দান সমূহ ঝুকায়ে দিলেন। শাইখ আলী ইবনে আলহাইতী (رحمة الله عليه) তখন উঠে তাঁর পা মোবারক স্বীয় কাঁধের উপর রেখে দিলেন।

মাশাইখগণের একদল এ সংবাদ দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সময় যেখানে আউলিয়ায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা স্বীয় কাশফের মাধ্যমে এ ঘোষণা শুনতে পেয়েছেন তারা তাদের স্বীয়

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

গর্দানসমূহ ঝুঁকায়ে দিলেন। হযরত শাইখ আবু সাঈদ কাইলুভী (রাহ) আরেকটা বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে তাজাল্লী (ঔজ্জ্বল্য) দান করেছিলেন এবং হুযুরে আকরাম (সাঃ) এর পক্ষ হতে তাঁকে ফেরেস্তাগণ একটা পোষাক (তোহফা) পরিধান করায়ে সম্মানিত করেছিলেন। সে সময়ে সকল উম্মতের সকল ওলীগণ ছিলেন, তাঁর সমসাময়িক যুগ ছাড়াও সকল ওলীগণ যারা তাঁর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং ওই সকল ওলীগণ যারা এখনও এ জগতে আগমন করেন নি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আল্লাহর ওলীগণের আত্মাসমূহ এ মজলিশে উপস্থিত হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁকে যে সময় পোষাক পরিধান করা হয়েছিল তখন আল্লাহর ওলীগণ ছাড়াও অসংখ্য ফেরেস্তা এবং রিজ্জালুল গাইব (অদৃশ্য ও অলৌকিক মানুষ) হাত বেঁধে আসমানের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি দেখেছি যে, সে দিন এত অধিক সংখ্যক আল্লাহর ওলী, রিজালুল গাইব এবং ফেরেস্তাদের জমায়েত ছিল যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে তিল পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। পূর্বপ্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য সৃষ্টি জোড় হস্তে বিনীত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। আমি এমন কোন ওলী দেখিনি যিনি তাঁর গর্দান ঝুকাননি।

শাইখ বক্বা ইবনে বতু (রাহঃ) বলেছেন যে, যেদিন হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বলেছিলেন সেদিন সারিবদ্ধ ফেরেস্তাগণ হতে (আওয়াজ) আহ্বান আসল যে, "হে আল্লাহর বান্দা! আপনি সত্যি বলেছেন" হযরত বক্বা ইবনে বতু (রাহঃ) যিনি প্রসিদ্ধ মাশাইখগনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার নাম ওই চারজন মহান

ওলীগণের মধ্যে লিখা রয়েছে, যারা হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর বিশেষ সহচর ছিলেন।

একটা সময় ছিল যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) হযরত বক্বা ইবনে বতু (রাহঃ) এর মাহফিলে উপস্থিত হতেন, আর তখন তিনি ভয়ে কাঁপতেন এবং দেহের রক্ত শুকিয়ে যেত। অতঃপর যখন তাঁকে বিলায়তের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হল, তখন সে-ই শাইখ বক্বা ইবনে বতু (রাহঃ) হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর মজলিশে যেতেন তখন তাঁর ভীতির সঞ্চার হয়ে যেত এবং রক্ত শুকিয়ে যেত। আর তার সারা শরীর কাঁপতে থাকত।

হযরত শাইখ মাকারেম (রাহঃ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ দৃশ্য দেখালেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন আল্লাহর ওলী নেই, যার বিলায়তের উপর হযরত শাইখ আব্দুল কাদের (রাঃ) এর মোহর লাগেনি। সে জগতের যে কোন পার্শ্বে যেখানে হোক, নিকটে, দূরে, পূর্ব বা পশ্চিমে মহান আল্লাহর সকল ওলীগণ তাঁর অনুসারী রূপে স্থির করে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মহান আল্লাহর ওলী নেই যার মাথার উপর হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর প্রদানকৃত বিলায়তের মুকুট না হবে। এখনও প্রত্যেক আল্লাহর ওলীর অস্তিত্বের উপর হুযুর গাউসে পাক (রাঃ) এর কর্তৃত্বের পোশাক পরিধান করা হয় এবং শরীয়ত ও তরীকতের অঙ্কিত পোষাক প্রত্যেক ওলীকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

হুযুর গাউস আযম (রাঃ) যখন "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" বললেন তখন তাঁর রূহানী জগতের সকল আল্লাহর ওলীগণ মাথা ঝুঁকায়ে দিলেন, বিলায়তের অংশ হতে প্রাপ্ত জগতের সম্রাটগণ ও গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন। অতঃপর বিশ্বজগতের ভূ-পৃষ্ঠের শৃংখলা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত আবদালগণও তাদের গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে–

১. হযরত বক্বা ইবনে বতু (রাহঃ)
২. হযরত শাইখ আবু সাঈ কাইলুভী (রাহঃ)

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

৩. হযরত শাইখ আলী ইবনে হাইতী (رحمة الله عليه)
৪. হযরত শাইখ আদী ইবনে মুসাফির (رحمة الله عليه)
৫. হযরত শাইখ মুসা যু-বী (رحمة الله عليه)
৬. হযরত শাইখ আহমদ কবীর রেফায়ী (رحمة الله عليه)
৭. হযরত শাইখ আব্দুর রহমান তফ্সুঞ্জি (رحمة الله عليه)
৮. হযরত শাইখ আবু মুহাম্মদ কাশেম ইবনে আব্দুল্লাহ বসরী (رحمة الله عليه)
৯. হযরত শাইখ হায়য়াত ইবনে ক্বায়স হেরাফী (رحمة الله عليه)
১০. এবং হযরত শাইখ আবু মাদয়ান মাগরিবী (رحمة الله عليه) এর মত মহান ওলীগণও তাদের গর্দান ঝুঁকায়ে দিয়েছিলেন।

হযরত শাইখ খলীফায়ে আকবর অধিকাংশ সময় হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিতির মর্যাদা লাভ করতেন। একদা তাঁরা হুযুর নবী করীম (ﷺ) সমীপে আরয করলেন যে, হুযুর (ﷺ)! হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর দাবী "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" এর সত্যতা কতটুকু? হুযুর নবী করীম (ﷺ) বললেন- তাঁর দাবী যথার্থ, আর আমি তাঁকে আমার হেফাযতে নিয়ে নিয়েছি, আর সে হল যুগের "কুতুবুল ইরশাদ"।

মাশাইখগনের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তির নাম ছিল শাইখ লু'লু। তার উপাধি ছিল "على الانفاس" (আলাল আনফাস) সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) যেদিন "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" এর ঘোষণা করলেন, তখন তিনি পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করছিলেন, সেখানে অন্যান্য মাশাইখগনের একটা দল তাদের অন্তরে কল্পনা করল যে, হযরত শাইখ লু-লু (رحمة الله عليه) এর আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক কোথায়? তিনি তাদের অন্তরসমূহের কল্পনাকে আঁচ করতে পেরে বললেন : আমি সৈয়্যদ আব্দুল

কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক রাখি, যেদিন তিনি "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বলেছিলেন, তখন আমি দেখলাম যে, ১৩১৩ জন আল্লাহর ওলী, ধরনীর প্রান্ত সীমায় বসে বসে তাদের গর্দান সমূহ ঝুঁকায়ে দিলেন, এখন পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে ৭ জন আল্লাহর ওলী, ইরাকে ৬০ জন, ইরানে ৪০ জন, সিরিয়ায় ২০ জন, মিশরে ২০ জন, পূর্বে ২৭ জন, প্রাচ্যে ২৩ জন, হাবশায় ১১ জন, সুদ্দে ইসকান্দরীর ওই পারে ইয়াজুজ এবং মাজুজের ভূমিতে ৭ জন, শ্রীলংকার সরন্দিপে ৭ জন, কুহে কাফে ২৭ জন, সামুদ্রিক দ্বীপে ২৪ জন মহান আল্লাহ তা'আলার এমন ওলীগণ রয়েছেন যারা নৈকট্যতার মর্যাদায় আসীন রয়েছেন, তাঁরা সবাই তাদের গর্দান সমূহ ঝুঁকায়ে দিলেন।

হযরত শাইখ আবু মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বসরী (رحمة الله عليه) বলেন যে, হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه)-কে যেদিন "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –বলার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, সেদিন আমি দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যত ওলী ছিলেন, তারা সবাই তাদের মস্তক অবনত করেছিলেন, ইরানে ওলীগণের মধ্যে এমন একজন ওলীকে আমি দেখেছি, যিনি গর্দান ঝুঁকাতে ইতস্তত: করছিলেন কিছুদিন পরে তার অবস্থা বিশৃংখল দেখেছি।

হযরত ইমাম শাইখ আহমদ কবির রেফায়ী (رحمة الله عليه) একদিন স্বীয় মসজিদের মেহরাবে বসাছিলেন, আর তিনি বসে বসে তাঁর মস্তক ঝুঁকায়ে দিলেন এবং মুখে বলছিলেন- "আমার গর্দানও"। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি ব্যাপার? তিনি বললেন, এখনই হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) বাগদাদে "قد مى هذه على رقبة كل

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

"ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা দিয়েছেন, আর এজন্য আমি বললাম যে, আমার গর্দানের উপরও আপনার পা। উপস্থিত জনতা সেদিনের তারিখ লিখে রাখলেন, আর পরবর্তীতে জানা গেল যে, সত্যিই সে সময় এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

হযরত শাইখ আরসালান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যখন তাঁর গর্দান ঝুঁকালেন তখন বললেন যে, আজকে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (ﷺ) বাগদাদে এ ঘোষণা দিলেন যে, "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" এজন্যেই আমার গর্দান ঝুঁকে গিয়েছে। তাঁর বন্ধুগণ সেদিনের তারিখ লিখে নিলেন, সত্যিই সে তারিখে বাগদাদে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (ﷺ) "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা দিয়েছিলেন। এভাবে কতেক মাশাইখগণ বলেছেন যে, শাইখ আব্দুর রহমান তফসুঞ্জি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তফসুঞ্জ এলাকায় বসে বসে তাঁর স্বীয় গর্দান এ পরিমাণ ঝুঁকায়ে দিলেন যে, তাঁর স্বীয় মস্তক ভূমিতে লাগতে লাগল এবং মুখে বললেন যে, "আমার মাথার উপর" তাঁর বন্ধুগণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন বাগদাদে হুযুর গাউসুল আযম (ﷺ) আজ "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা করেছেন।

হযরত শাইখ রুগবত রজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন হযরত শাইখ সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (ﷺ) "قد می هذه علی رقبة کل ولی الله" এর ঘোষণা করলেন, আমি তখন দামেস্কে শাইখ

আরসালান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর নিকট বসাছিলাম। তিনি তখন খুব দ্রুত গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন এবং তাঁর বন্ধুদেরকে সেটার প্রত্যক্ষ বিবরণ সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন আর বললেন : মহান আল্লাহর মারেফাতের বিছানায় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে গেল, তার আত্মা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্বের সম্মান এবং একত্ববাদের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করল, তার গুণাবলী মহামহিমের নৈকট্যের মধ্যে শৃংখলিত হয়ে গেল এবং মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় ও মহত্বে বিলীন হয়ে গেল, মহান আল্লাহ তাকে সুউচ্চ সিঁড়ির উপর আরোহন করান, এভাবে সে "মকামে ক্বরার" তথা স্থায়িত্বে স্তরে গিয়ে পৌছে যায়। তাঁর আত্মা শান্তির উন্মুক্ত হাওয়ায় উড়তে থাকে এবং সুগন্ধময় বায়ু নূরানী স্থানে নিয়ে যায়, তার অন্তরের উপর গোপনীয় সুক্ষ্ম বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়ে যায়, এমন ব্যক্তি না অচেতন হয়, না উদাসীন হয়, সে ব্যক্তিকে উন্মত্ততা হতে মুক্ত করে দেয়া হয়, সে এমন স্থান সমূহ হতে উপরে চলে যায়। সে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বজ্ঞানে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হয়। এখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (ﷺ) সে সকল গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত।

হযরত শাইখ আবু ইউসুফ আনসারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন যে, আমি হযরত শাইখ রুগবাত রজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর নিকট হতে শুনেছি যে, হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (ﷺ) হলেন কুতুবে আ'লা, উম্মতের সকল কুতুবগণ তার ছায়া তলে, তিনি হলেন মনিব এবং সকল ব্যক্তি হলেন তাঁর অনুসারী। তিনি হলেন মা'রেফাতের জ্ঞানসমূহের রাজ্যের শাহিনশাহ, তার উপরই এ স্থানের শেষ। সত্যের শিক্ষকের নিপুণ অশ্বারোহী এবং তার হাতে রয়েছে জাতিকে পরিচালিত করার রশি। আরীফ তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্নগনের মধ্যে যত তরিক্বতের শ্যোনপক্ষী রয়েছে তাদের সকলের সর্দার হলেন তিনি, তিনি মুহিব্বানে সাদিকগণের কাফেলাকে আগে নিয়ে যান। তাঁর মুখের প্রভাব ও মহত্ব দ্বারা বড় বড় আধ্যাত্মিকগণের বিবেক লোপ পেয়ে যেত, তাঁর নিরবতা দ্বার পর্বতমালা কেঁপে উঠত। তিনি আল্লাহর ওলীগণের অন্তরে গোপন অবস্থাদির উপর দৃষ্টি রাখতেন। তিনি

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কবরসমূহের মধ্যে শায়িত আল্লাহর ওলীগণের পরিস্থিতির উপরও দৃষ্টিপাত করতেন এবং তাঁর অসীলায় আল্লাহর ওলীগণ মর্যাদা লাভ করতেন।

মাশাইখগণ হযরত শাইখ আবু মাদয়ান শোআইব (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি প্রাচ্যে তার বন্ধুদের সাথে বসাছিলেন, আর বসে বসে গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন এবং বললে : আমি হলাম তাদের মধ্যে, হে আল্লাহ! তোমার ফেরেস্তাগণ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমি গর্দান ঝুঁকায়ে দিয়েছি। আমি হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ঘোষণা "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –শুনে স্বীকার করলাম।

তাঁর বন্ধুগণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, আজকে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)"قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা দিয়েছেন।

শাইখ আব্দুর রহীম মাগরিবী (রহঃ) ইয়েমেন প্রদেশের সানআ নগরীতে বসে বসে গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন এবং বললেন- একজন সত্যবাদী বান্দা সত্য কথা বলেছেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : বাগদাদে সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" -এর ঘোষণা করেছেন। আজকে এ ঘোষনার উপর প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের মধ্যে বসা আল্লাহর ওলীগণের গর্দানসমূহ ঝুঁকে পড়েছে।

হযরত শাইখ আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর মজলিশে সে দিন বসাছিলেন যেদিন তিনি "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম

(সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –এর ঘোষণা করলেন, তখনই হযরত সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন আর তাঁর কপাল ভূমির নিকটতম লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। আর তিনি তার মুখে তিনবার বললেন- আমার মাথার উপর, আমার চক্ষুযুগলের উপর।

শাইখ ওসমান ইবনে মারযুক (রহঃ) এবং শাইখ আবু মুকারম (রহঃ) মিশর হতে বাগদাদে আগমন করলেন এবং হুযুর (সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলেন, সে মজলিশে ইরাকের অধিকাংশ মাশাইখগণ উপস্থিত ছিলেন, হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –ঘোষণা করলেন তখন মজলিশে উপস্থিত মহান আল্লাহর সকল ওলীগণ তাদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন। মজলিশ ভঙ্গ হলে শাইখ আবু মুকারম (রহঃ) তাঁর অন্তর দৃষ্টি দিয়ে প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে দেখলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন ওলী নেই যিনি তাদের গর্দান ঝুঁকাননি। তিনি বলেন, ইস্পাহানে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি তাঁর গর্দান ঝুঁকাননি, কিছুদিন পরে তাকে দূরাবস্থার মধ্যে দেখলাম।

শাইখ আবুল কাসেম বত্বা ইয়াহয়া হাদ্দাদী (রহঃ) বলেন যে, আমি লেবাননের পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম, লেবাননের পাহাড়ে একজন শাইখ আব্দুল্লাহ জীলী (রহঃ) একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করছিলেন, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, জনাব আপনি এখানে কত দিন পর্যন্ত অবস্থান করছেন? তিনি বললেন যে, ৬০ বৎসর হয়ে গেল, আমি আবার জানতে চাইলাম যে, এখানে কোন আশ্চর্যজনক বিষয় দেখে থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বললেন– এখানে আমি অধিকাংশ সময় দেখতে পাচ্ছি যে, পাহাড়ী লোকজন জ্যোৎস্নাময়ী রাতে দীপ্তিময় মুখে একত্রিত হচ্ছেন এবং দলে দলে বাগদাদে উড়ে উড়ে গমন করছেন, আমি

এমন একজন গমনকারীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা প্রতিদিন কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন : আমরা নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আমরা যেন বাগদাদে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) নামক এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হই, আমিও তাদের সাথে যাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করলাম, তিনি বললেন- আপনিও চলুন। আমি এক জ্যোৎস্নাময়ী রাতে উড়ে উড়ে বাগদাদে পৌছে দেখলাম যে, আর হযরত গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর সামনে আল্লাহর অসংখ্য ওলীগণ সারিবদ্ধভাবে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি যেদিকে দৃষ্টি দিতেন, মহান আল্লাহর ওলীগণ মস্তক ঝুঁকিয়ে দিতেন, আর তিনি যখন ইশারা দ্বারা অনুমতি দিতেন তখন সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ওলীগণ উড়ে উড়ে নিজ নিজ মাতৃভূমির দিকে চলে যেতেন। যেদিন তিনি "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" –ঘোষণা করলেন, তখন আমার গর্দা ঝুঁকে গিয়েছিল।

নায়েবে গাউসুল ওয়ারা সৈয়্যদুনা ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে ব্রেলভী (رحمة الله عليه) সত্যি বলেছেন :

پیر پیراں میر میراں اے شہ جیلاں توئی

انس جانِ قدسیان و غوثِ انس وجاں توئی

হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর কদম মোবারক উম্মতের সকল উম্মতের গর্দানের উপর এবং মহান বিলায়ত একমাত্র তাঁর ভাগ্যে রয়েছে। এজন্যই তিনি হলেন ওলীগণের ইমাম এবং আধ্যাত্মিকদের গুরু। কেনইবা হবেনা, তিনি স্বয়ং নিজেই এরশাদ করেছেন-

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَّاِنِّى – عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

– প্রত্যেক ওলীর ক্বদম বা মর্যাদা রয়েছে, আর আমি সরকারে দো আলম (ﷺ) এর ক্বদম মোবারকে যিনি রিসালাতের আকাশের পরিপূর্ণ চাঁদ।

হযরত বাবা শাইখ ফরিদুদ্দিন মাসউদ গঞ্জে শেকর (رحمة الله عليه) বাগদাদ শরীফে গমন করতেন, এ ব্যাপারে জীবনী রচনাকারীদের অবস্থান হল যে, হযরত বাবা ফরিদুদ্দিন সাহেব (رحمة الله عليه) কিছুদিন শাইখদের গুরুজনের সমীপে অবস্থান করে ইরান, তুরান এবং বদখেশান নগরে গমন করলেন। সেখানকার ধার্মিকদের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং কিছু দিন পরে হারামাইন শরীফাইনের যেয়ারতের জন্য গমন করলেন এবং হজ্ব কর্ম সম্পাদন করে পবিত্র মদিনায় অবস্থান করলেন, অসংখ্য ফয়েজ লাভ এবং হুযুর সরকারে দো আলম (ﷺ) এর আধ্যাত্মিক ইংগিত দ্বারা বাগদাদে স্থিরকৃত হলেন। হযরত গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর পবিত্র মাযারের যেয়ারত করলেন এবং ওখান হতে তাবাররুকাত লাভ করলেন।

ওই সময় হযরত গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর পবিত্র মাযার নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল, তিনি সারাদিন শ্রমিকদের সাথে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতেন, আর যখন সন্ধ্যায় শ্রমিকদের বিনিময় বন্টন করা হতো, তিনি সেখান হতে পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে যেতেন। একদিন হযরত গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক (رضي الله عنه) বললেন এ শ্রমিকটাও হল বিস্ময়কর। গোটাদিন পরিশ্রম করছে কিন্তু পারিশ্রমিক নেয়ার সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। সে রাতেই হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক (رضي الله عنه)-কে সুসংবাদ দেয়া হল যে, ওই শ্রমিক হল ফরিদুদ্দিন মাসউদ (رحمة الله عليه), তিনি বরকত লাভের জন্যই মজদুরী করছে, তুমি তাকে সম্মান ও সমীহ কর এবং সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় জানাও।

এ সুসংবাদের পর হযরত আব্দুর রায্যাক (رضي الله عنه) হযরত বাবা ফরিদুদ্দিন মাসউদ (رحمة الله عليه)-কে তাবাররুকাত প্রদান করলেন। হযরত তাজেদারে গুলটাহ পীর সৈয়্যদ মেহের আলী শাহ (رحمة الله عليه) এর জীবনচরিত

পাঠ করে জানা যায় যে, তিনি গাউসিয়তের আকাশে যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় হয়েছেন তাও অতুলনীয়। আর অন্যদিকে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (قدس سره) এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও প্রকৃষ্টতার মাধ্যমে জানা যায়। একটা ঘটনা লক্ষ্য করুন : খান বাহাদুর গোলাম রাসূল খান একদা গুলটা শরীফে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, আমি বাগদাদ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি বললেন, বাগদাদওয়ালাদের দয়া হলে এখানেও যেয়ারত হতে পারে। খান সাহেব এ কথা শুনে কান্না আরম্ভ করে দিলেন। আর তখনই হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এমন আরেকটা ঘটনা হযরত শাইখুল জামিয়া মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ঘুটুবীও বর্ণনা করতেন যে, একদা আমি গুলটা শরীফের দরবারে উপস্থিত হলাম, হযরত কেবলা একাকী মসজিদে তাশরীফ রাখতেন, ইশরাকের সময় ছিল, আমি তাঁর কদমবুচি করে নিবেদন করলাম যে, হুযুর আমি গেয়ারবী শরীফের আয়োজন করতাম, কিন্তু কিছুদিন হতে গেয়ারবী শরীফ আয়োজনের সামর্থ্য হচ্ছেনা। তিনি একথা শুনে বললেন যে, কল্যাণ হবে। ইত্যাবসরে একটা ধীর পদক্ষেপের আওয়াজ আসলো এবং একজন নূরানী আকৃতি বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত দৃশ্যমান হলো। আমি অনুভূতিহীন তথা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমার এমন অবস্থা রইলো, অতঃপর সে বুযুর্গ লোকটা আমার দৃষ্টিচক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা ছিল আমার উপর হযরতের অধিক দয়া যার বদৌলতে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যেয়ারত নসীব হয়ে গেল, আর ভবিষ্যতেও গিয়ারভী জারী হয়ে গেল। (মেহেরে মুনীর)

سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے

افق نور یہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر

کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا

(حدائق بخشش)

তাঁর প্রাচুর্য ব্যাপক তথা সার্বজনীন, যে কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তাঁর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে কিংবা তাঁর মহান অসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাঁর অভাব পূরণ হয়, জটিলতা সহজতর হয়, অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটা পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র "সালাতুল আসরার শরীফে"ও রয়েছে।

যাকে দু'রাকাত গাউসিয়ার নামাযও বলা হয়। মহান আল্লাহ তাঁর স্বীয় ওই প্রিয়বান্দার অসীলায় কৃত দো'আ কবুল করেন এবং হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) পবিত্র নামের বরকত ও দিবালোকের সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায়। মহান রুহানী তথা আধ্যাত্মিক খানকাহ আস্তানা মুকাদ্দাসা কাছওয়াছা শরীফে, আউলাদে সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) সম্রাজ্য পরিত্যাগকারী সুলতান আউহাদুদ্দীন মীর সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (رضي الله عنه) এর খেলাফত প্রাপ্ত সাজ্জাদানশীন আরিফগণের সর্দার হযরত আবু আহমদ মুহাম্মদ সৈয়্যদ আলী হোসাইন শাহ্ আল আশরাফী আল জ্বীলানী (قدس سره) তাঁর প্রণীত দরুদ ও ওয়াযিফার কিতীব ওয়াযায়েফে আশরাফীতে হযরত গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর সালাতুল আসরার সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন যে, আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদ কুতুবুল আলম আমার দাদাজান সৈয়্যদ হযরত আশ্‌শাহ আবু আহমদ আলী হোসাইন আশরাফী জীলানী (قدس سره) হতে সালাতুল আসরার অর্থাৎ দু'রাকাত গাউসিয়ার নামায ও অভাব পূরণের নামাযের শিক্ষা এভাবে পৌঁছেছে, যা সফলতা ও উভয় জগতের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল। এ নামায পড়ার পদ্ধতি হল এটা যে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত শেষ করে দু'রাকাত নফল নামায, নামাযে গাউসিয়ার নিয়তে এভাবে আদায় করবে যে, উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে ১১ বার করে

সূরা ইখলাসের মাধ্যমে আদায় করে সালাম ফেরানোর পর নিম্নোক্ত দরুদে গাউসিয়া ১১ বার পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْحِلْمِ وَالْحِكَمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল কারামি মামবা'য়িল হিলমে ওয়ালহিকামে ওয়ালা আলিহি ওয়াবারিক ওয়াসাল্লিম।

অর্থাৎ- হে প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর পরিপূর্ণ রহমত বর্ষন করুন, যিনি দান ও দয়ার খনি, হৃদয়দ্রুতা ও প্রজ্ঞার প্রস্রবন এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর করুণা বরকত ও সালাম বর্ষন করুন।

অতঃপর ইরাকের দিকে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকে ১১ কদম যাবে এবং প্রত্যেক কদমে হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর একেকটি নাম পড়তে থাকবে এবং প্রত্যেক নামের পরে উচ্চস্বরে কিংবা নিম্নস্বরে এভাবে সম্বোধন করবে-

يَا غَوْثَ الصَّمْدَا نِىْ اَنَا عَبْدُكَ مُرِ يْدُكَ مَظْلُوْمٌ عَاجِزٌ مُحْتَاجٌ اِلَيْكَ فِىْ جَمِيْعِ الْاُمُوْرِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَمْدِدْنِىْ وَاَغِثْنِىْ بِاِذْنِ اللهِ وَمَحَبَّةِ اللهِ وَبِرِضَاءِ اللهِ تَعَالٰى فِىْ حَاجَتِىْ-

অর্থাৎ- হে গাউসে সামদানী আমি হলাম আপনার গোলাম, আপনারই মুরীদ, নির্যাতিত অসহায় ব্যক্তি। ইহকালীন ও পরকালীন সব বিষয়ে আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন, আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, মহান আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি বলে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমার অভাব পূরণ করুন।

আর স্বীয় হাজতের কথা মুখে উচ্চারণ করবে, ইনশাআল্লাহ তা'আলা হাজত পূর্ণ হবে। নামাযে গাউসিয়ার নিয়ত নিম্নরূপ :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَسْرَارِ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى وَانْقِطَاعًا عَنْ غَيْرِهٖ هَدِيَّةً اِلٰى رُوْحِ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ : নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়ালিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিল আসরারি তাকাররুবান ইলাল্লাহি তায়ালা ওয়াইনকিতায়ান আন গাইরিহি হাদিয়াতান ইলা রুহিস শাইখ আবদিল কাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিস শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ- আমি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দুই রাকাত সালাতুল আসরারের নামায পড়ার নিয়ত করছি, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং তিনি ছাড়া অন্য কিছুর সম্পর্কচ্যুত হয়ে এবং এ নামাযের সওয়াব হাদিয়া স্বরূপ হযরত শেখ আব্দুল কাদের (رضي الله عنه)'র, রুহু মোবারকের উপর প্রদানের নিমিত্তে। কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে, আল্লাহু আকবর।

উল্লেখ্য যে, সালাতুল আসরার এর এ আমলটা বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবার অথবা জুমাবার দিনগত রাত হতে আরম্ভ করা উচিৎ।

গাউসুচ্ছাকালাইন (رضي الله عنه) এর এগার নাম এর বিশুদ্ধ বর্ণনা নিম্নরূপ :

يَا سُلْطَانُ مُحِىُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَاسَيِّدُ مُحِىُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَا مَخْدُوْمُ مُحِىُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَا شَيْخُ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَاشَاهْ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَافَقِيْرُ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَا غَرِيْبُ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَا دَرْوِيْشُ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَاخَوَاجَهْ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

يَا وَلِيُّ مُحِيُ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَغِثْنِىْ

একশত এগার বার শুরু এবং শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ এবং এশার নামাযের পরে–

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللهِ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ–

অর্থাৎ- আমি আমার সকল ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট অর্পণ করছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। প্রথমে ১১ বার দরুদ শরীফ অতঃপর একশত এগার বার এবং এগার বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

شرح اسم القادر تیرا نام
یہ شرح اس متن کی حامل ہے یا غوث
رضا کے کام اور رک جائیں حاشا
تیرا سائل ہے تو باذل ہے یا غوث

[১] ওযায়েফে আশরাফী-৬২-৬৪।

হুযুর সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) এর শিক্ষা, চিন্তা আধ্যাত্মিক চিন্তা, বাণী, পত্রাবলী, রচনাবলী এবং ভাষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার বিশেষ, যা অধ্যয়ন করলে আল্লাহর পরিচিতির নূর নসীব হয় এবং মানুষ ইসলামের রুহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁর শিক্ষাবলীতে আল্লাহর তাওহীদের আধিক্য রয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর এ পরিমাণ নৈকট্যতা লাভ হয়েছে যে, তাঁর কথাগুলোর দ্বারা পরিচয় লাভকারী ব্যক্তিগণ আশ্চর্যান্বিত থেকে যায়।

হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর পবিত্র সত্ত্বাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাওহীদের আক্বীদার রক্ষক এবং বিশেষ করে ব্যাখ্যাদাতা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা এবং স্বভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বার সাথে যে পরিমাণ ভালবাসার আধিক্য পাওয়া যায়, তাঁর উপমা তিনি স্বয়ং নিজেই। তিনি নিজেই বলেন– "হে মানব সকল! তোমরা ধারণা করছ যে, পানি তোমাদের পিপাসা নিবারণ করে, তোমাদের ধারণা হল যে, রুটি তোমাদের উদরপূর্তি করে, তোমরা অবগত রয়েছ যে, কাপড় তোমাদের শরীর ঢাকে, অথচ এভাবে নয়, পানি তোমাদের পিপাসা নিবারণ করে না, বরং মহান আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের পিপাসা নিবারণ করছে পানির মাধ্যমে। রুটি তোমাদের উদরপূর্তি করে না বরং মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উদরপূর্তি করায় রুটির মাধ্যমে, কাপড় তোমাদের শরীর ঢাকে না বরং আল্লাহ তা'আলা কাপড়ের মাধ্যমে তোমাদের শরীর ঢাকছেন। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা তৈরি করো।"

পরকালের চিন্তার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, হে মানব সকল! পুরাতন এবং বিধ্বস্থ কবরগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করো, কেমন কেমন কমনীয়দের মাটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর উপদেশের প্রত্যেকটা স্তর মানবমণ্ডলীর জন্য এবং বিশেষত মুসলমানদের জন্য রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রদর্শন করে, দয়াময়

আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার উপর ভরসা, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একাগ্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সামাজিক পরিশুদ্ধি এবং পরিস্থিতির সংশোধন ও পরকালীন চিন্তা-ভাবনার জন্য এক স্বর্গীয় নেয়ামত বিশেষ। তাঁর স্বীয় উপদেশাবলীতে তিনি বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে অসীয়ত করছি যে, যদি সম্পদশালী ও দুনিয়ারপূজারীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় তাহলে সম্মান ও গাম্ভির্যের সাথে সাক্ষাত করো, আর অসহায়দের সাথে সাক্ষা করো তবে বিনয় ও ভদ্রতার সাথে। বিনয় ও নম্রতা এবং আন্তরিকতাকে চিরস্থায়ীভাবে আবশ্যক করে নাও। আর ইখলাস তথা আন্তরিকতার অর্থ হলো সর্বদা আল্লাহ তা'আলা এবং সকল প্রয়োজন ও বিনিময়ের উদ্দেশ্য ব্যতিত তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টিকে প্রণিধানযোগ্য করে রাখা। কারণে অকারণে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অভিযোগ লাগাবে না। প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে স্বীয় অসহায়ত্বের প্রকাশ করো।

তুমি নিজে এবং তোমার ভাইয়ের মাঝখানে বন্ধুত্বের উপর বিশ্বাস রেখে তাদের হক নষ্ট করোনা, নম্রতা, উত্তম ব্যবহার এবং দানশীলতার সাথে অসহায়দের সাথে সঙ্গত্বকে আবশ্যক করে নাও। মৃত্যুর স্বাধীনতার মাধ্যমে স্বীয় বাসনা দমনের সাধনা করো, এ পর্যন্ত যে, তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের সাথে জীবন্ত করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সৃষ্টির সাথে উত্তম সে মহান আল্লাহর অতি নিকেট। পূণ্যলাভ এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যতায় উত্তম আমল, স্বীয় গোপনীয়তাকে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি লক্ষ্য করা হতে নিরাপদ রাখা, মানুষকে অধিকার এবং ধৈর্য্যের শিক্ষা দেয়াকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। তোমার জন্য দরবেশদের সঙ্গত্ব ও ওলীগণের সেবা করাই যথেষ্ট। দরবেশ হলেন তিনি যিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে বেপরোয়া হবেনা এবং নিজের থেকে ছোটদের উপর আক্রমণ করাটা বর্ণিত হবেনা এবং নিজের থেকে বড়দের উপর আক্রমণ করা নির্লজ্জ এবং ঔদ্ধ্যত্বের সামিল, আর আপন সমকক্ষদের উপর আক্রমণ করা হল মন্দ কাজ। দারিদ্রতা ও তাসাউফ হলো সাধনা বিশেষ, এগুলোকে কোন নিরর্থক বস্তুর সাথে মিলাবেনা।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কথার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহর ওলী! তুমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করো, কেননা যিকর হলো সকল পূণ্যের সমাবেশ এবং মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং তাঁর আশ্রয়ে এসে যাও, কেননা আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে ধরা হল প্রত্যেক প্রকারের লোকসান তথা ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা। তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিয়তির সাথে আগত প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। জেনে রাখ, প্রত্যেক গতি এবং প্রত্যেক স্থিরতা ও মৌণতার উপর তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। এ জন্য সময়ের উপযোগীতার সাথে যে কাজ উত্তম তাতে রত থাকো এবং স্বীয় অঙ্গাবলীকে নিরর্থক কাজ সমূহ হতে দূরে রাখো, মহান আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও শাসকদের আনুগত্য করা তোমাদের উপর আবশ্যক এবং শাসকদের দাবী পূরণ করো এবং তার নিকট হতে এমন কোন বিষয়ের দাবী করবেনা, যা তার উপর ওয়াজিব এবং প্রত্যেক অবস্থায় তার জন্য প্রত্যাশার তাওফিকের দোআ করতে থাক। মুসলমানগণের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা তাদের সম্পর্কে পূণ্যের নিয়তে কাজ করা এবং তাদের সাথে পূণ্যময় কাজ সমূহে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। তোমাদের কোন রাত এমনভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের অন্তরে অন্যের সম্পর্কে মন্দ ধারণা, হিংসা এবং শত্রুতা থাকবে, আর যে ব্যক্তি তোমার উপর অত্যাচার করবে, তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করো, মহান আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হও, তোমাদের জন্য আবশ্যক হল যে, হালাল উপার্জন দ্বারা আহার করা, আর যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই, তা জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও, মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সঙ্গত্ব গ্রহণ করো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গত্বের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সঙ্গত্বের বিষয়কে প্রাধান্য দাও। প্রতিদিন সকালে স্বীয় ধন সম্পদ হতে দান সাদকা করো এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেদিনে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানগণের জানাযার নামায আদায় করো আর মাগরিবের নামাযের পরে ইস্তেখারার নামায আদায়

করো এবং সকাল সন্ধ্যা সাতবার এ দোআ পাঠ করো اَللّٰهُمَّ اَجِرْ نَامِنَ النَّارِ – হে আল্লাহ আমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করো এবং সর্বদা সূরা হাশরের শেষ এ আয়াতগুলো পাঠ করো,

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ – هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ– هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِ –

এবং মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সামর্থ্য প্রদানকারী এবং তিনিই সাহায্যকারী, কেননা গুনাহের কাজ হতে রক্ষাকারী এবং পূণ্য কাজের শক্তি প্রদানকারী হলেন তিনিই যিনি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।[১]

হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) পবিত্র জীবনী ও কারামত এবং শিক্ষাবলী সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং মার্কেটে খুব দ্রুততার সাথে বিক্রি হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল গাউসিয়া ফোরামের প্রবল বাসনা এবং দৃঢ় ইচ্ছা হল যে, তাঁর সকল রচনাবলী ছাড়াও সে বিষয়ের উপর অন্যান্য সকল বক্তব্যের প্রাধান্যের ভিত্তি সমূহের উপর অধিক বিশ্লেষণ এবং ছাপানোর উত্তম মানদন্ডের সাথে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য প্রকাশ ও প্রচারের গুরুত্বরোপ করা হয়।

[১] ফতুহুলগাইব।

তাফরীহুল খাতির ফি মানাক্বেবে শাইখ আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) হযরত ইমাম আব্দুল কাদের বিন মহিউদ্দীন সিদ্দিকী আরবেলী (رضي الله عنه)'র একটা সুপ্রসিদ্ধ তথা বিশ্বজনীন রচনা গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাষায় যার অনুবাদ রচিত হয়েছে। উর্দু ভাষায় ও তাঁর এ কিতাবের কতেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা কাদেরী রেজভী কুতুবখানা লাহোর এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমার স্নেহাস্পদ চৌধুরী আব্দুল মজিদ কাদেরীকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন যে, তিনি আগত নবযুবক আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ কাদেরীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে এ মূল্যবান কিতাবের অনুবাদ করাতে সফল হয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর এ আলোকোজ্জ্বল জীবন চরিত গ্রন্থ রচনার বদৌলতে, অনুবাদক, প্রকাশক এবং প্রচারক সহ সকল পাঠকদেরকে মারেফাতের নূর প্রদান করুন। কাদেরী রেজভী কুতুবখানার জন্য উন্নতির সর্বোচ্চতম শিখরকে সহজ করে দিন এবং উভয় জগতের সৌভাগ্যসমূহ এ কিতাব প্রকাশের ব্যবস্থাপনাকারীদের নসীব হোক। আমিন।

غوث اعظم امام التقے والتقے – جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام –
قطب ابدال وارشاد ورشد الرشاد – محی دین وملت پہ لاکھوں سلام –
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم

মুহাম্মদ মাহবুবুর রসুল কাদেরী
চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল গাউসিয়া ফোরাম
জওহরাবাদ।

২৯শে ডিসেম্বর
২০০২ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَفَعَ اَهْلُ الْقُرْبَةِ مِنْ حَفِيْضِ الْبَشَرِيَةِ اِلَى اعْلَى ذُرْوَةِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ بِالْفُيُو ضَاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَجَعَلَ ذِكْرَهُمْ سَبَبًا لِنُزُوْلِ الرَّحْمَةِ وَدَافِعًا لِلْبَلِيَّةِ وَالنَقَمَةِ بِالْعَنَايَةِ الْاَزِ لِيَّةِ اِشْتَهَرَتْ مَنَا قِبُهُمْ فِى الْاَفَاقِ وَخَوَارِ قُهُمْ بَيْنَ الطِّبَاقِ كَاسْتِهَارِ الشَمْشِ بِالضِّيَائِيَّةِ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمْ أَمِنَ الْاهْوَاءِ النَّفْسَانِيَّةِ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ لَاَيَشْقَى جَلِيْسُهُمْ بِالْاَغْوَاءَتِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ لِلْوَ جُوْدِ عِلَّةٌ غَائِيَةٌ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْمتأَدِنْيَنَ بِاٰوَابِهِ الْمَرْضِيَّةِ– اَمَّا بَعْدُ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্যই, যিনি স্বীয় নৈকট্য প্রাপ্ত এবং প্রিয় বান্দাগণকে মানবিয়তার নিকৃষ্টতা হতে বের করে গ্রহণযোগ্যতার উন্নত শিখরে পৌছায়েছেন এবং আপন বান্দাদেরকে স্বর্গীয় প্রাচুর্য্য দ্বারা ধন্য করেছেন এবং আপন চিরস্থায়ী অনুগ্রহ দিয়ে তাদের স্মরণকে রহমত বর্ষণের ভিত্তি এবং দুঃখ-দুর্দশা বিদুরীত করার মাধ্যম করেছেন এবং তাদের প্রশংসা ও কারামাতসমূহ দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশিত। যারা সে সকল সত্যনিষ্ঠদের হয়ে যান, তারা মনের কুপ্রবৃত্তি হতে সুরক্ষিত হয়ে যান। কেননা তারা হলেন মহান আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দা যাদের সঙ্গত্বও সহচরত্ব গ্রহণকারী শয়তানের ধোকা প্রতারণা হতে মুক্তি পেয়ে যায়।

আমাদের আক্বা ও মাওলা আরব ও অনারবের তাজেদার (রাজমুকুট) হুযুর মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর দরুদ ও সালাম। যিনি হলেন সৃষ্টি জগত সৃষ্টির মূল উৎস এবং তার পরিবার পরিজন এবং সম্মানিত সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যারা তাঁর (পছন্দনীয়) মনঃপুত শিষ্টাচার ও রীতিনীতি দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পরে আপন মালেকে হাকিকীর রহমত প্রত্যাশী, বান্দা আব্দুল কাদের বিন মহিউদ্দীন আরবেলী নিবেদন করছে যে, আমি যখন আল্লাহর মহান ওলীগণের প্রশংসা (মানাকেব) দেখলাম যে, এটা হল অন্তরের মরিচা ও কালিমা বিদুরীতকারী, চক্ষুদ্বয়ের আলো উজ্জ্বলকারী, দুশ্চিন্তাকে দূরকারী, নগরসমূহের বিপদ আপদকে দূরকারী, বিশেষত ওলীগণের মুকুট সত্যনিষ্টগণের অগ্রদূত, জগতের কুতুব ও কল্যাণের প্রস্রবণ, বাদশাহগণের বাদশাহ, ইমামুল ওয়াসেলীন মহান আল্লাহর নির্দেশে এ ঘোষণা প্রদানকারী–

قد مى هذه على رقبة كل ولى الله

অর্থাৎ- আমার এ কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর, হুযুর গাউসে সামদানী।

স্বীয় নানা ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর পদাংক অনুসরণকারী হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী আলহাসানী ওয়াল হোসাইনী (رضي الله عنه)।

আমি হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর প্রশংসায় ফার্সী ভাষায় লিখিত একটা গ্রন্থ দেখলাম, যা হযরত শাইখ মুহাম্মদ সাদিক কাদেরী শাহাবী সাঈদী কর্তৃক রচিত। তিনি তাঁর মুর্শিদের নির্দেশেই রচনা করেছেন যা মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত গাউসে আযম (رضي الله عنه) হলেন লাজওয়াব করা ব্যক্তিবর্গের নিদর্শনের প্রকাশস্থল। যার পবিত্র নাম হযরত সৈয়্যদ

আব্দুল কাদের গরীবুল্লাহ এবং সৈয়্যদ আব্দুল জলীলের সন্তান, বংশগতভাবে তিনি হাসানী ও হোসাইনী। এ সময় যিনি আহমদাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)।

সুতরাং আমি ফার্সী ভাষা হতে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। আর বাস্তব কথা হল এটা যে, আমার মধ্যে এত শক্তি, সামর্থ্যও ছিলোনা যে, আমি সেটার অনুবাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারবো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এ আশায় সেটার অনুবাদ করা আরম্ভ করে দিলাম যে, হয়ত একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ যার কোন শরীক নেই, এটার বদৌলতে তাঁর আপন দরবারে আমাকে তাঁর মকবুল বান্দাদের মধ্যে গণ্য করবেন, আর এ কিতাবের নাম আমি "তাফরীহুল খাতির ফি মানাক্বেবে শাইখ আব্দুল কাদির" রাখলাম।

আর আমি এ কেতাবের পাঠকগণের নিকট প্রত্যাশা রাখছি যে, তাঁরা যেন আমার ভুলত্রুটিকে ক্ষমা ও দয়া দিয়ে ঢেকে নেবেন। কেননা নিপুন অশ্বারোহী গ্রন্থপ্রণেতাদের কলমসমূহের ঘোড়া ও পুস্তক লিখনের ময়দানে পা ফস্কে যাওয়া হতে কম খালি রয়েছে।

আর আমি আবেদন করছি যে, এখানে কয়েকটা বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক যা হল এ কিতাবের ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত এবং যা দ্বারা নিঃসন্দেহে পাঠকগণের ভালবাসা ও আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা যখন মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার একটা এমন বাক্যও শুনবে যাতে মহান আল্লাহর প্রভূত্বে হ্রাস হয় না তবে তোমাকে এর সত্যতা করা অপরিহার্য। যদিও বা তার বক্তা অজানা রয়েছে। এভাবে মহান নবীগণের মর্যাদার এমন একটাও বাক্য যা দ্বারা নবুওয়তের মর্যাদায় কমতি হয় না এবং এভাবে মহান ওলীগণের মর্যাদায় এমন বাক্য যা নবুওয়ত এবং উলুহীয়্যতের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে না হয় তাহলে সেটাও গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সেটা

অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়োনা। এজন্য যে, মহান ওলীগণের কারামতের অস্বীকার মূলতঃ মহান নবীগণের মু'জেজারই অস্বীকার। কেননা প্রত্যেক ওলী কোন না কোন নবীর কদমের উপর অবশ্যই হয়ে থাকেন। যে মুসলমান মহান নবীগণের মু'জেজার উপর ঈমান রাখে মূলত সে মহান ওলীগণের কারামতকেও স্বীকার করে নিল এবং কারামত ও মুজেজার অস্বীকার হল মহান আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে আহ্বান করা যা মূলত অপমানিত হওয়ার কারণ স্বরূপ।

হাদিসে কুদসীতে রয়েছে–

مَنْ اٰذٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ–

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমার ওলীকে কষ্ট দিল আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করছি।

মহান আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তিও শয়তানের অনিষ্টতা হতে হেফাযত রাখুন। এভাবে তুমি যদি কোন ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য এমন বাক্য শুন যার প্রকাশ্য অর্থ শরীয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে হয় তবে এতে তুমি মৌণতা অবলম্বন করো এবং মহান আল্লাহর নিকট এমন বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য প্রার্থনা করবে এবং অস্বীকার করার প্রতি ধাবিত হবে না, যার পরিণাম হবে কঠোর। এজন্য যে কতেক বাক্যে বিশেষ সুক্ষ্ম রহস্য থাকে, কিন্তু যা অনুধাবন করতে তুমি অক্ষম এবং মূলতঃ সে বাক্যসমূহ কুরআন ও হাদিসে নববী (ﷺ) এর গোপনীয় বিষয়গুলো হতে কোন গোপন বিষয়ের অনুরূপ।

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম এবং নিরাপদ পন্থা হল এটাই। আর তোমাদের এটাও জানা উচিত যে, মানবিক আত্মাগুলো বিভিন্ন উপবেশনে প্রকাশিত হওয়ার লক্ষ্যে তিন প্রকারে বিভক্ত।

প্রথমত- মুজাররেদাহ : শুধুমাত্র মানবীয় দেহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পূর্বে আত্মাসমূহ একক হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত- মুতাসাররেফাহ : কর্তৃত্বকারী মানবীয় দেহের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং তাতে দুনিয়াবী এবং পরকালীন প্রকৃষ্টতাসমূহ অর্জন করার জন্য ব্যয় করে থাকে এবং সেটার সাথে দেহের এমন সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যেমন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। কোন বাহক বাহনের সাথে এবং জীবজন্তুর আত্মাগুলোর মত তাদের দেহে আগমন ও বিস্তৃতি হয় না।

তৃতীয়ত: মুদ্বারেকাহ: এ নামটা এজন্য যে, এটা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু এটার সম্পর্ক পুনরুত্থান হাশর, নশর, মিযান এর কারণে দেহের সাথে থাকে। তোমার যখন এসব বিষয় জানা হয়ে গেল তখন এটাও জেনে নাও যে, পরিপূর্ণ তথা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পবিত্র আত্মাসমূহকে তিন প্রকারের ব্যয় লাভ হয়ে থাকে।

প্রথমত: দেহধারী তথা আকার বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন রূপধারণকারী হয়ে যাওয়া। এটা তো দেহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পূর্বে হয়। যেমন- হযরত আলী (রাঃ) এর রুহ মোবারক দেহের রূপ ধারণ করে, সালমান ফারসী (রাঃ)-কে একটা জঙ্গলে হিংস্র পশু হতে মুক্ত করেছিলেন।

কিংবা দেহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরে, যেমন পরিপূর্ণ তথা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আত্মাসমূহ স্বীয় বন্ধু এবং বিশ্বাসী তথা দ্বীনদার ব্যক্তিদের জন্য তারা যখন জাগ্রত অবস্থায় স্বীয় রীতিতে ব্যস্ত থাকেন তখন দেহ হয়ে সামনে এসে যায়। আর কখনও স্বপ্নে তাদের সাথে কথা বলে এবং পথ প্রদর্শন করে। আর যেমন পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ একই সময়ে কতেক স্থানে উপস্থিত হয়ে যায়। যেমন খাঁটি ওলীগণ তাদের কারামত প্রকাশ হয়েছে। যেমন- হযরত শাইখ কুদাইব আলবান মুসিলী (রহঃ) রচিত কিতাবে এমন বর্ণনা এসেছে। কামিল ওলীগণের ওফাতের পরে ও প্রথমে যেমন

ছিলেন তেমন অবশিষ্ট থাকেন। যেমন সরকারে দো'আলম নূরে মুজাসসাম হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) মেরাজ রজনীতে হযরত নবীগণ (আঃ)-কে আসমানসমূহে দেখেছিলেন এবং তাঁরা সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর পিছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায ও আদায় করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: মানবিক দেহগুলোকে আধ্যাত্মিক ও আলোকিত করার জন্য ব্যয় করা। যেমন আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর পবিত্র দেহ মোবারক, কেননা তাঁর পবিত্র শরীর মুবারকের গুণই হল নূরানী এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিই হল মালাকুতি রহস্য বিশেষ। এজন্যই তাঁর দেহ মোবারকের ছায়া সকাল হোক কিংবা সন্ধ্যা, কোন সময়েই দেখা যায়নি এবং যেমন হযরত বেলাল (রাঃ) ও হযরত ওয়াইস ক্বরনী (রাঃ) এর পবিত্র দেহ।

হাদিস : হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-কে বললেন : হে বেলাল! তুমি বল ইসলামের মধ্যে তুমি কোন উত্তম কাজটা করেছ? কেননা আজ রাতে জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার চলার শব্দ শুনেছি। হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি শুধু এ আমলটাই করি যে, যখনই অযু করি তখনই নফল নামায আদায় করি।[১]

হাদিস : অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সরকারে দো আলম (ﷺ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, হে বেলাল! তুমি কোন আমলের বদৌলতে আমার আগে জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছ? আমি যখন জান্নাতে গেলাম, তখন আমার আগে আগে তোমার পথ চলার আওয়াজ শুনেছি। হযরত বেলাল (রাঃ) নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি

---

১ কানযুল উম্মাল।

যখন আযান দিতাম তখন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতাম। তখন হুযুর (ﷺ) বললেন এ আমলের বদৌলতেই তোমার এ মর্যাদা মিলেছে।

হাদিস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; সরকারে দো'আলম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ امْرَاَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ ثُمَّ خَشْخَشَةً اَمَامِىْ فَاِذَا هُوَ بِلَالٌ–

অর্থাৎ- আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে, তখন আমি জান্নাতে হযরত আবু তালহা (رضي الله عنه) এর স্ত্রীকে দেখলাম অতঃপর আগে আগে কোন এক ব্যক্তির চলার শব্দ শুনলাম আর সে ব্যক্তি ছিল হযরত বেলাল (رضي الله عنه)।

হাদিস : হযরত যাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সরকারে দো আলম (ﷺ) বলেছেন যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে তথায় এক ব্যক্তির পথ চলার শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? নিবেদন করা হল ইনি হলেন গমীসা বিনতে মালহান (رضي الله عنها)।

কতেক মহান মাশাইখগণের কিতাবে লেখা রয়েছে যে, হুযুর নবী করীম (ﷺ) বলেছেন- مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ এবং قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এর স্থানে এক ব্যক্তিকে আপাদমস্তক পর্দাবৃত অবস্থায় দেখলেন তখন হুযুর (ﷺ) এর লজ্জা আসল, আর নিবেদন করলেন : হে প্রতিপালক! এ স্থানে ওই ব্যক্তিকে ভদ্রতার সাথে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল, আর এ ব্যক্তি কোন অবস্থায় রয়েছে? তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব এলো যে, ইনি হলেন ওয়াইস ক্বরনী (رضي الله عنه)। যিনি সত্তর বৎসর পর্যন্ত আমার ইবাদত করার পরে বিশ্রাম করছে। আর আমার নিকট প্রার্থনা করল যে, আমি যেন তাকে প্রকাশ হতে না দিই। আর আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করে নিয়েছি।

তৃতীয়ত: বস্তুসমূহের মধ্যে তাসাররুফ করে তাকে কমনীয় করে দেহ বানিয়ে দেয়া। আর এ তাসাররুফ কখনও ফেরেস্তাগণ এবং জিনদের পক্ষ হতে হয়ে থাকে।

যেমন- হযরত সৈয়্যদুনা সুলায়মান (عليه السلام) জিনদেরকে আদেশ করেছিলেন যে, বিলক্বিসকে সিংহাসন সহ হাজির করা হোক। তখন তারা বিলক্বিসের সিংহাসনে তাসাররুফ করে একটা কমনীয় আকৃতি করে দিয়েছিলেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ – قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ – قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي (سورة نمل)

অর্থাৎ- সুলায়মান (আ:) বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে এমন কে রয়েছে যে, তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে। একজন শক্তিশালী জিন বলল : আমি (এ সভা ভঙ্গ হওয়ার পূর্বেই) ওটা আপনার নিকট হাজির করব আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বেই এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল : আপনার চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি সেটা এনে দেব। হযরত সুলায়মান (আ:) যখন সে সিংহাসনকে সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন- এটা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ।[১]

১ কানযুল ঈমান।

কেননা চোখের পলক ফেলার পূর্বে সিংহাসনকে সেটার বর্তমান অবস্থার সাথে উপস্থিত হওয়ার একমাত্র এটাই হল আকৃতি যে, আসিফ বিন বরখিয়ার দো'আ দ্বারা মুআক্কিলগণ কিংবা আসিফ বিন বরখিয়া নিজেই সিংহাসনকে কমনীয় আকৃতি করে নিয়েছিলেন এবং এটাও তোমার জানা প্রয়োজন যে, কামিল ব্যক্তিদের আত্মাসমূহের ফয়েজ কয়েক রকমের হয়ে থাকে।

প্রথমত: প্রকাশ্য জগতে মৌখিকভাবে লালন পালন এবং শিক্ষাদান কখনও শিক্ষাদানকারী স্বীয় জীবনে করেন এবং কখনো ওফাতের পরে করেন। প্রথমত: যেমন হুযুর নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) স্বীয় জীবদ্দশায় হযরত ওয়াইস ক্বরনী (رضي الله عنه) এর এবং হযরত ইমাম জাফর সাদেক (رضي الله عنه) হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (رضي الله عنه)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত: সে শিক্ষা যা সরকারে দো আলম (صلى الله عليه وسلم) ওফাতের পরে দিয়ে চলেছেন।

তৃতীয়ত: স্বপ্ন জগতে শিক্ষা দেয়া। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের নাম রাখা হয়েছে বরকত ও ফয়েজ।

চতুর্থত: অবকাশপ্রাপ্তদের শিক্ষা দেয়া, যেমন- সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم)-এর পবিত্র আত্মা সকল নবীগণকে শিক্ষা দেয়া এবং এ শিক্ষাকে রূহানী শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। পরিপূর্ণ শিক্ষা তখনই হতে পারে যখন শিক্ষক তথা শিক্ষাদানকারী এবং শিক্ষা দেয়ার মাঝে সম্পর্ক হয়। আর এ সম্পর্কও তিনটা বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। (১) পদক্ষেপ দ্বারা, (২) রসনা দ্বারা (৩) অন্তর দ্বারা। পদক্ষেপ এর অর্থ হল এটা যে, মালিক তথা আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনকারী নৈতিকতার সকল স্তর অতিক্রম করে এবং নৈতিকতার সকল পথসমূহ অতিক্রম করে, নফস, ক্বলব ও রুহ ও সিররে খফী এবং সিররে আখফার সকল স্তর অতিক্রম করা। সিদ্ক তথা খাঁটি হওয়া হল এটা যে, কামিল, সত্য সন্ধানী ব্যক্তিকে তাঁর সামর্থ্যের অনুরূপ

সে মর্যাদায় পৌছাবে, যা তাদেরকে অহী বা ইলহাম কিংবা মহান আল্লাহ তা'আলা বা ফেরেস্তাগণের মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে এবং রসনার মর্যাদাবান সত্য এবং যাদের শাফাআত ও প্রার্থনা কবুল হওয়ার স্তরে হয় এবং তাদের জ্ঞান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাকে খন্ডনকারী হয় এবং এর উপর নানা রকম রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়। তাদের আদেশ প্রকাশিত হয় এবং তাদের শিক্ষা উপদেশ মূল লক্ষ্যে পৌছায়ে দেয় এবং তাদেরকে কারামতসমূহ দ্বারা ধন্য করা হয়।

قلب صادق (সত্য অন্তর) দ্বারা উদ্দেশ্য, হয়ত কামিল লোকদের অন্তরে আদর্শের পরিচয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সে অবস্থান খুলে যায়। যা জাগ্রতাবস্থায় এক উপমা আকৃতিতে প্রকাশ পায় এবং নিদ্রা অবস্থায় পরিপূর্ণতার শক্তি কল্পনাজগতে বিদ্যমান হয়।

'ক্বলবে সাদেক' বা 'সত্যায়নকারী অন্তর' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল কামিল বুযুর্গ যাদের অন্তরসমূহ (মহান আল্লাহ প্রদত্ত) চাক্ষুশ নিদর্শনাবলী এবং ঐ সকল নির্দেশনাবলীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকাটা প্রকাশ পায়, আর উক্ত অন্তরে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাবলীর অস্তিত্ব প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা তাহা সে সকল বুযুর্গদের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় একটি প্রামান্য বোধগম্য আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। এবং ঘুমন্ত অবস্থায়ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি শক্তি দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

অথবা 'ক্বলবে সাদেক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কামিল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে এমন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্থায়ী অস্তিত্বের সর্বাধিক (জাগতিক ও অন্তর্নিহিত) শক্তি দ্বারা স্বীয় 'ক্বলব'কে হুঁশ ও অনুভূতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখতে সক্ষম হওয়া।

এমন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আকৃতির প্রমাণিক দৃষ্ঠান্ত পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা 'আন্‌নজম' এ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى – أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى – وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى – عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى – عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى – إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى – مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى – لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى –

উচ্চারণ : মা-কাযাবাল ফুআ-দু মা-রাআ। আফাতুমা-রূ-নাহু-'আল-মা-ইয়ারা। ওয়া লাক্বাদ্ রাআ-হু নায্লাতান উখ্রা। ইনদা সিদ্রাতিল মুন্তাহা। ইনদাহা- জান্নাতুল মা'ওয়া। ইয্ ইয়াগ্শাস্ সিদ্রাতা মা-ইয়াগ্শা। মা-যা-গাল বাসোয়ারু ওয়ামা-ত্বোয়াগা। লাক্বাদ রাআ-মিন আ-য়া-তি রাব্বিহিল কুব্রা।

অর্থাৎ- "অন্তর মিথ্যা বলে নি যা দেখেছে। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো? এবং তিনি তো ওই জ্যোতি দু'বার দেখেছেন। সিদ্রাতুল মুন্তাহার নিকটে। সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন সিদ্রার উপর আচ্ছন্ন করছিলো যা আচ্ছন্ন করছিলো। চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে। নিশ্চয় আপন রবের বহু বড় নিদর্শনাদি দেখেছেন।"

(সূরা আন্নজম-১১-১৮)

এবং 'মায়ানী মুজাররদ' বা 'দৃঢ়প্রতিষ্ঠ অর্থের স্বপক্ষে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى–

অর্থাৎ- "মহান আল্লাহ তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।" (সূরা আন্নজম-১০)

দূর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কামিল বুযুর্গদের অবস্থা শ্রবণার্থে তাদের সকল সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি দূর করার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, তারা কামিল বুযুর্গদের অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্ণরূপে বোধগম্য হতে পারা।

অতএব আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সরকারে গাউসে আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মানাকিব' তথা জিবানদর্শন লিখতে শুরু করছি। তজ্জন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করছি যার কুদরতী হাতে সকল প্রকার সুক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে।

المنقبة الا ولى

প্রথম মানকাবাত

তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে :

ক্বালায়েদুল জাওয়াহের গ্রন্থ প্রণেতা মুজাম্মাউল ফাদ্বায়েল গ্রন্থ হতে নকল করেছেন যে,

আমি অনেক মাশাইখগণ হতে শুনেছি যে, আমাদের সর্দার শাইখ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানীই হলেন গাউসে আযম (رضي الله عنه)। এজন্য যখনই গাউসুল আযম বাক্য বলা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য একমাত্র তিনিই (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন, (যেমন গাউসিয়ায় বর্ণিত হয়েছে) এবং তাঁর পবিত্র রূহ (আত্মা) মেরাজ রজনীতে সরকারে দো'আলম (ﷺ)-কে দেখেছিলেন এবং বিলায়েতে মুহাম্মদীয়া এবং মাহবুবিয়্যাতের উত্তরাধিকারীর পোষাক দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন যে, আমার নানা সৈয়্যদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-কে মেরাজ রজনীতে লামকানের ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো এবং হুযুর (ﷺ) সিদরাতুল মুন্তাহার উপর তাশরীফ নিলেন তখন হযরত জিব্রাঈল (আ:) থেমে গেলেন এবং বিনয় সহকারে নিবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি যদি এর চেয়ে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হই তাহলে জ্বলে যাবো। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে হুযুর (ﷺ) হতে উপকৃত হই। তখন আমি মুস্তফা (ﷺ) এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করি এবং আমাকে মহান অনুগ্রহ এবং উত্তরাধিকার ও মহান খেলাফত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। অতঃপর আমাকে বোরাকের স্থলে দাঁড় করানো হলো এবং আমার নানা সৈয়্যদে আলম (ﷺ) তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে আমার লাগাম ধরে আরোহন

করলেন, এভাবে তিনি قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى এর স্থানে পৌছে গেলেন এবং তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন প্রিয় বৎস! আমার এ কদম তোমার গর্দানের উপর এবং তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে।

وَصَلْتُ اِلَى الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ بِحَفْرَتِىْ

فَلَاحَتْ لِىَ الْاَنْوَارُ وَالْحَقُ اَعْطَانِىْ

نَظَرْتُ لِعَرْشِ اللهِ قَبْلَ تَخْلُقِىْ

فَلَاحَتْ لِىَ الْاَمْلَاكُ وَاللهُ سَمَانِىْ

وَتَوَجَّنِىْ تَاجَ الْوَصَالِ بِنَظْرَةِ

وَمِنْ خِلْعَةِ التَّشْرِيْفِ وَالْقُرْبَ اَكْسَانِىْ

অর্থাৎ- আমি পবিত্র আরশ পর্যন্ত পৌছলাম তখন আমার উপর আল্লাহর নূরসমূহ প্রকাশিত হলো এবং আমাকে এ মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং আমি জন্মের পূর্বে মহান আল্লাহ তা'আলার আরশকে দেখলাম, তখন আমার সামনে মহান আল্লাহ তা'আলার সমগ্র রাজ্য প্রকাশিত হল এবং মহান আল্লাহ তা'আলা আমার নাম রাখলেন গাউসুল আযম। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে মিলনের মুকুট এবং সম্মানিত ও নৈকট্যের পোষাক দিয়ে ধন্য করলেন।

বিলায়তের উত্তরাধিকার :

শাইখ সৈয়্যদ নিআমতুল্লাহ (رحمة الله عليه) সফীনাতুল আউলিয়া নামক কিতাবে লিখেছেন যে, আমি কতেক মহান সুফীগণ হতে শুনেছি যে,

সরকারে দো'আলম নুরুন্নবী (ﷺ) মেরাজ রজনীতে যখন সর্বোচ্চ স্তরে পৌছলেন তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা বলতে শুনেছি–

قِفْ يَامُحَمَّدْ اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّىْ–

অর্থাৎ- হে মুহাম্মদ (ﷺ) থামো! তোমার প্রতিপালক তোমার উপর রহমত বর্ষন করেছেন।

তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) বললেন–

بِاِذْنِ اللهِ تَعَالَى لِىْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَايَسْتَغْنِىْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَانَبِىٌّ مُرْسَلٌ–

অর্থাৎ- মহান আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে আমার উপর মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে এমনও একটা মুহূর্ত আসে, যে সময় আমার সাথে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তাকেও থাকার সামর্থ্য নেই, আর না রয়েছে কোন প্রেরীত নবীকে যাওয়ার অনুমতি। তখন তাঁর সমাপ্তিত্বের সমীপে মহত্ত্ব লুক্কায়িতভাবে আল্লাহর ভালবাসায় ময়ূরের আকৃতিতে দীপ্তিময় হলো।

তখন হুযুর নবী করীম (ﷺ) এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এটা বলা হলো যে, ইনি আপনার সন্তানদের মধ্য হতে এবং আপনার বিলায়তের উত্তরাধিকারী এবং আপনার পরে আপনার ধর্মকে জীবন দানকারী এবং তাঁর নাম হল আব্দুল কাদের ও উপাধি হলো গউসে আযম। তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) অত্যাধিক আনন্দিত হলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন।

মেরাজ রজনীতে পবিত্র কদম মুবারক গাউসে আযমের কাঁদের উপরঃ

শাইখ কাসেম সুলায়মানী (رحمة الله عليه) কতেক মাশাইখ হতে বর্ণনা করেছেন এবং সরকারে গাউসে পাক (رحمة الله عليه)ও বলেছেন যে, যখন দয়ালু

নবী (ﷺ) লামকানের ভ্রমণে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন মহান আল্লাহ তা'আলা সকল ওলী এবং নবীগণের পবিত্র (আত্মা) রূহসমূহকে হুযুর (ﷺ)-কে অভ্যর্থনাও জানানোর জন্য প্রেরণ করলেন। আর হুযুর নবী করীম (ﷺ) যখন পবিত্র আরশের নিকট পৌছলেন তখন সেটাকে সুউচ্চ পেলেন যার উপর সিঁড়ি ব্যতিত পৌছা সম্ভবপর ছিলোনা, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে পাঠালেন আর আমি সিঁড়ির স্থলে আমার কাঁধকে রেখে দিলাম। তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) আমার কাঁধের উপর তাঁর কদম মুবারক রাখার ইচ্ছা পোষন করলেন, আর মহান আল্লাহর নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইনি হলেন আপনার সন্তানদের মধ্য হতে এবং তাঁর নাম হলো আব্দুল কাদের। হে মাহবুব (ﷺ)! আপনি যদি সর্বশেষ নবী না হতেন তাহলে আপনার পরে তাঁকে নবুওয়ত দেয়া হতো। এর উপর হুযুর নবী করীম (ﷺ) মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আর আমার দয়ালু নানাজান বললেন- হে প্রিয় বৎস! তোমার কল্যাণ হোক যে, তুমি আমাকে দেখেছো এবং আমার অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য হয়েছ। অতঃপর তারও কল্যাণ হোক যে তোমাকে দেখবে এবং তোমাকে প্রত্যক্ষকারীকে দেখবে, বা তাদেরকে প্রত্যক্ষকারীদেরকে দেখবে, এভাবে তিনি সাতাইশ স্তর প্রত্যক্ষকারীদের পর্যন্ত বলেছেন। অতঃপর হুযুর (ﷺ) বললেন আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার প্রতিনিধি করলাম এবং আমার এ কদম তোমার কাঁধের উপর রাখলাম, আর তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে কোন গৌরব ব্যতিত। আমার পরে যদি নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকতো তাহলে তুমিই নবী হতে, কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবেনা।

কোন কোন মাশাইখগণের রচিত কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে, হুযুর নবী করীম (ﷺ) যখন পবিত্র আরশে পৌছলেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলেন, তখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رحمة الله عليه) এর রুহ

মুবারক উপস্থিত হয়ে স্বীয় কাঁধ সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর পবিত্র কদম মুবারকের নীচে রেখে দিলেন। সরকারে দো'আলম (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? প্রতিউত্তরে হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর পবিত্র রুহ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমি হলাম আপনার সন্তান আব্দুল কাদের। তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) তাঁর স্বীয় কদম মুবারক অতি দয়ার্দ্রতার সাথে গাউসে পাকের কাঁধের উপর রেখে বললেন, আমার এ কদম তোমার কাঁধের উপর এবং তোমার কদম সকল ওলীগণের কাঁধের উপর হবে।

মাহবুবীয়্যতের ওয়ারিস

এবং কতক সৈয়্যদজাদা সুফীগণ হতে বর্ণিত যে, এবং হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه) ও বলেছেন যে, "মহান আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে দিদারে মুস্তফা (ﷺ) এর সৌভাগ্য দান করলেন তখন মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে মাহবুব (ﷺ)! আপনি কি তাঁকে চেনেন? নিবেদন করলেন, হে মহান প্রভু! আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত রয়েছেন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মাহবুব (ﷺ)! এটা হলো হযরত হাসান ইবনে আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه) এর সন্তানদের মধ্য হতে আপনার সন্তান এবং তাঁর নাম হলো আব্দুল কাদের (رضي الله عنه)। প্রিয় মাহবুব (ﷺ) আপনার পরে সে হবে আমার প্রিয়তম। আর মহান ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও শান এমন হবে যেমন আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা সকল মহান নবীগণের মধ্যে রয়েছে।

তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) বললেন : হে বৎস এবং আমার চোখের প্রশান্তি! একে অপরকে দেখে আনন্দিত হলাম। সুতরাং তুমি আমার এবং মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং আমার পরে তুমি আমার বিলায়ত এবং মাহবুবীয়্যতের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী। আমি আমার কদম তোমার গর্দানের উপর রাখলাম আর তোমার কদম হবে সকল ওলীগণের গর্দানের উপর।

দ্বীনকে জীবনদানকারী :

কতেক মাশাইখগণ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) যখন মেরাজ রজনীতে সপ্ত আসমানের ভ্রমণ অতিক্রম করে পবিত্র আরশে পৌছে সেটাকে সুউচ্চ পেলেন, তখন পবিত্র জগত হতে আওয়াজ আসলো, হে মাহবুব (ﷺ)! আরশের উপর আরোহন করো। তখন হুযুর নবী করীম (ﷺ) ধারণা করলেন যে, এত বড় সুউচ্চ আরশের উপর কিভাবে আরোহন করবো। তখন খুব দ্রুত একজন সুদর্শন যুবক তাঁর পবিত্র সত্ত্বার অনুরূপ ভদ্রতা সহকারে বসে গেলো এবং মুখে বললেন যে, আমার কাঁধের উপর আপনার কদম মুবারক রাখুন, তখন হুযুর নবী করীম (ﷺ) তাঁর কদম মুবারক সে যুবকের কাঁধের উপর রাখলেন, অতঃপর সে যুবক দাঁড়িয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো, এভাবে তিনি পবিত্র আরশ পর্যন্ত পৌছে গেলেন। তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) তার দিকে মনোযোগী হয়ে জানতে চাইলেন, আর সে যুবক হাত বেঁধে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি ধারণা করলেন যে, এ যুবকের মর্যাদা ও স্তর বিলায়ত হতে আরো অধিক সুউচ্চ হবে। ঠিক সে সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আওয়াজ আসলো যে, হে প্রিয় মাহবুব (ﷺ)! এটা হলো আপনার সন্তান এবং আপনার চোখের প্রশান্তি। তাঁর নাম হলো আব্দুল কাদের এবং পৃথিবীতে যখন বিদ'আতী ও নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন সে আপনার সুসংহত দ্বীনকে জীবনদান করবে, এ কারণে তার উপাধি হবে মহিউদ্দীন। তখন এ সম্ভাষণ শুনে হুযুর নবী করীম (ﷺ) আনন্দিত হলেন এবং সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর জন্য দো'আ করলেন এবং বললেন হে আমার চোখের জ্যোতি, আমার আহলে বায়তের প্রদীপ! আমার কদম যেমন তোমার গর্দানের উপর আর তোমার কদম হবে সকল ওলীগণের গর্দানের উপর, যে তোমার পদ চুম্বন করবে সে মহান বিলায়ত দ্বারা সম্মানিত হবে, আর যারা অস্বীকার করবে, সে বিলায়ত হতে বঞ্চিত হবে।

হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর পবিত্র কদমের চিহ্ন :

শাইখ কামাল উদ্দীণ ইবনে শাইখুল মাশাইখ আব্দুল লতিফ বাগদাদী শামী গিয়াসী (رحمة الله عليه) তাঁর রচিত কিতাব "আল লাতাইফুল লতিফিয়া"য় লিখেছেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর পবিত্র রুহ সরকারে দো'আলম নূরে মুজাসসাম (ﷺ) এর সৌন্দর্য্যের দর্শনে সীমাতিরিক্ত বাসনাপূর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহর ওলীগণের সর্বশেষ স্তর হতে উর্ধ্বে পৌছে একটা পবিত্র দেহ বনে গেছেন এবং সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর দর্শনের কল্যাণের প্রভাব দ্বারা উপকৃত হলেন, যা তাকে মেরাজের সময় প্রদান করা হলো। আর হুযুর নবী করীম (ﷺ)-কে নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার কদম মুবারক আমার গর্দানের উপর রাখুন, তখন হুযুর (ﷺ) তাঁর কদম মুবারক গাউসে পাকের গর্দানের উপর রেখে দিলেন। আর তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হুযুর (ﷺ) এর প্রতি আওয়াজ দেয়া হলো যে, আপনি কি এ ব্যক্তিকে চেনেন? নিবেদন করলেন : হে দয়ালু প্রভু! আমি তাকে আমার প্রতি ভালবাসায় বিভোর দেখতে পাচ্ছি আর তাঁর নাম তুমিই ভাল জানো? তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বলা হলো- এটা হাসান বিন আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه) এর সন্তানদের মধ্য হতে আপনারই সন্তান। আর আমি তহার নাম রেখেছি আব্দুল কাদের এবং বিলায়ত ও মাহবুবীয়্যতের স্তরে একক ও অদ্বিতীয় হওয়া ছাড়াও এটা আপনার প্রিয় সন্তান চিরন্তন মাহবু এবং চিরন্তন প্রেমিকও। তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন এবং হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه)-কে তাঁর আপন বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা ধন্য করলেন এবং বললেন- বৎস! আমরা একে অপরকে দেখে খুশী হলাম আর তুমি হলে মহান আল্লাহর মাহবুব এবং আমারও মাহবুব ও প্রতিনিধি। আর আমার কদম তোমার গর্দানের উপরও তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে। যেমন বর্ণনায় এসেছে যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর

স্কন্ধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়ত (নুবওয়তের মোহর) ছিল, তেমনই সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর স্কন্ধের মাঝখানে সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর পবিত্র কদমদ্বয়ের চিহ্ন ছিলো।

মেরাজ রজনীতে বুরাক নবুওয়তের দরবারে :

হযরত শাইখ রশিদ বিন মুহাম্মদ জুনাইদী (رحمة الله عليه) তাঁর রচিত "হিরযে আশেক্বীন" নামক কিতাবে লিখেন যে, মেরাজ রজনীতে হযরত জিব্রাঈল (আ:) একটা দ্রুতগামী বুরাক বাহনের জন্য সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর সমীপে নিয়ে আসলেন, যার পাঁ-গুলো চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং তাতে লাগানো কীলকদ্বয় তারকারাজির মত দীপ্তিময় ছিলো। বুরাক স্বীয় ভাগ্যের উপর গর্ব করে খুশিতে ফুলে উঠছিলেন, থামছেনা যে, উর্ধ্বগমনের দুলহা সরকারে দো'আলম (ﷺ) তার উপর আরোহন করতে পারেন। তখন নবী করীম (ﷺ) বুরাককে বললেন যে, কি ব্যাপার? খুশিতে উড্ডীয়মান হওয়া থেকে বিরত হচ্ছনা, থামছ না কেন, যাতে আমি তোমার উপর আরোহন করতে পারি। তখন বুরাক নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি আপনার চরণযুগলের ধুলিতে উৎসর্গ হয়ে যাবো। আপনি আমার সাথে একটা প্রতিজ্ঞা করুন যে, কাল কিয়ামত দিবসে আপনি যখন জান্নাতুল ফিরদাউসে তাশরীফ নিয়ে যাবেন তখন আপনি আমার উপর আরোহন করবেন, তখন মালিক ও মুখতার নবী (ﷺ) বললেন যে, হে বুরাক এমনটাই হবে। তখন বুরাক পুনঃরায় নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আরেকটা আবেদন রয়েছে যে, আপনি আপনার يد الله বিশিষ্ট হাত মুবারক দিয়ে আমার গর্দানের উপর প্রহার করুন যাতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমার জন্য চিহ্ন হয়ে যায়। আর হুযুর নবী করীম (ﷺ), যখন তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে বুরাকের গর্দানের উপর মৃদু প্রহার করলেন তখন বুরাকের আনন্দের সীমা রইলোনা এবং তার দেহে রুহে সিমাতী ছিলোনা, আনন্দের আতিশয্যে বুরাকের দেহ

চল্লিশ হাত বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। অতঃপর সামান্য সময় সে তার উপর আরোহন করার জন্য চিরস্থায়িত্বের হেকমতের ভিত্তিতে অবস্থান করলেন। ইত্যাবসরে হুযুর গাউসে আযমের পবিত্র রুহ উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার পবিত্র কদম আমার গর্দানের উপর রেখে আরোহন করুন, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাউসে পাকের গর্দানের উপর কদম রেখে আরোহন করলেন এবং বললেন আমার এ কদম তোমার গর্দানের উপর আর তোমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর হবে।

মেরাজের রাতে হযরত মুসা (আ:) এবং ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কথোপকথন :

হে প্রিয় ভাইগণ! মেরাজের রাতে সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (রাঃ) এর পবিত্র রুহ মুবারকের উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারটাকে অস্বীকার করোনা এবং আশ্চর্য হওয়া থেকে দূরে থাকো। কেননা হুযুর গাউসে পাক (রাঃ) এর রুহ ছাড়া আরও রুহ সকল নবুওয়তের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন যা অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মহান নবীগণ (আ:)-কে আসমানের উপর এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-কে জান্নাতে ও হযরত ওয়াইস ক্বরণী (রাঃ)-কে "মক্বআদে সিদক" এর স্থানে এবং হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর স্ত্রীকে জান্নাতে দেখেছিলেন এবং হযরত গমীসা বিনতে মালহান (রাঃ)-এর জান্নাতে চলাচলের পদধ্বনি শুনেছেন যার আলোচনা আমি পূর্বে করেছি।

হিরযুল আশেক্বীন গ্রন্থ এবং পূর্ববর্তীগণ রচিত অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পবিত্র মেরাজের রাতে সরকারে দো'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুসা (আ:) এর সাথে সাক্ষাত করলে হযরত মুসা (আ:) তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন : হে সালিহ নবী এবং আমার ভাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর হযরত

মুসা (আ:) নিবেদন করলেন যে, আপনার ঘোষণা হলো যে, عُلَمَآءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ- আমার উম্মতের আলিমগণ হলো বনী ইস্রাইলের নবীদের মত। আর আমার অভিপ্রায় হলো যে, আপনি আপনার উম্মতের কোন আলিমকে ডাকুন যাতে সে আমার সাথে কথোপকথন করে। তখন হুযুর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র রুহকে হযরত মুসা (আ:) এর সম্মুখে উপস্থিত করলেন, তখন পরস্পর সালাম বিনিময়ের পরে হযরত মুসা (আ:) জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার নাম কী? তখন ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরয করলেন- মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তখন হযরত মুসা (আ:) বললেন, আমি শুধু তোমার নামই জিজ্ঞেস করলাম, বাপদাদার নাম নয়। প্রতিউত্তরে ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরয করলেন যে, হে কলিমুল্লাহ (আ:)! মহান আল্লাহ তা'আলা যখন আপনার হাতে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন- وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسَى - হে মুসা (আ:)! তোমার ডান হাতে এটা কী? তখন এর উত্তরে আপনি বলেছিলেন-

قَالَ هِيَ عَصَایَ اَتَوَكَّاءُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِیْ وَلِیَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى-

অর্থাৎ- সে বলল : এটা আমার লাঠি, এতে আমি ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও আসে।[১]

আপনার জন্য কী এটা বলাই যথেষ্ট ছিলোনা যে, আমার হাতে লাঠি রয়েছে। প্রতিউত্তরে হযরত মুসা (আ:) বললেন যে, মহান আল্লাহ

---

১ সূরা তা'হা-১৭।

তা'আলা যখন আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার ডান হাতে কী? আমি অবগত ছিলাম যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হলেন সকল অদৃশ্যের জ্ঞানী, তাঁর এ প্রশ্ন শুধু এ উদ্দেশ্যে ছিলো যে, যাতে আমাকে পরস্পর কথা বলার সৌভাগ্য নসীব হয়, তখন আমি আস্বাদন ও ভালবাসা অর্জন করার জন্য আমার কথাকে দীর্ঘ করেছি।

তখন ইমাম গায্যালী (رحمة الله عليه) বললেন যে, আপনি যখন আমাকে কথা বলার জন্য ডেকেছেন, তখন আমিও আস্বাদন ও হৃদ্যতা লাভের জন্য আমার সাথে আমার বাপ-দাদার নাম নিয়েছি। সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর পবিত্র হাতে লাঠি ছিলো, তখন এর দ্বারা ইমাম গায্যালীর প্রতি ইংগিত করে বললেন : তুমি হযরত মুসা (আ:) এর সাথে কথা বলতে ভদ্রতা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখোনি। যখন ইমাম গায্যালী (رضي الله عنه) ভূমিষ্ট হলেন তখন তার দেহে লাঠির চিহ্ন বিদ্যমান ছিলো।

মেরাজ রাতে মক্বামে মাহমুদে উম্মতদেরকে দেখানো হয়েছে :

শাইখ মাহমুদ চিস্তী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত কিতাব "রফিকুত্ তোল্লাব" এ হযরত শাইখুশ শুয়ুখ (رحمة الله عليه) হতে বর্ণনা করেন যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) বলেছেন মেরাজের রাতে মক্বামে মাহমুদের উপর আমাকে আমার উম্মতদেরকে দেখানো হলো, আর আমি আমার সকল উম্মতকে দেখেছি এবং মক্বামে মাহমুদ একমাত্র সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর জন্যই বিশেষীত। অন্য সকল নবী এবং ওলীগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই।

হযরত শাইখ নিযামুদ্দিন গানযুভী (رحمة الله عليه) বলেন যে, হুযুর নবী করীম (ﷺ) বুরাকের উপর আরোহী ছিলেন আর বুরাকের উপর বসার গদি আমার কাঁধের উপর ছিলো।

মাহবুব! চাও, দেয়া হবে :

ইমাম নাজমুদ্দীন আলগাইতী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত "মিরাজ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশ্রীফ নিয়ে গেলেন, তখন বিভিন্ন বর্ণের এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ঢেঁকে নিলেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আ:) ওখানে থেমে গেলেন, আর সরকারে দো'আলম (ﷺ) উপরের দিকে গমন করলেন, এ পর্যন্ত যে, তিনি ক্বলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলেন এবং এক ব্যক্তিকে নূরের পর্দায় আবৃত দেখতে পেলেন। তখন হুযুর (ﷺ) জানতে চাইলেন যে, এটা কী কোন ফেরেস্তা। উত্তর পাওয়া গেল যে, না, অতঃপর বললেন তাহলে কী কোন নবী? বললেন– হে প্রিয় মাহবুব (ﷺ) এটা হল এক ব্যক্তি যিনি দুনিয়ায় আল্লাহর যিকর দ্বারা অতিশয় প্রশংসাকারী থাকত এবং তাঁর অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলানো ছিলো, আর সে তার পিতামাতাকেও অসন্তুষ্ট করেনি। এ কারণেই আজ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হয়েছে।

অতঃপর রাসূলে করীম (ﷺ) সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তখনই মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন হলো। মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে প্রিয় মুহাম্মদ (ﷺ)! নিবেদন করলেন- লাব্বাইকা ইয়া মাওলা করীম। বললেন- চাও, যা চাইবে তাই প্রদান করা হবে।

হযরত ওয়ায়েস ক্বরনী (رضي الله عنه) এবং গাউসুল আযম (رضي الله عنه) :

জেনে রাখা উচিত যে, হযরত ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه) "مقعد صدق" এর স্থানে শোয়া ছিলেন, আর তাঁকে হুযুর (ﷺ) এর যেয়ারত (দর্শন) নসীব হলোনা। আর এজন্য তিনি مقام ادنى এর পিছনে থেকে গেলেন এবং মহান নেআমত ও সুউচ্চ মর্যাদা সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) পেয়ে গেলেন- ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيْمِ – এটা আল্লাহরই দয়া, যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং মহান আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

সরকারে গাউসে আযমের মাহবুবীয়্যত :

সৈয়্যদ মুহাম্মদ মক্কী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত কিতাব "বাহরুল মা'আনী"-তে লিখেছেন যে, হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে যে পরিমাণ মাহবুবীয়্যত এর মক্বামে প্রসিদ্ধি রয়েছে তেমন অন্য কারো নেই। সুতরাং হযরত ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه) ওই সকল প্রিয়দের মধ্যে রয়েছেন যারা সম্মান ও সমীহের আলখেল্লায় লুকিয়ে রয়েছেন। আর সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর মাহবুবীয়্যত এমন প্রসিদ্ধ যেমন রাসূলে করীম (ﷺ) এর মাহবুবীয়্যত প্রসিদ্ধ। কেননা সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর কদমের উপর রয়েছেন।

المنقبة الثا نية

দ্বিতীয় মানকাবাত

গাউসে আযম (রা:)-এর শুভ জন্ম :

হযরত আব্দুর কাদের জিলানী (رضي الله عنه) ১লা রমযানুল মুবারক ৪৭০ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন। জনৈক কবি তার জন্ম এবং মৃত্যুর বর্ণনা এ শব্দমালায় করেছেন–

اِنَّ بَاْذَ اللهِ سُلْطَانَ الرِّجَالِ – جَآءَ فِىْ عِشْقٍ تُوَفّٰى فِى كَمَالٍ–

অর্থাৎ- বাজপাখী আল্লাহ প্রেমিকদের বাদশাহ (গাউসে আযম) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পরিপূর্ণতায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) যে রাতে শুভ জন্মগ্রহণ করেছেন সে রাতে পাঁচটা বস্তুর প্রকাশ হয়েছে।

(১) তাঁর পিতা সৈয়্যদ আবু সালেহ জঙ্গী দোস্ত (رضي الله عنه)-কে সরকারে দো'আলম (ﷺ) এবং সাহাবাগণ (رضي الله عنه) ও ওলীগণ (رحمة الله عليه) ও দ্বীনের আলীমগণের যেয়ারত নসীব হলো। আর হুযুর নবী করীম (ﷺ) তাঁকে বললেন : হে বৎস আবু সালেহ! তোমার কল্যাণ হোক, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে সন্তান দান করেছেন, সে আমার সন্তান ও প্রিয়। এবং মহান আল্লাহ তা'আলারও প্রিয়। তার মর্যাদা ও মক্বাম ওলীগণের মধ্যে তেমনই হবে, যেমন আমার মর্যাদাও মক্বাম সকল নবী ও রাসূলগণের মধ্যে রয়েছে।

(২) রাসূলে করীম (ﷺ) এরপরে সকল নবী ও রাসূলগণ তাঁর (গাউসে পাকের) পিতাকে স্বপ্নে শুভ সংবাদ দিলেন যে, নিষ্পাপ ইমামগণ ব্যতিত সকল ওলীগণ তাঁর ছেলের অনুগত হবেন এবং তাঁর পাওদ্বয় তাদের গর্দানের উপর রাখবেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা

তাদের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তি হবে। আর তাঁর প্রতি আনুগত্য বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহর নৈকট্যতার মর্যাদা হতে দূরে এবং বঞ্চিতদের গর্তে ফেলে দেয়া হবে।

(৩) সে রাতে গীলানে আল্লাহর অসীম কুদরতে সকল বালকই জন্মগ্রহণ করেছে। যার সংখ্যা ছিল এগার হাজার এবং তাঁরা সকলেই আল্লাহর ওলী এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছেন।

শাইখ মুহাম্মদ ঈসা (رحمة الله عليه) বুরহান পুরীর মালফুযাতে রয়েছে যে, হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর 'নুতফা' (শুক্র) যখন পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে মায়ের জরায়ুতে প্রবিষ্ট হলেন, আর তার জন্মের বরকতে বিশ্বজগত আলোকিত হয়ে গেল এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য সকল ওলীগণের শুক্র পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে মায়ের জরায়ুতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাদেরকে সৃষ্টি করলেন, যাতে এ সকল ওলীগণ সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ফয়েজপ্রাপ্ত হন।

(৪) তিনি (رضي الله عنه) গোটা রমযান মাসে ভোরের সেহরীর সময় হতে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপন মায়ের দুগ্ধ পান করেননি। একথার প্রতি তিনি নিজেই এ কবিতার মধ্যে ইংগিত করেছেন–

بِدَا يَةِ اَمْرِىْ ذَكَرَه مَلاَ لُفَضَا – وَصَوْمِىْ فِىْ مَهْدِىْ بِه كَانَ شَهْرَتِىْ

অর্থাৎ- আমার প্রাথমিক অবস্থা দ্বারা দুনিয়া ভরপুর এবং শিশুকালেই আমার রোযা পালন করাটা আমার প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হয়েছে।

(৫) মেরাজ রাতে রাসূলে করীম (ﷺ) তাঁর আপন কদম মুবারক আমার কাঁধের উপর রেখেছিলেন। সে কদমের চিহ্ন তাঁর কাঁধের উপর বিদ্যমান ছিল, যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। তিনি জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন (এবং অনারব ভাষায় জিম (ج) হরফের উচ্চারণ গাফ (گ) করতেন, অর্থাৎ গীলান বলতেন) এবং সরকারে গাউসে পাক

(رضي الله عنه)'র মাতা উম্মুল খাইর ফাতেমা (رضي الله عنها) এর বয়স দীর্ঘ হয়েছিল অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর বয়সে আর এ বয়সে সন্তান জন্ম হওয়াটাও ছিল একটা কারামত।

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এ সকল গুণাবলী দ্বারা ধন্য করা হয়েছেঃ

- হুযুর নবী করীম (ﷺ)-এর নৈতিকতা ও স্বভাব
- সৈয়্যদুনা ইউসুপ (আ:)-এর কমনীয়তা
- সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)-এর সত্যবাদিতা
- সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (رضي الله عنه)-এর ন্যায়পরায়ণতা
- সৈয়্যদুনা ওসমান গণি জিননুরাইন (رضي الله عنه)-এর সহিষ্ণুতা এবং সৈয়্যদুনা আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه)-এর বীরত্ব প্রদান করা হয়েছে।

المنقبة الثالثة

তৃতীয় মানকাবাত

মানাক্বেবে গাউস এবং মাশাইখগণের শুভ সংবাদ :

ইমাম মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন আহমদ সাঈদ বিন যরী' যনযানী (رحمة الله عليه) রওযাতুন নওয়াযের "ওয়া নুয্হাতুল খাওয়াতির" কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) প্রশংসায় ওই সকল বুযুর্গগণের আলোচনা করেছেন যারা তার কুতুবিয়্যতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা বলছেন– গাউসে পাকের প্রশংসায় কাব্যসমূহ নিম্নরূপ :

شَهِدَ بِرُتْبَتِهِ جَمِيْعُ الْمَشَائِخ   فِى عَصْرِه كَانُوْا بِغَيْرِتَنَا كُرِ

اَمَّا الَّذِيْنَ تَقَدَّمُوْا قَدْ بَشَّرُوْا   بِقُدُوْمِهِ الْمَيْمُوْنِ اَكْرَمَ طَائِر

كَالْعَالِمِ الْبَصْرِىْ هُوَالْحَسَنَ الَّذِىْ   عَمَّرَ طَرِيْقَ السَّالِكِيْنَ لِسَائِرِ

অর্থাৎ- সকল মহান মাশাইখগণ তাঁদের আপন যুগে তাঁর মর্যাদার সাক্ষী দিয়েছেন আর তাতে কারো অস্বীকৃতি নেই। আর যারা তাঁর পূর্বে ছিলেন তাঁরাও তাঁর শুভাগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন এবং হযরত খাজা হাসান বসরী (رضي الله عنه) তাঁর স্বীয় যুগ হতে নিয়ে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী মুহীউদ্দীন (رضي الله عنه)-এর যুগ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এবং যেকোনও ওলীগণের সর্দার অতিবাহিত হয়েছেন তারা সবাই শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর সংবাদ দিয়েছেন।

هُوَ صَاحِبُ الْقَدَمِ الَّذِى خَضَعَتْ – وَرِقَابُ الْاَوْلِيَاءِ لَهُ بِغَيْرِ تُشَاجِرِ

اِذْ قَالَ مَامُوْرًا عَلى كُرْسِيِّه – قَدَمِىْ عَلى رَقَبَةِ جَمِيْعِ اَكَابِر

فَحَنَتْ جَمِيْعُ الْاَوْلِيَاءِ رَؤُسُهُمْ – لِجَلَالِهِ بَادِيْهِمْ وَالْحَاضِرِهِمْ

لَمْ يَمْتَنِعْ اَحَدٌ سِوى رَجُلٍ سَهَا – عَنْ حَالِه مِنْ اَصْفَهَانِ مَكَابِرِ

قَدْ كَانَ بَيْنَ الْاَوْلِيَاءِ مُعَظَّمًا – بِالْعِلْمِ وَالْحَالِ الشَّرِيْفِ الْفَاخِرِ–

অর্থাৎ- তিনি হলেন সে ব্যক্তি যার কদমের আগে সকল ওলীগণ কোন অস্বীকৃতি ব্যতিত তাদের গর্দান ঝুকায়ে দিয়েছেন, তিনি যখন মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে চেয়ারের উপর বসা অবস্থায় বললেন যে, আমার এ কদম বড় বড় ওলীগণের গর্দানের উপর। তখন তার মর্যাদার সম্মুখে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল ওলীগণ তাদের গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন। ইসপাহান (স্পেন) এর একজন অহঙ্কারী ব্যক্তি অস্বীকার করলো যিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, তিনি ওলীগণের মধ্যে জ্ঞান ও সময়ের গৌরবের কারণে সম্মানিতও ছিলেন, কিন্তু অভিশপ্ত ইবলিশের অস্বীকৃতির মতো তার উপর দুর্ভাগ্য বিজয়ী হলো।

"রাওযাতুন নওয়াযের"-এর পঞ্চম অধ্যায়ে লেখা রয়েছে যে, হযরত খাজা হাসান বসরী (رحمة الله عليه) হতে নিয়ে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর সময় পর্যন্ত যত বড় বড় ওলীগণ অতিবাহিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই তাঁর জন্মের এবং তিনি যে যুগের কুতুব হবেন তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন।

المنقبة الرابعة

চতুর্থ মানকাবাত

গাউসুল আযম (রা:) নামের প্রতি সম্মান :

"গুলযারে মা'আনী" নামক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক সময়ে তাঁর উপর মহত্বের আধিক্য ছিলো এবং সে আধিক্যের অবস্থা এমন ছিলো যে, যে ব্যক্তি অযুবিহীন অবস্থায় তাঁর নাম নিত সে ব্যক্তি বিনাশ হয়ে যেতো। একদা তাঁকে সরকারে দো'আলম (ﷺ) স্বপ্নে বললেন যে, আব্দুল কাদের এ অবস্থা পরিহার করো। কেননা এমন একটা সময় আসবে, যে সময়ে মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও আমার নামও নেবে, অশ্রদ্ধা ও মর্যাদার আলোচনা করবে, তখন তিনি (ﷺ) উম্মতে মুস্তফা (ﷺ) এর উপর দয়া করলেন এবং সে অবস্থা পরিহার করলেন এবং কতেক বুযুর্গগণ বলছেন যে, গাউসুল আযমের এ অবস্থার কথা যখন প্রসিদ্ধি লাভ করলো তখন মানুষ মৃত্যুর ভয়ে অযু ছাড়া তাঁর নাম নিতেন না। তখন বাগদাদের মহান ওলীগণ হযরত গাউসে আযম (ﷺ) সমীপে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন যে, আপনি মানুষের অবস্থার উপর দয়া করুন এবং এ কঠোরতাকে ক্ষমা করে দিন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন- আমি তো সে অবস্থাকে পছন্দ করছিনা, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করে বলেছেন যে, হে আব্দুল কাদের তুমি আমার নামের সম্মান করেছো আর আমি তোমার নামের সম্মান রক্ষা করবো এবং যারা সম্মান করবে তারা সম্মানিত হয়ে যাবে।

মাশাইখগণ বলেছেন যে, যারা অযুবিহীন তাঁর নাম নেয় তারা দারিদ্র ও অভাবের শিকার হয়ে যায় আর যারা তার নামে নযর মানে তা অবশ্যই পূরণ করা উচিত যাতে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত না হয়ে যায়।

গাউসে আযমের প্রতি ইসালে সওয়াব ও তার উপকারীতা :

সরকারে গাউসে আযম (ﷺ)-এর রুহে পাকের প্রতি ইসালে সওয়াবের জন্য জুমারাত (বৃহঃস্পতিবার রাতে) কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য রান্না করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করলে এবং কোন জটিল কাজ ও অন্যান্য বৈধ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সাহায্য চাইলে, তিনি তার সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি তার বৈধ উপার্জন হতে কিছু ভোজন সামগ্রী রান্না করে তার পবিত্র রুহের প্রতি সওয়াব প্রেরণ করে এবং এটার উপর সর্বদা আমল করতে থাকে তবে, তার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল জটিল বিষয়ের সমাধান হবে।

যে ব্যক্তি সরকারে গাউসে পাক (ﷺ)-এর পবিত্র নাম নিষ্টার সাথে অযু অবস্থায় নেবে তাহলে সে ব্যক্তি সারাদিন খুশী ও আনন্দে থাকবে এবং মহান আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

কতেক মহান মাশাইখগণ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) "হিরযুল ইয়ামানী" তথা এক প্রকার দো'আ পাঠ করতেন এবং অধিকহারে পাঠ করার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর উপর মহত্বের এমন প্রভাব ছিলো, যেমন অস্বীকারকারীদের ঘাড় কর্তনকারী তরবারী এবং শত্রুদের কলিজা ছেদনকারী তীর এবং যে সকল অস্বীকারকারী ও হিংসুকরা অযুবিহীন অবস্থায় গাউসুল আযমের নাম নিত, মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী তরবারী দিয়ে তাদের ঘাড় কর্তন করা হত, তখন রাসূলে করীম (ﷺ) আধাত্মিক জগতে সরকার গাউসুল আযম (ﷺ)-কে বললেন, তুমি স্বয়ং নিজেই তরবারী হয়ে গেছ, এখন "হিরযুল ইয়ামানী" পাঠ করার প্রয়োজন নেই। এরপরে কিছু সময় তিনি "হিরযুল ইয়ামানী" পাঠ করা ছেড়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলে করীম (ﷺ)-এর ইংগিতে দ্বিতীয়বার "হিরযুল ইয়ামানী" পাঠ করা শুরু করলেন, এ বিষয়ের সমর্থন এ ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

হযরত গাউসুল আযম (রা:)-এর বন্ধু ও শত্রু :

একজন বুযুর্গ ব্যক্তি সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সমীপে নিবেদন করলেন যে, মানুষের অবস্থার প্রতি আপনি দয়া করুন এবং এ কঠিন মুসিবত থেকে মুক্তি দিন। তখন তিনি সে বুযুর্গ ব্যক্তিকে বললেন যে, মুরাকাবা (স্বর্গীয় ধ্যান) কর। তখন তিনি যখন মুরাকাবা করলেন তখন তিনি আরশের নীচে ঝুলন্ত তরবারী দেখলেন যার উপর মাছিসমূহ নিজেকে নিজে তরবারীর উপর পতিত করছে এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। তখন হুযুর গাউসে পাক তাঁকে চোখ খোলার নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, মাছিগুলো ওই তরবারীর সাথে লড়াই করছে এবং এর দ্বারা তাদের এটাই উপকার হচ্ছে যে, তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার শত্রু আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং আমার বন্ধু ও প্রিয়গণ আমার নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নিচ্ছে আর তাদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাচ্ছে।

সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) বলেন, আমার তরবারী প্রসিদ্ধ এবং আমার ধনুক বিস্তৃত রয়েছে এবং আমার তীর লক্ষ্যবস্তুর উপর তাক করা রয়েছে আর আমার ঘোড়া গদীর সাথে আঁটা রয়েছে, আর আমি হলাম মহান আল্লাহ তা'আলার প্রজ্জ্বলিত আগুন, সকল বাগদাদবাসীর সুপারিশ করার কারণে সে জালালী অবস্থাকে অবাধ্যদের থেকে উঠায়ে নিলেন।

المنقبة الخامسة

পঞ্চম মানকাবাত

একজন খৃষ্টানের সাথে মুনাযারা এবং কবর থেকে মৃতকে জীবিত করা :

সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) একদা একটা গলি অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে, একজন মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পর ঝগড়া করছিলো। তখন সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) তাদের ঝগড়ার কারণ জানতে চাইলে মুসলিম ব্যক্তিটি বললো যে, এ খৃষ্টান বলছে যে, হযরত ঈসা (আ:) তোমাদের নবী থেকে শ্রেষ্ঠ। আর আমি সে খৃষ্টানকে বললাম যে, না আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-ই শ্রেষ্ঠ। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) সে খৃষ্টানকে বলতে লাগলেন যে, তুমি কোন দলীলের ভিত্তিতে তোমাদের নবী হযরত ঈসা (আ:)-কে আমাদের নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করছ? খৃষ্টান বলল যে, আমাদের নবী হযরত ঈসা (আ:) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) বললেন যে, হে খৃষ্টান দেখো আমি কোন নবী নই, বরং আমি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর একজন অতি নগণ্য গোলাম, আর আমি যদি মৃতদেরকে জীবিত করে দিই তাহলে কি তুমি মুসলমান হয়ে যাবে? সে বলল হ্যাঁ! আমি অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাব।

অতঃপর সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) বললেন, আমাকে কোন একটা পুরাতন সমাধি দেখাও, যাতে আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর শ্রেষ্ঠত্বে জ্ঞান এবং বিশ্বাস হয়ে যায়। সে খৃষ্টান একটা জীর্ণশীর্ণ ও পুরাতন কবর দেখালো, তখন তিনি বললেন যে, তোমাদের নবী মৃতদেরকে জীবিত করার সময় কি বলতেন, সে বলল- قُمْ بِإِذْنِ اللهِ – আল্লাহর নির্দেশে দাঁড়িয়ে যাও। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে আযম

(رضي الله عنه) বললেন এ সকল কবরবাসী দুনিয়াতে গান বাজনা করত। তুমি যদি চাও তাহলে এরা গান গাইতে গাইতে স্বীয় কবর হতে উঠবে, সে বলল যে, আমি এটাই চাই। তখন তিনি কবরের দিকে ফিরে বললেন- قُمْ بِاِذْنِىْ – আমার নির্দেশে দাড়িয়ে যাও।

অতঃপর কবর বিদীর্ণ হয়ে গেল আর সে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসল। সে খৃষ্টান ব্যক্তি তখন হযরত গাউসুল আযমের এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল এবং আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর শ্রেষ্ঠত্বের ও বিশ্বাসী হয়ে গেলো। (আসরারুত্বালেবীন)

المنقبة السارسة

ষষ্ঠ মানকাবাত

সাগরে নিমজ্জিত মৃত শিশুকে জীবিত করা :

সৈয়্যদুনা হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সমীপে একজন মহিলা আসলো যার একজন ছেলে সাগরে ডুবে মারা গিয়েছিলো, সে মহিলা নিবেদন করলো যে, আমার সন্তান ডুবে গেছে এবং আমার বিশ্বাস হলো যে, আপনি আমার ছেলেকে জীবিত করে আমার সাথে মিলায়ে দিতে পারেন। তখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) বললেন- হে বৃদ্ধা! ঘরে ফিরে যাও তোমার ছেলে ঘরেই উপস্থিত পাবে। সে ঘরে ফিরে গেল কিন্তু ছেলেকে উপস্থিত পেলোনা। দ্বিতীয় বার সে মহিলা গাউসে পাকের দরবারে এসে কান্না করতে লাগলো। তিনি আবারও বললেন যে, ঘরে ফিরে যাও তোমার ছেলেকে ঘরে উপস্থিত পাবে। অতঃপর সে মহিলা ঘরে ফিরে গেলেন কিন্তু ছেলেকে পেলেন না। অতঃপর তৃতীয়বার কান্না ও বিলাপ করতে করতে আসলো, তখন সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) মুরাকাবা (আধ্যাত্মিক উপায়ে পর্যবেক্ষণ) করলেন এবং স্বীয় মস্তক মুবারক নাড়ালেন এবং মস্তক উত্তোলন করে বললেন, তুমি ঘরে ফিরে যাও তোমার ছেলে ঘরেই দেখতে পাবে, সে মহিলা ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, তার ছেলে ঘরেই উপস্থিত রয়েছে।

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) মাহবুবীয়্যতের অবস্থায় এসে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করলেন যে, হে আমার সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি! তুমি এ মহিলার নিকট আমাকে দু'বার লজ্জিত করেছ। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উত্তর পেলেন যে, হে আব্দুল কাদের তুমি সত্যবাদী ছিলে যে, প্রথমবার ফেরেস্তাগণ তার অঙ্গাবলীকে একত্রিত করলো, দ্বিতীয়বার আমি তাকে জীবিত এবং তৃতীয়বার আমি তাকে সাগর হতে বের করে ঘরে পৌছায়ে দিয়েছি। তখন হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه)

আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি সমগ্র দুনিয়াকে "كُنْ" অর্থাৎ- 'হয়ে যাও' বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছো, আর তাতে দেরী হয়নি, আর কিয়ামত দিবসে অগণিত ও অসংখ্য দেহাবলীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে মুহূর্তের মধ্যে একত্রিত করে জীবিত করার পরে জমায়েত করবে। তাহলে তার একটা দেহের অঙ্গাবলীকে একত্রিত করতে এবং তাকে জীবিত করে ঘরে পৌছাতে এত দেরী হওয়ার রহস্য কি ছিলো। মহান প্রতিপালকের পক্ষ হতে উত্তর আসলো- হে আব্দুল কাদের যা ইচ্ছা তা চাও, কেননা তোমার এ বিনয় ও বশ্যতার কারণে তোমাকে দিতে প্রস্তুত। এ কথা শুনে সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) অনুনয় ও বিনয় প্রকাশ করে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আরয করলেন- হে দয়ালু মাওলা! আমি হলাম তোমার সৃষ্টি এবং আমার চাহিদা ও সৃষ্টি বস্তুর অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সম্ভাষন হলো যে, হে আব্দুল কাদের পবিত্র জুমার দিনে যে ব্যক্তি তোমার যেয়ারত তথা সাক্ষাত করবে সে পরিপূর্ণ ওলী এবং নৈকট্যধন্য হয়ে যাবে। তুমি যদি মাটির উপরও দৃষ্টি দাও তাহলে সে মাটিও স্বর্ণ হয়ে যাবে। আরয করলেন, হে দয়ালু আল্লাহ! আমাকে এর প্রয়োজন নেই। হে প্রতিপালক! আমাকে এমন কিছু দান করো যা এর চেয়ে উত্তম হবে। এবং আমার ওফাতের পরেও অবশিষ্ট থাকবে এবং যা মানুষকে ইহজগত ও পরজগতে উপকার দেবে। সুতরাং আওয়াজ আসলো আমি তোমার নামকে সওয়াব এবং প্রভাবের দিক দিয়ে আপন নামের সমকক্ষ করে দিলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমার নাম নেবে সে আমার নাম নেবে।[১]

[১] রেসালা হাক্বিক্বাতুল হাক্বায়েক্ব।

المنقبة السابعة

সপ্তম মানকাবাত

হযরত মালাকুল মাউত হতে আত্মাসমূহকে মুক্ত করা :

শাইখ আবুল আব্বাস আহমদ রেফায়ী (رحمة الله عليه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর একজন খাদেম মৃত্যুবরণ করলো। তার স্ত্রী গাউসে পাকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলো এবং স্বীয় স্বামীর জীবিত হওয়ার আবেদন করলো। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) মুরাকাবা করলেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে দেখলেন যে, হযরত মালাকুল মাউত সেদিন যতগুলো রুহ কব্জ করেছেন সে রুহ সমূহকে নিয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হযরত মালাকুল মাউতকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, আমার অমুক খাদেমের রুহ ফিরিয়ে দাও। তখন হযরত মালাকুল মাউত (আ:) বললেন যে, আমি সকল রুহ মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কব্জ করেছি, আর এখন মহান আল্লাহর দরবারে তা পেশ করতে হবে। তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি আপনার খাদেমের রুহ ফিরিয়ে দেবো যাকে আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে কব্জ করেছি। তখন তিনি দ্বিতীয়বার ফেরত চাইলে হযরত মালাকুল মাউত রুহ ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিলো যার মধ্যে কব্জকৃত সকল রুহগুলো ছিলো।

অতঃপর তিনি মাহবুবীয়্যতের শক্তি দিয়ে ঝুড়ি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তখন সকল রুহ বের হয়ে আপন আপন দেহসমূহের মধ্যে চলে গেলো। আর হযরত মালাকুল মাউত (আ:) মহান আল্লাহর দরবারে নালিশ করলেন এবং নিবেদন করলেন, হে মহান দয়াল প্রভু! তুমি অবগত রয়েছ যে, আমার এবং আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) এর সাথে যে বাক্যালাপ হয়েছে, আর সে আজকে আমি যে সকল রুহ কব্জ করেছিলাম তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

তখন মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, হে মালাকুল মাউত : নিশ্চয়ই আব্দুল কাদের হলো আমার প্রিয়, তুমি তাঁর খাদেমের রুহকে ফিরিয়ে দাওনি কেন? যদি একটা রুহ ফিরিয়ে দিতে তাহলে এতগুলো রুহ্ তোমার হাত থেকে তাকে দিতেও হতো না এবং পেরেশানও হতে হতোনা।

المنقبة الثامنة

অষ্টম মানকাবাত

লিঙ্গ পরিবর্তন হওয়া :

বর্ণনাকারী বলছেন যে, আমি শাইখ দাউদ কাদেরী শের কবিরকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো যে, এ সুউচ্চ দরবার হল অভাব সমূহের ক্বিবলা এবং অসহায়দের আশ্রয়স্থল। নিশ্চয়ই আমি সে দরবারে আবেদন করছি এবং এক জ্ঞানী সন্তানের আকাংখা পোষণ করছি। হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললেন তুমি যা চাও তার জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আমি দো'আ করেছি, মহান আল্লাহ তা'আলাই সন্তান দান করবেন। একথা শুনে সে লোকটি প্রতিদিন তাঁর দরবারে উপস্থিথ হতো। মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার একটা কন্যা সন্তান হলো, তখন সে কন্যাকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসলেন এবং নিবেদন করলেন যে, হুযুর আপনি বলেছিলেন যে, ছেলে সন্তান হবে, অথচ হয়েছে একজন কন্যা সন্তান। তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললে যে, কাপড়ে আবৃত করে তাকে ঘরে নিয়ে যাও এবং দেখ যে, অদৃশ্যের আড়াল হতে কি প্রকাশ হয়। তখন সে লোকটি কন্যা সন্তানকে কাপড়ে আবৃত করে ঘরে নিয়ে দেখলেন যে, সে কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর অপার কৃপায় ছেলে সন্তানে রূপান্তরিত হয়েছে।

المنقبة التاسعة

নবম মানকাবাত

মুরীদ এবং দ্বীনদার প্রত্যেক প্রকার আযাব হতে রক্ষিত :

মিয়া আযমতুল্লাহ বিন কাযী ইমাদ বিন মিয়া নিযাম মুহাম্মদ বিন শাহ বিন মুহাম্মদ বিন কুদওয়াতুল ওলামা ওয়াল আরেফীন ও আধাত্মিকগণের দিশারী ওয়া জিহুল হক ওয়াদ্‌দীন উলুভী (رحمة الله عليه) বলেছেন- বুরহানপুর নগরে আমার বাসস্থানের নিকটতম একজন ধনী অগ্নি পূজক ছিলেন। কিন্তু সে হিন্দু অগ্নিপূজক সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه)-এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেকে নিজে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه)-এর মুরীদ বলতেন, আর সে প্রত্যেক বৎসর নানান প্রকার আহার সামগ্রী পাক করে আলিম এবং নিঃস্বদেরকে ভোজন করাতেন এবং মাহফিলকে আলোকসজ্জা এবং বিভিন্ন প্রকার সাজসজ্জা দ্বারা সজ্জিত করতেন এবং সুগন্ধি ও আতর দ্বারা সুগন্ধিময় করতেন। এসব কিছু তিনি হুযুর গাউসে পাকের সাথে ভালবাসার কারণে করতেন।

সে হিন্দু অগ্নিপূজক যখন মৃত্যুবরণ করলো তখন সকল হিন্দু শ্মশানে অনেক কাঠ একত্রিত করে তাতে ঘি ঢেলে তার লাশকে কাঠের উপর রেখে দিলো এবং আগুনও জ্বালিয়ে দিলো, কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতী শক্তিতে তার একটা চুলও জ্বললো না। উপস্থিত সকল হিন্দু এ দৃশ্য দেখে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করতে লাগলো, পরিশেষে সবাই একথার উপর একমত হলো যে, তাকে যেন পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। আর তাকে যখন পানিতে নিক্ষেপ করা হলো তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) একজন ধার্মিক লোককে স্বপ্নে বললেন যে, অমুক হিন্দু লোকটা আমার রুহানী সন্তান, যার নাম হলো মারওয়ান, সে মহান আল্লাহর নিকট একজন

সৌভাগ্যবান ও সৎলোক। সুতরাং তাকে পানি হতে বের করে গোসল দাও এবং জানাযার নামাজ আদায় করে দাফন করো। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, হে আব্দুল কাদের আমি তোমার মুরীদ ও দ্বীনদারদেরকে আগুনে জ্বালাবোনা এবং এ জগত ছেড়ে যাওয়ার সময় সে ইমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

المنقبة العاشرة

দশম মানকাবাত

নকশবন্দি তরীকা প্রধানের আগমনের শুভ সংবাদ প্রদান :

শাইখ আরিফ বিল্লাহ আব্দুল্লাহ বলখী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত খাওয়ারিকুল আহবাব ফি মা'রিফাতিল আক্বতাব নামক কিতাবের পঁচিশতম অধ্যায়ে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন ওয়াদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ নক্শবন্দি (رحمة الله عليه) এর জীবনীতে লেখেন যে, আমি খাজগী সারমস্ত হতে আর তিনি বুখারার মহান মাশাইখগণ হতে শুনেছেন যে, তারা হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) হেকায়ত বর্ণনা করছেন যে, সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) একদিন একদল দরবেশের সাথে বসাছিলেন এবং বুখারার দিকে মুখ করে বললেন যে, আমার ওফাতের ১৫৭ বৎসর পরে একজন "ক্বলন্দর" পুরুষ সৃষ্টি হবে এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ আলমাশরাব বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নকশবন্দ। যিনি আমার বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা উপকৃত হবে। আর তেমনই হলো।

গাউসে আযম হতে নকশবন্দ ত্বরিক্বত প্রধানের ফয়েয লাভ করা :

বর্ণিত রয়েছে যে, নকশবন্দ প্রধান হযরত খাজা বাহাউদ্দীন (رحمة الله عليه) যখন তার পীর ও মুর্শিদ সৈয়্যদ আমীর কালাল (رضي الله عنه) হতে দিক্ষা নিলেন তখন হযরত আমীর কালাল (رحمة الله عليه) তাঁকে ইস্মে আযমের যিকির করার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে ইসমে আযমের নকশা জমলোনা, যে কারণে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা হলো, আর এ দুশ্চিন্তা ও হতাশায় জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন এবং পথিমধ্যে হযরত খিজির (আ:)-কে দেখতে পেলেন যিনি তার নিকটই আসছিলেন, তাকে দেখেই সালাম নিবেদন করলেন। হযরত খিজির (আ:) বললেন- বাহাউল হক আমাকে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) হতে ইসমে আযম মিলেছে, যা আমি তোমাকে বলে

দিতে চাই যে, তুমিও সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর প্রতি মনোনিবেশ করো যাতে তাঁর বদান্যতায় তুমি ও তোমার মূল উদ্দেশ্য লাভ করতে পারো।

তখন দ্বিতীয় রাত নকশবন্দি ত্বরিকার প্রধান সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه)-কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি ডান হাতের ইশারায় তার বক্ষে ইসমে আযমের নক্শা এঁকে দিলেন, কেননা হাতের পাঁচ আঙ্গুল (الله) শব্দের আকৃতির উপর রয়েছে। আর তখনই নকশবন্দ প্রধান আল্লাহর দিদার দ্বারা ধন্য হলেন। আর যখনই একথা মানুষের মধ্যে প্রচলন হলো তখন মানুষজন তাঁর নিকট জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, এটা সে পবিত্র রাতের দয়াসমূহের মধ্যে একটা দয়া এবং অনুগ্রহসমূহের মধ্যে একটা অনুগ্রহ, যে রাতে সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) আমার উপর দয়া করেছেন। আর সে রাত হতে আমার আপন অতীত অবস্থায় অনেক কিছুতে বৃদ্ধি অনুভব হচ্ছে এবং তাঁর নাম শাহে নক্শবন্দি হিসেবে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণও হলো সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه), যিনি তাঁর অন্তরে ইসমে আযমকে অংকন করে দিলেন।

হযরত খাজা শাহে নক্শবন্দ (رحمة الله عليه) সর্বদা তাঁর মুরীদদের অন্তরে ইসমে আযমের নক্শা জমায়ে দিতেন। তিনি হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর বাণী- "قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" – "আমার কদম সকল ওলীগণের গর্দানের উপর" সম্পর্কে জানতে চাইলে শাহে নক্শবন্দ (رحمة الله عليه) বললেন যে, গর্দান তো পৃথক বিষয় বরং তাঁর কদম মুবারক আমার চোখের উপর।

المنقبة الحادى عشرة

এগারতম মানকাবাত

(সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ:) এর উক্তি) "তাঁর কদম আমার মাথার উপর" খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه) :

মাশাইখগণের দিশারী সকল সৃষ্টি জীবের কুতুব আমীর মুহাম্মদ হোসাঈনী (رحمة الله عليه) তাঁর রচিত গ্রন্থ "লাতাইফুল গারায়েব" এ হযরত নসীরুদ্দীন মাহমুদের মুখনিসৃত কথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যখন- "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর" বললেন তখন মহান আল্লাহর সকল ওলীগণ তাদের আপন আপন গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন। আর তখন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه) খুরাসান নগরের একটা পাহাড়ের গর্তে বসে বসে ধ্যান করছিলেন। তখন এ ঘোষণা পেতেই তিনি খুব দ্রুত সকল ওলীগণের পূর্বে স্বীয় মাথা ঝুঁকায়ে দিলেন যে, ভূমি পর্যন্ত প্রায় লেগে গেলো। আর বললেন- بَلْ عَلى رَأْسِىْ – "বরং আপনার কদম আমার মাথার উপর।" তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন এবং হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) মহান ওলীগণের পরিপূর্ণ জমায়েতে বললেন যে, গিয়াসুদ্দীনের ছেলে গর্দান ঝুঁকানোর মধ্যে সকল ওলীগণের অগ্রগামী হয়ে গেলো এবং বিনয় ও কমনীয় শিষ্টাচারিতার কারণে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলে করীম (ﷺ) এর প্রিয় হয়ে গেলো এবং অচিরেই তাঁকে হিন্দুস্থান রাজত্বের বাগান দেয়া হবে। সুতরাং এমনটাই হয়েছিলো।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (رحمة الله عليه) গাউসুল আযমের সংস্পর্শে :

মাওলানা জালালুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী (رحمة الله عليه) "সিরাতুল আরেফীন" নামক গ্রন্থে লেখেন যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه) এবং সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) একটা পাহাড়ের মধ্যে সাক্ষাত হলো। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه) গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর সংস্পর্শে প্রায় ৫৭ (সাতান্ন) দিন অবস্থান করে আধ্যাত্মিক ফয়েজ দ্বারা ধন্য হলেন।

ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর (رحمة الله عليه)-এর গাউসুল আযমের সাথে ভালোবাসার প্রকাশ :

হযরত সৈয়্যদ আদম নকশবন্দি (رحمة الله عليه) "নুকাতুল আসরার" নামক গ্রন্থে লেখেছেন যে, একদা হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শেকর (رحمة الله عليه)-এর মজলিশে সকল ওলীগণের গর্দানের উপর গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর কদম রাখার আলোচনা হলো, তখন হযরত খাজা গঞ্জে শেকর (رحمة الله عليه) বললেন যে, আমি যদি সে যুগে হতাম তাহলে তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর রাখতাম এবং গর্বের সাথে নিবেদন করতাম যে, হে গাউসে আযম (رضي الله عنه)! আপনার কদম আমার চক্ষুদ্বয়ের উপর। কেননা আমার প্রিয় মুর্শিদ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী সে মহান মাশাইখগণের মধ্যে রয়েছেন যিনি গাউসে পাকের কদমকে স্বীয় গর্দানের উপর রেখেছেন। তাহলে আমার পদমর্যাদা হলো এটাই যে, আমি বলবো যে, সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه)-এর কদম মোবারক আমার চক্ষুদ্বয়ের উপর।

হিন্দুস্থানের বিলায়ত তোমাকে দান করেছি :

শাইখ হাসান কুতুবী (رحمة الله عليه) "আল-লাতায়েফুল কাদেরীয়া"-তে লিখেছেন যে, হযরত খাজা সৈয়্যদুনা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী (রাহ:) সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে ইরাকের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললেন- ইরাক আমি হযরত শিহাবউদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দান করেছি। আর তোমাকে আমি হিন্দুস্থানের বিলায়ত দান করছি।

المنقبة الثانية عشرة

দ্বাদশতম মানকাবাত

মরদুদ তথা প্রত্যাখ্যাতকে অনুমোদনযোগ্য করে দেয়া :

"মলফুযুল গিয়াছিয়া" নামক কিতাবে রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর যুগে একজন কামিল ওলীকে বিলায়তের মর্যাদা হতে বঞ্চিত করে দেয়া হলো। অর্থাৎ তার বিলায়ত ছিনিয়ে নেয়া হলো। যে কারণে সকল মানুষ তাকে মরদুদ তথা প্রত্যাখ্যাত বলতে লাগলো। সে যুগের ৩৬০ জন কামিল ওলীগণ দ্বারা তিনি স্বীয় বিলায়ত ফিরে পাওয়ার জন্য দো'আ করালেন, আর তারা সবাই তার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন কিন্তু কোন লাভ হলোনা। ওলীগণ লওহে মাহফুযে তার নাম দুর্ভাগাদের তালিকায় লিখিত দেখে তাকে বললেন তুমি কখনও সফলকাম হতে পারবেনা। অতঃপর তার মুখ মলিন হয়ে গেলো (العياذ بالله)। অতঃপর সে সুলতানুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সব ব্যাপার তাকে অবহিত করলেন। তখন তিনি (رضي الله عنه) বললেন : আসো তুমি যদি প্রত্যাখ্যাত হও তবে আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে তোমাকে অনুমোদনযোগ্য করতে পারবো। অতঃপর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তার জন্য দো'আ করলেন আর মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উত্তর আসলো যে, হে আব্দুল কাদের! তুমি কি জানোনা যে এ যুগের ৩৬০ জন কামিল ওলী তার জন্য দোআ করেছে, আমি তাদের দোআ কবুল করিনি। কেননা লাওহে মাহফুযে তাঁর নাম দুর্ভাগা এবং হতভাগা লেখা হয়েছে। তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) নিবেদন করলেন : হে আমার প্রতিপালক! তুমি প্রত্যাখ্যাতকে অনুমোদনযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্যকে প্রত্যাখ্যাত করে দেয়ার উপর ক্ষমতাবান। হে প্রতিপালক তোমার ইচ্ছা এটাই যে, এ ব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকুক, তাহলে আমার দ্বারা তার

অনুমোদনযোগ্য করার জন্য দো'আ কেন করায়েছো? তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উত্তর আসলো যে, হে আব্দুল কাদের তাকে আমি তোমার নিকট অর্পণ করলাম, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো, তোমার নিকট যা অনুমোদনযোগ্য আমার নিকটও তাই অনুমোদনযোগ্য। আর তোমার প্রত্যাখ্যাত আমার ও প্রত্যাখ্যাত। অতঃপর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাকে মুখ ধোয়ার আদেশ দিলেন। আর মহান আল্লাহ তা'আলা তার নাম হতভাগাদের তালিকা থেকে মুছে দিয়ে সুফীগণের তালিকায় লিখে দিলেন। আর মহান মহান রাব্বুল ইজ্জতের দরবার থেকে সম্ভাষণ হলো- হে আব্দুল কাদের (رضي الله عنه) আমি তোমাকে সাম্য, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দিয়েছি, তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য হলে তবে আমার নিকটও গ্রহণযোগ্য, তোমার নিকট প্রত্যাখ্যাত হলে আমার নিকটও প্রত্যাখ্যাত। হে প্রতিপালক, উম্মতে মুহাম্মদী (صلى الله عليه وسلم)-কে তোমার গ্রহণযোগ্য বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো। আমিন।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثالثة عشرة

ত্রয়োদশ মানকাবাত

ইমাম হাসান আসকারীর শুভ সংবাদ দেয়া এবং জায়নামায উপহার:

মাখযানুল কাদেরীয়ায় লেখা রয়েছে যে, হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান আস্‌কারী (رضي الله عنه) স্বীয় জায়নামায (যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি নামায আদায় করতেন) তাঁর একজন মুরীদকে দান করলেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন যে, এ জায়নামাযকে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর নিকট পৌছায়ে দেবে। আর এটাকে সযত্নে রাখবে এবং মারা যাওয়ার পূর্বে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করবে আর বলে দেবে যে, সে মারা যাবার পূর্বে যেন কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট সোপর্দ করে, এভাবে তোমার পঞ্চম বংশধারা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। আর এভাবে সৈয়্যদজাদাগণের মধ্য হতে একজন মহান আল্লাহর বান্দার জন্ম হবে, আর তার নাম হবে আব্দুল কাদের আল হাসানী আল জিলানী। এ আমানতটা হলো তার। সুতরাং তাকে সোপর্দ করে দেবে এবং তাকে আমার সালাম পৌছাবে।

ফায়েদা :

সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান আসকরী হলেন এগারতম ইমাম। তাঁর উপনাম হলো আবু মুহাম্মদ এবং উপাধী হলো যকী এবং অন্যান্য উপাধী হলো খালিস ও সিরাজ। তিনি তাঁর মহান পিতার মত আসকরী উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্ম হলো পবিত্র মদিনা মোনাওয়ারায় ২৩১ হিজরী এবং ২৬০ হিজরীর রবিউল মাসের জুমার দিনে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর পিতার পাশে দাফন করা হয়।[১]

[১] শাওয়াহেদুন নবুওয়ত।

المنقبة الرابعة عشر

চৌদ্দতম মানকাবাত

প্রতিদিন গোলাম আযাদ করে দেয়া :

কতেক কিতাবে লেখা রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) প্রতিদিন অনেক গোলাম ক্রয় করতেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে মুক্ত করতেন।

المنقبة الخامسة عشر

পনেরতম প্রশংসা

চোরকে কুতুব বানিয়ে দেয়া :

বর্ণনায় এসেছে যে, হুযুর গাউসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী শাইখ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) যখন মদীনা তৈয়্যবার যেয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করার পরে উলঙ্গ পায়ে (জুতাবিহীন পায়ে) বাগদাদ শরীফ ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় কোন মুসাফিরকে লুণ্ঠন করার জন্য এক চোর অপেক্ষা করছিলো, সে যাতে মুসাফিরদের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। গাউসে পাক (رضي الله عنه) চোরের নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? সে বলল আমি একজন বেদুইন লোক। তখন তিনি কাশফের মাধ্যমে জেনে বললেন : আমি হলাম আব্দুল কাদের। তখন নাম শুনেই গাউসে পাকের পায়ে লুঠিয়ে পড়লো আর তার মুখ দিয়ে يَا سَيِّدِىْ عَبْدُ الْقَادِرْ شَيْئًا لِلّٰهِ জারি হয়ে গেলো। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে পাকের হৃদয়ে তার জন্য দয়ার উদ্রেক হলো এবং তার অবস্থায় সংশোধনের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আর তখনই আওয়াজ এলো হে গাউসে আযম! চোরকে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ এবং হেদায়তের পথ দেখাও, তাকে কুতুব বানিয়ে দাও। আর তখন গাউসে পাকের এক শুভ দৃষ্টিতেই চোর কুতুব বনে গেলো।

المنقبة السادسة عشر

ষোলতম মানকাবাত

গাউসের প্রতি ভালবাসা ক্ষমার মাধ্যম :

হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যুগে একজন বড় গুনাহগার দুশ্চরিত্র ও লম্পট গুনাহের কাজে সর্বদা রত থাকতো। কিন্তু হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর প্রতি তার সীমাহীন ভালবাসা ছিলো। আর সে ব্যক্তি যখন মারা গেলো এবং তার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন যখন তাকে দাফন করে দিলো তখন সওয়াল জওয়াবের জন্য মুনকির নকির আসলো, ফেরেস্তাগণ তাকে আল্লাহ, দ্বীন এবং হুযুর নবী করীম (ﷺ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম কী? আর তোমার নবী কে? তখন সে ব্যক্তি সকল প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল কাদের জিলানীর নাম বলল। তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেস্তাদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, হে ফেরেস্তাগণ! যদিওবা এ বান্দা গুনাহগার ও পাপী কিন্তু আমার প্রিয় বান্দা সৈয়্যদ আব্দুল কাদের এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা তার অন্তরে পোষন করছে, এজন্য আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর তার কবরকে চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্থ করে দেয়া হলো।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة السا بعة عشر

সতেরতম মানকাবাত

উন্নত প্রকারের পাগড়ী নিঃস্বকে দান করে দিলেন :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) অধিক মূল্য, মনোরম ও উন্নত প্রকারের পোষাক পরিধান করতেন, একটা পোষাকের মূল্য সে যুগের মূল্য হিসেবে দশ দিনার হতো, হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) একদা সত্তর হাজার দিনার মূল্যের পাগড়ী ক্রয় করে পরিধান করলেন, আর সে অবস্থায় একজন নিঃস্বকে দেখে তাঁর সে পাগড়ী দান করে দিলেন।

المنقبة الثا منة عشر

আঠারতম মানকাবাত

গাউসে পাকের না'লাইন (জুতা) :

সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর না'লাইন (জুতা জোড়া)ও উন্নত এবং প্রকৃষ্ট এবং অধিক মূল্যের হতো। জুতায় পদ্মরাগ-মণি, পান্না এবং চুনি সংযোজন করা হতো এবং জুতার তলায় রৌপ্যের কীলক লাগানো হতো।

المنقبة التا سعة عشرة

উনিশতম মানকাবাত

কুদরতী আতিথিয়তা :

বর্ণিত রয়েছে যে, একদা হযরত সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) চল্লিশ দিনের চিল্লা করলেন ও দিনের বেলায় রোযা পালন করতেন, আর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, রোযার ইফতারের জন্য পানি ছাড়া দুনিয়াবী অন্য কোন সামগ্রী ব্যবহার করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য আসমান থেকে কোন আহার সামগ্রী অবতীর্ণ না করবেন। তখন চিল্লার সময় পরিপূর্ণ হওয়ার দু'দিন পূর্বে তাঁর কক্ষের ছাদ ছিদ্র হয়ে গেলো এবং সে ছিদ্র দিয়ে এক ব্যক্তি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলো, যার ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রৌপ্যের পাত্র ছিলো এবং সেগুলো ফল দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলো। আর এগুলো তাঁর সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, এ পাত্র কোথা থেকে নিয়ে এসেছো? সে ব্যক্তি বললেন যে, জনাব! এ পাত্র আমি উর্ধ্বজগত থেকে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি যাতে আপনি এর থেকে আহার করেন।

তখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাকে বললেন, এ পাত্রগুলো উঠাও, কেননা সকল নবীগণের ইমাম হযরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত সামগ্রী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তখন সে লোকটি একথা শুনেই পলায়ন করলো। এরপরে রোযা ইফতার করার সময় আসমান থেকে একজন ফেরেস্তা অবতরণ করলেন আর তার হাতে ছিলো ভোজন সামগ্রীতে ভর্তি একটা থালা। তিনি হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه)-কে বললেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা এ আহার সামগ্রী দিয়ে আপনার আতিথিয়তা করেছেন, তখন তিনি সে খাবার সমূহ নিয়ে দরবেশদের সাথে আহার করলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন।

المنقبة العشرون

বিশতম মানকাবাত

সিদ্দিকগণের ইমাম :

সৈয়্যদুনা হযরত খিজির (আ:) সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) সম্পর্কে বলেছেন যে, গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে যে মাহবুবীয়্যতের মর্যাদা অর্জিত হয়েছে, পৃথিবীতে এমন মর্যাদা আর কেউ লাভ করেনি।

হযরত শাইখ আবু মাদয়ান (رحمة الله عليه) বলছেন যে, আমি হযরত খিজির (আ:) এর সাথে সাক্ষাত দ্বারা উপকৃত হলাম, আর তখন আমি হযরত খিজির (আ:)-কে পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল মহান মাশাইখগণ সম্পর্কে জানতে চাইলাম, তখন সৈয়্যদুনা খিজির (আ:) বললেন যে, গাউসুল আযম হলেন সিদ্দিকীনগণের ইমাম, আরেফীনগণের স্বাস্থ্য এবং মা'রেফাতের প্রাণ সঞ্চারকারী এবং সকল মহান ওলীগণের মধ্যে তার স্থান সর্বোচ্চ।

المنقبة الحادية والعشرون

একুশতম মানকাবাত

মৃত্যুর পরে সিলসিলায়ে আলীয়ায় অনুপ্রবেশ করা :

মিশরের এক ব্যবসায়ী সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه)-এর এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো যিনি তাঁর প্রণীত কাদেরীয়া সিলসিলায় প্রবেশ হওয়ার আকাংখা রাখতেন। দুনিয়াবী কাজকর্মে ব্যস্ততার কারণে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁর সমীপে উপস্থিতির সৌভাগ্য হতে অক্ষম ছিলেন (আসতে পারলেন না)। পরিশেষে ফয়েজ ও বরকত লাভ এবং তাঁর দর্শন করার জন্য বাগদাদের দিকে সফর শুরু করলেন।

ওই ব্যবসায়ী বাগদাদ পৌছে জানতে পারলেন যে, সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) ইন্তেকালন করেছেন। তার উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ায় হতাশ হলেন এবং নিজেকে নিজে বিনাশ করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু সাথে সাথে অন্তরে ধারণা করলেন যে, প্রথমে তাঁর নূরানী দরবার হতে ফয়েয লাভ করে নিই। সুতরাং রওজা মোবারকের যেয়ারতের জন্য আসলেন এবং যেয়ারতের রীতিনীতি সম্পাদন করলেন। তখন গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাঁর রওজা হতে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর হাত ধরে তাকে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সিলসিলায়ে আলীয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং অন্যান্য তিনশত ওলী তাঁর ঘোষণার মর্যাদায় গৌরবময় হয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে মিলিত হলেন। এমনই সত্যনিষ্ট ইচ্ছার ব্যাপারে বলেছেন–

اَرِنِى الْاِرَادَةَ لِتَاخُذَالسَّعَادَةَ

অর্থাৎ- আমাকে স্বীয় আকাংখা প্রদর্শন করে সৌভাগ্য লাভ করো।

المنقبة الثانية والعشرون

বাইশতম মানকাবাত

হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর পবিত্র হাতে চুম্বন :

বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হুযুর গাউসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) পবিত্র মদিনা শরীফে গমন করলেন, আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নবীকুল শিরোমনি আল্লাহর প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূরানী রওযা শরীফের দিকে মুখ করে এ শেয়ারগুলো পাঠ করছিলেন–

ذُنُوْبِى لِمَوْجِ الْبَحْرِ بَلْ هِىَ اَكْثَرُ

كَمِثْلِ الْجِبَالِ الشُّمِّ بَلْ هِىَ اَكْبَرُ

وَلَكِنَّهَا عِنْدَالْكَرِيْمِ اِذَا عَفَا

جُنَاحٌ مِنَ الْبَعُوْضِ بَلْ هِىَ اَصْغَرُ

অর্থাৎ- আমার পাপরাশি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, বরং তার চেয়েও অতি সুউচ্চ এবং পাহাড়ের মত বিশাল বরং তার চেয়েও বড়। কিন্তু যখন মহান দয়ালু ক্ষমা করতে থাকেন, তাহলে তা মাছির পালকের সমান বরং তার চেয়েও ছোট।

দ্বিতীয়বার যেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করলেণ তখন পবিত্র রওযা শরীফের নিকটতম হয়ে আবেদন করলেন :

فِى حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِىْ كُنْتُ اُرْسِلُهَا

تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّىْ هِىَ نَائِبِىْ

وَهٰذِهِ نُوْبَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ

فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظٰى بِهَا شَفَتِيْ

অর্থাৎ- হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার থেকে যখন দূরে ছিলাম, তখন আমার (প্রাণ) রুহকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করতাম, সে রুহ আমার পক্ষ হতে পবিত্র যমীনকে চুম্বন করত। আর এখন আমি স্বয়ং নিজেই উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং আপনার পবিত্র হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন যাতে আমার ঠোঁটদ্বয়কে আপনার হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য হয়।

তখনই সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর পবিত্র হাত মুবারক প্রকাশ পেল আর সরকারে গাউসে আযম করমর্দন করলেন, চুম্বন করলেন এবং স্বীয় মাথার উপর রাখলেন।

المنقبة الثالثة والعشرون

তেইশতম মানকাবাত

মুরীদের জন্য তাঁর দো'আ কবুল :

হযরত সাহ্‌ল বিন আব্দুল্লাহ তাশতারী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত "মাকাশাফাত" এ লিখেন যে, আমি কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, একদা এমন হয়েছিল যে, একদিন বাগদাদবাসীগণ সরকার গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে তাঁর আপন স্থানে উপস্থিত না পেয়ে তাঁকে খোঁজার জন্য বের হয়ে দেখলেন যে, তিনি দাজলা নদীর পানির উপর অবস্থান করছেন এবং দাজলা নদীর মাছসমূহ তাঁকে সালাম নিবেদন করছে এবং হাত পা দ্বয় চুম্বন করছে।

যোহরের নামাযের সময় পর্যন্ত এমন অবস্থা চলছিলো, আর আমিও সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর উন্নত জাতের একটা সবুজ রংয়ের জায়নামায স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা সুসজ্জিত দেখতে পেলাম যেটা বায়ুর উপর বিছানো ছিলো এবং যার উপর এ দুটা লাইন লেখা ছিল–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ- সাবধান! শোন! মহান আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই, আরও নাইবা তারা কোন প্রকার দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

দ্বিতীয় লাইনে লেখা ছিল–

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْد

অর্থাৎ- হে আহলে বায়ত! শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর! নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও মহামহিম।

তখন সরকারে গাউসুল আযম (রাঃ) সে জায়নামাযের উপর বসে পড়লেন আর কিছুক্ষণ পরে ভীত বাঘের মত কিছু মানুষের আত্মপ্রকাশ হলো এবং তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তিও ছিলো যার নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধা সবার চেয়ে বেশি ছিলো। এ সকল মানুষ জায়নামাযের সামনে ভদ্রতা সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন যে, মনে হচ্ছে যে, তাদের মুখে কোন ভাষাই নেই।

তখন সরকারে গাউসে আযম (রাঃ) দাঁড়ালেন, আর উপস্থিত সকল মানুষ এবং বাগদাদের সকল ওলীগণ তাঁর নেতৃত্বে নামায আদায় করলেন। তিনি যখন নামাযের তাকবীর বলতেন তখন আরশবহণকারী এবং আসমানের সকল ফেরেস্তাগণও তাঁর সাথে তাকবীর এবং তাসবীহ পাঠ করতেন। আর তিনি যখন মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন তখন তাঁর মুখ হতে নূরের ঝলক বের হতো, যা উর্ধ্বজগতে ছড়িয়ে পড়তো, নামায শেষে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) প্রার্থনার জন্য হাত উঠায়ে মহান আল্লাহর নিকট নিবেদন করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ جَدِّیْ نَبِیُّكَ مِن خَلْقِكَ اَنْ لاَتَقْبِضُ رُوْحَ مُرِیْدٍ وَّمُرِیْدَةٍلِّیْ اِلاَّ عَلَی التَّوْبَةِ–

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আমার মহান নানাজান যিনি তোমার নবী এবং সকল সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ, তাঁর অসিলা নিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আমার পুরুষ কিংবা মহিলা মুরীদকে তাওবা করার তাওফিক দিয়ে তাদের রুহ কব্জ করো। তখন সকল ফেরেস্তা এবং উপস্থিতগণ তাঁর প্রার্থনার উপর আমীন বললো, আর অদৃশ্য জগত হতে আওয়াজ আসলো যে, তোমাকে শুভ সংবাদ! তোমার প্রার্থনাকে কবুল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা হয়েছে।

ফায়েদা : স্মরণযোগ্য যে, উপরিউক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত শাইখ সাহ্ল বিন আব্দুল্লাহ তাশতারী (রহঃ) হলেন দ্বিতীয় যুগের মধ্যে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর পূর্বে। তাঁর উপনাম ছিলো মুহাম্মদ, তিনি হলেন সুফীদের মধ্যে ইমামে রাব্বানী। তিনি হযরত যুন্নুন মিশরী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর মামা হযরত মুহাম্মদ বিন সাওয়ার (রহঃ) এর সহচরত্বে থাকতেন। তিনি সৈয়্যদুত তায়েফা হযরত জুনাইদ বাগ্দাদী (রহঃ) এর সমসাময়িক যুগে ছিলেন। হযরত জুনাইদ বাগ্দাদী (রহঃ) এর পূর্বে তাঁর ওফাত হয়েছিলো তাঁর জন্ম ২০৩ হিজরী এবং ওফাত ১লা মহররম ২৩৮ হিজরীতে হয়েছে।

المنقبة الرابعة والعشرون

চব্বিশতম মানকাবাত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী "তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর" :

হযরত শাইখ মুসা আন্‌নাহতাভী (قدس سره) তাঁর প্রণীত "মাকাশাফাতে জুনাইদিয়া"-তে লেখেন যে, সৈয়্যদুত্ তায়েফা হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (قدس سره) পবিত্র জুমার দিনে জুমার খুতবা পাঠ করছিলেন তখন তাঁর উপর মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাজাল্লীর প্রকাশ হলো, যার দ্বারা তাঁর (মুকাশাফা) আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং "শুহুদ" (আধ্যাত্মিক উন্নতির অবস্থান) এর সাগরে ডুবে গেলেন এবং তখন তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্য বের হলো যে, তাঁর কদম আমার গর্দানের উপরও শুধু নয় বরং আমার মাথার উপর। এরপরে তিনি মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং জুমা মুবারকের খুতবা পড়লেন এবং নামায শেষে মানুষ ওই বাক্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা তিনি ভাষনের সময় বলেছিলেন। প্রতিউত্তরে হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (قدس سره) বললেন যে, অদৃশ্য জগত হতে আমি জানতে পারলাম যে, পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর মাঝখানে সরকারে দো'আলম নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর পবিত্র (সন্তান) বংশে যিনি সে যুগের কুতুব হবেন, গীলান (জিলান) শহরে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর নাম হবে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের, আর উপাধি হবে মুহিউদ্দীন (দ্বীনকে জীবন দানকারী)। আর তাকে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ কথা বলার নির্দেশ হবে :

قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ- আমার একদম পূর্বের ও পরের সকল ওলীগণ এবং ওলীয়াগণের গর্দান সমূহের উপর। সাহাবাগণ এবং নবী করীম (ﷺ) এর আওলাদগণের ইমামগণ ব্যতিত।

সৈয়্যদুত তায়েফা জুনাইদ বাগ্‌দাদী (قدس سره) বলেন যে, আমার অন্তরে এ ধারণা আসল যে, আমি যখন তাঁর যুগের নই, তাহলে তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর কেন রাখবো? তখনই মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ভর্ৎসনা হলো-

"হে জুনাইদ! তুমি গাউসে আযমের সামনে গর্দান ঝুঁকাতে কেন দেরী করছো এবং কোন বস্তুটা তোমার উপর এ নির্দেশটা পালন করতে ভারী করে দিলো? সে তো আমার মাহবুব এবং আমার হাবীব মুহাম্মদ (ﷺ) এর পবিত্র পরিবারভুক্ত। তার মর্যাদা ও শান ওলীগণ এবং কুতুব ও আবদালগণের মধ্যে এমন, যেমন আমার হাবীব (ﷺ) এর মর্যাদা ও শান সকল নবীগণের মধ্যে রয়েছে।"

হযরত সৈয়্যদুত ত্বায়েফা জুনাইদ বাগদাদী (قدس سره) বলেন যে, হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যখন এ ঘোষণা দিলেন তখন সকল ওলীগণ তাঁর আনুগত্য করে তাদের স্বীয় গর্দানসমূহ ঝুঁকানোর জন্য উপস্থিত হলেন, এজন্যই আমি বলেছি যে, আপনার কদম আমার গর্দান এবং মাথার উপর। এজন্য সকল ওলীগণের মধ্যে হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (قدس سره) এর মর্যাদা সুউচ্চে রয়েছে।

ফায়েদা : হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (قدس سره) এর জন্মস্থান মূলতঃ ইরানের নিহাউন্দ নগরীতে। কিন্তু তিনি বাগ্‌দাদেই জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মুহাম্মদ বিন জুনাইদ। তিনি ছিলেন কাঁচ বিক্রেতা। হযরত সিররী সাকত্বী শাইখ হারেছ মুহাসেবী এবং শাইখ মুহাম্মদ কাস্‌সাব (قدس سره) এর সহচরত্বে থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছেন (অর্থাৎ তাঁদের

শিষ্য ছিলেন) হযরত আবু সওর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, যিনি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন এবং কতেকের মতে হযরত সুফিয়ান সওরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁকে সুফী সাধকগণের ইমাম স্বীকার করা হয়েছে এবং সৈয়্যদুত্ তায়েফাও তাকে বলা হয়। বড় বড় সুফীগণ, শাইখ হায্যায, শাইখ রুভীম, শাইখ নুরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ সকলেই তার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর ওফাত ২৯৭ হিজরীতে বাগদাদ শহরে হয়েছে।[১]

[১] নফহাতুল ইন্স আল্লামা জামী (রাহঃ)।

المنقبة الخامسة والعشرون

পঁচিশতম মানকাবাত

'সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া' সকল সিলসিলায় হতে শ্রেষ্ঠ সিলসিলা:

বর্ণনায় রয়েছে যে, সুলতানুল মাশাইখ হযরত খাজা নিযামুদ্দিন দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) পবিত্র মক্কা মুকাররামার দিকে ভ্রমণ শুরু করলেন এবং বাগ্দাদেও গমন করলেন। আর তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ)-এর মসনদে (আসনে) সৈয়্যদ ওমর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আসীন ছিলেন। তিনি খাজা নিজামুদ্দিন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে ডাকার জন্য একজন খাদেমকে প্রেরণ করলেন। তিনি গিয়ে নিবেদন করলেন যে, আপনাকে আমার পীর শাইখ সৈয়্যদ ওমর ডেকেছেন। তখন তিনি বললেন আপনার পীর সাহেব আমাকে কিভাবে চেনেন? তিনি বললেন, আমার পীর সাহেব আপনাকে সে দিন থেকেই চেনেন যেদিন আপনি হিন্দুস্থান হতে রওয়ানা হয়েছেন। তখন তিনি হযরত ওমর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করলেন এবং তাঁকে খিরকাহ্ তথা পোষাক পরিধান করালেন।

হযরত শাইখুল ইসলাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- আমি যখন আমার পীরের হাতে বাইয়াত করতে লাগলাম তখন তিনি বলেন যে, কিভাবে বাইয়াত করা যায়, আমি আবেদন করলাম : ওই সিলসিলায় যা সকল সিলসিলা হতে শ্রেষ্ঠ হবে। তখন তিনি বললেন যে, সকল সিলসিলার মধ্যে কাদেরীয়া সিলসিলা হলো শ্রেষ্ঠ। অতঃপর তিনি আমাকে হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযমের সিলসিলায় আমাকে বাইয়াত করালেন।[১]

[১] আসরারুস সালেকীন।

المنقبة السادس والعشرون

ছাব্বিশতম মানকাবাত

গাউসে পাক (رضي الله عنه)-এর শাফাআত দ্বারা অর্ধেক উম্মতের ক্ষমা :

"মানাযিলুল আউলিয়া ফি ফাদ্বায়েলিল আসফিয়া" নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, সরকারে দো'আলম নূরে মুজাস্‌সাম (ﷺ) সৈয়্যদুনা হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) এবং সৈয়্যদুনা হযরত আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه)-কে হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরনী (رضي الله عنه)-এর নিকট যাওয়ার অসীয়ত করে বললেন যে, ওয়ায়েস ক্বরনীকে আমার সালাম বলবে এবং আমার এ (কামিস) জামাটা তাঁকে দিয়ে আমার উম্মতের ক্ষমার জন্য তার দ্বারা প্রার্থনা করাবে।

সরকারে দো'আলম (ﷺ) পূণ্যময় বিছাল শরীফের পরে সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (رضي الله عنه) ও সৈয়্যদুনা আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه) হুযুর (ﷺ) এর সে জামা মোবারক নিয়ে হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরনী (رضي الله عنه) এর নিকট গেলেন এবং একটা উপত্যকায় তার সাথে সাক্ষাত হলো আর তখন হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه) সিজদারত অবস্থায় বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করছিলেন। সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর তাঁরা হযরত ওয়ায়েস করণী (رضي الله عنه)-কে সালাম করলেন, তাদের সাথে করমর্দন করলেন এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর জামা মোবারক নিয়ে মাথার উপর রাখলেন এবং হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সেটা পরিধান করলেন।

তাঁরা সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর সালাম হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরণীর নিকট পৌছালেন এবং তাঁর উম্মতের ক্ষমার জন্য দো'আ করার নির্দেশ ও পৌছালেন। তখন হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه) সিজদায় পড়ে গেলেন এবং উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ)-এর ক্ষমার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে সিজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করার পরে

বললেন যে, আমি তো সকল উম্মতের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করলাম কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উত্তর আসলো যে, হে ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه)! আমি তোমার সুপারিশ কবুল করে উম্মতে মুহাম্মদীর (ﷺ) অর্ধেককে ক্ষমা করে দিলাম। এবং আমার মাহবুবের অর্ধেক উম্মতকে গাউসুল আযমের শাফাআত দ্বারা ক্ষমা করে দেবো, যিনি তোমার পরে জন্ম লাভ করবে। তখন হযরত খাজা ওয়ায়েস ক্বরণী বলেন যে, আমি মহান আল্লাহর নিকট নিবেদন করলাম যে, হে মাওলা করীম! তোমার সে মাহবুব কোথায়, আমি তার সাথে সাক্ষা করতে চাই। উত্তর পাওয়া গেলো- دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এবং مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ – এর স্থানে রয়েছে। সে হলো আমার মাহবুব এবং আমার মাহবুবব মুহাম্মদ (ﷺ) এরও মাহবুব। সে হবে যমীনবাসীদের। সাহাবাগণ এবং ইমামগণ ব্যতিত পূর্ব ও পরের সকলের গর্দানের উপর তাঁর কদম হবে। সুতরাং হযরতক খাজা ওয়ায়েস ক্বরণী (رضي الله عنه) বললেন আমি তাঁর বিলায়ত স্বীকার করলাম এবং তাঁর সামনে গর্দান ঝুঁকালাম এবং তাঁর বিলায়তের সত্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

المنقبة السابعة والعشرون

সাতাশতম মানকাবাত

হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানীর দৃষ্টিতে গাউসে আযমের মর্যাদা :

মক্তুবাতে ইমাম রাব্বানী গ্রন্থে ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (رحمة الله عليه) বলেন যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার দুটা পদ্ধতি তথা পথ রয়েছে, প্রথমত: নবুওয়তের রীতিনীতি। এটা একমাত্র নবীগণের সাথে বিশেষিত যে, কোন অসীলা তথা মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছে যান। আর এ পদ্ধতিটা হুযুর মুহাম্মদ মুস্তফা (صلى الله عليه وسلم) এর উপর সমাপ্ত হয়ে গেলো। কেননা তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। আর দ্বিতীয় পথ হলো বিলায়তের পথ। আর এ পথে গমনকারীগণ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত মধ্যস্থতা সহকারে পৌছে যান। আর এটা আক্বত্বাব, আওতাদ, আব্দাল, নুজাবা এবং সাধারণ ওলীগণের পথ এবং এ পথের মধ্যস্থা হলেন হযরত আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه) এবং এ মর্যাদা তাঁর পবিত্র সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এ স্থানে সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) তাঁর মাথার উপর ছিলেন এবং হযরত সৈয়্যদা তাইয়েবা ত্বাহেরা ফাতেমাতুজ জোহরা (رضي الله عنها) এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (رضي الله عنهما) ও ওই (মর্যাদায়) স্থানে তাঁর সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আর আমার ধারণায় হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে তাঁর জন্মের পূর্বেও এ মর্যাদা অর্জিত ছিলো এবং যে ব্যক্তিকেও এ ফয়েয পৌছে তাকে তাঁরই সত্ত্বার মাধ্যমে পৌছেছে। কেননা সে পবিত্র স্থানের সূচনাও পরিসমাপ্তি এবং সে মর্যাদার কেন্দ্রস্থল তার সাথে ঝুলানো রয়েছে। সুতরাং সৈয়্যদুনা হযরত আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه) যখন ওফাত প্রাপ্ত হলেন তখন এ মর্যাদা ছৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (رضي الله عنه) ও ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه)-কে প্রদান করা হলো। তাদের পরে এ মর্যাদা মহান ইমামগণকে মিলতেছিলো এবং প্রত্যেক ইমাম তাদের স্বীয় যুগে মানুষকে উপকৃত করছিলেন। সুতরাং

এটা তাদের জন্য আশ্রয়ের স্থান ও গৃহ হয়ে রইলো। যখন সুলতানুল আউলিয়া বুরহানুল আসফিয়া গাউসুল আরদ্বও সামা মুহীউদ্দীন আবী মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর যুগ আসলো, তখন এ মহান মর্যাদা তাকে অর্পণ করা হলো এবং তাঁর যুগের সকল ওলী ও কুতুবগণকে তাঁরই মাধ্যমে ফয়েয মিলতে ছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরই মাধ্যমে এ ফয়েয মিলতে থাকবে। সে কথার প্রতি ইংগিত করে তিনি বলেন যে,

اَفَلَتْ شَمُوْسُ الْاَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا

اَبَدًا عَلٰى فَلَكِ الْعُلٰى لاَ تَغْرِبُ

অর্থাৎ- আমার পূর্বের মানুষদের সূর্য ডুবে গেছে এবং আমার সূর্যের উচ্ছতা আসমানের উপর থাকবে এবং কখনও স্তমিত হবেনা।

شَمُوْسٌ হলো شَمْسٌ এর বহুবচন, যার অর্থ হলো সূর্য। এ ছন্দে شَمْسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হেদায়ত ও ঘোষণার ফয়েয সমূহের সূর্য। এবং اَفَلَتْ দ্বারা উল্লেখিত ফয়েযসমূহের কর্তিত হয়ে যাওয়াটা উদ্দেশ্য। তার সাথেও সে বস্তু সম্পর্ক স্থাপন করেছে যা প্রচলনকারীর সাথে অর্থাৎ ওলীগণের ফয়েয পৌছানোর মাধ্যম। মহান আল্লাহ যেন ফয়েয ও বরকতসমূহের বারিপাত বর্ষণ করতে থাকেন এবং এর সাদকায় আমরা উপকৃত হতে থাকি।

المنقبة الثامنة والعشرون

আঠাশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের প্রশংসা :

বর্ণনাকারী বলছেন যে, হাতিম ইবনে আহমদ আহদলী সৈয়্যদুনা গাউসে আযমকে অধিক সম্মান করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন, তাঁর স্মরণ (যিকির) সুশুভিত করতেন, আর তাঁর এত বেশি পরিমাণ গুণাগুণ লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে কেউই তাঁর অগ্রগামী হতে পারেনি এবং তাঁর রচনাবলীতে সৈয়্যদুনা গাউসে আযমের আলোচনা এভাবে করতেন যে, হযরত গাউসে আযম হলেন কুতুবুল আক্বতাব, মাহবুবদের মুকুট, মানুষ ও জিনের শাইখ, মানুষের আশ্রয়স্থল, মহান আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত–

كُنْتُ نَبِيًّا وَّادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

অর্থাৎ- আমি তখনও নবী ছিলাম যখন হযরত আদম (عليه السلام) মাটি ও পানি এর সুক্ষ্ম রহস্যাবলীর সত্যায়নকারী। একত্রীকরণ ও ঐক্যের প্রকাশস্থল, উন্নত সংযতচিত্ততার ধনভাণ্ডার। বিশ্বজগতের মধ্যে কর্তৃত্বকারী। মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার সমূহের স্বীকারকারী আমাদের সরদার ও আক্বা ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো সৈয়্যদ আব্দুল কাদের এবং পিতার নাম ছিলো সৈয়্যদ আবু সালেহ (رحمة الله عليه)।

المنقبة التاسع والعشرون

উনত্রিশতম মানকাবাত

সত্যবাদী ও আরিফগণের ইমাম :

হযরত আহমদ গঞ্জেবখ্শ এবং আহমদগঞ্জে কবীর কুনভী (رحمة الله عليه) হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর প্রশংসায় স্বীয় রচনায় লেখেছেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে জিলানী (رضي الله عنه) এর মহান প্রশংসা বৃক্ষসমূহের পাতাগুলোর চেয়েও বেশি। এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁর উচু মর্যাদার গণনাও করতে পারবে না এবং তাঁর প্রশংসা আয়ত্ত করতেও অক্ষম। তাঁর গুণাবলীসমূহ না কলমসমূহ দ্বারা লেখা যেতে পারে আর না আঙ্গুলসমূহ দ্বারা গণনা করা যেতে পারে। এটা হলো তাঁর চূড়ান্তির শেষ ধাপের অনুগ্রহ যে, তিনি তার কিছু প্রশংসা আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু মাদয়ান শুআইব দুকালী (رحمة الله عليه) বলেন যে, সৈয়্যদুনা হযরত খিজির (আ:)-এর সথে আমার সাক্ষাত হলো, তখন আমি যমীনবাসীর মাশাইখগণ সম্পর্কে জানতে চাইলাম এবং সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সম্পর্কেও জানতে চাইলে প্রতিউত্তরে হযরত খিজির (আ:) বললেন যে, গাউসুল আযম হলেন সিদ্দিকীন ও আরেফীনগণের ইমাম, মা'রেফাতের প্রাণ, ওলীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

المنقبة الثا نية والعشرون

ত্রিশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের সাথে বেআদবীর পরিণতি :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যখন মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে এ ঘোষণা দিলেন যে, "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" তখন পৃথিবীর সকল ওলীগণ তাদের নিজ নিজ গর্দাসমূহ ঝুঁকায়ে দিলেন, কিন্তু স্পেনের একজন ওলীগর্দান ঝুঁকালেন না। যার নাম ছিলো শাইখ সানআন। যখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) কাশফের মাধ্যমে এ সংবাদ জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন আমার একদম শুকরের রাখালের গর্দানের উপরও। কিছুদিন পরে শাইখ সানআন তাঁর মুরীদগণের সাথে বাইতুল্লাহ শরীফের যেয়ারতের জন্য পবিত্র মক্কার পথে রওয়ানা হলেন এবং তার সফরসঙ্গী মুরীদদের মধ্যে শাইখ মাহমুদ মাগরিবী এবং শাইখ ফরীদুদ্দিন আত্তার (رحمة الله عليه)ও ছিলেন, তাঁরা ভ্রমণকালীন সময়ে কাফিরদের একটা জনপদ অতিক্রম করছিলেন, তখন জনপদের একটা অট্টালিকার উপর অতি সুন্দরীও তুলনাহীন একজন মেয়ে বিভিন্ন দিকের দৃশ্য অবলোকন করছিলো, যে মেয়েটা পথ অতিক্রমকারীদেরকে তার একদৃষ্টিতেই ঘায়েল করে নিতো। হঠাৎ তার উপর শাইখ সানআনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই তার সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দেখে বিবেকের জানাযা বের হয়ে গেলো এবং সে মেয়েকে নিজের মন দিয়ে বসলো এমনকি পানাহারও ছেড়ে দিলেন।

সে মেয়ের পিতা একথা জানতে পেরে ভয় পেয়ে গেলো এবং শাইখ সানআনের সাথে তার মেয়ের বিবাহ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিলোনা। তখন সে মেয়ের পিতা শাইখ সানআনকে ডেকে বললো যে, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি হলো এটা যে, যাকে মেয়ে বিবাহ দেয়া হয় তাকে কিছুদিন শুকরের পাল চরাতে হয়, প্রত্যেক দিন শুকরের একটা বাচ্চা মেয়ের পিতাকে এনে দিতে হয়, আর মেয়ের পিতা বিবাহ পর্যন্ত শুকরের মাংস আহার করতে থাকে। আর যখন বিবাহের অনুষ্ঠান হতে থাকে তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়, আর বরের এক হাতে মদ এবং শুকরের মাংস থাকে এবং দ্বিতীয় হাতে কনের হাত ধরে থাকে, এভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যায়।

শাইখ (সানআন) একথাগুলো শুনে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে নিলেন। আর শাইখ সানআন বিবাহ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রতিদিন শুকর চরাতো এবং সন্ধ্যায় একটা শুকর ছানা কাঁধে বহন করে এনে কনের পিতাকে দিতো।

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর শাইখ সানআনকে একহাতে মদ এবং শুকরের মাংস আর অন্য হাতে কনের হাত ধরায়ে দিলো। আর প্রথানুযায়ী শাইখ মদ পান এবং শুকরের মাংস খেতে লাগলেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে শাইখ ফরীদুদ্দিন আত্তার (رحمة الله عليه) দরবারে গাউসিয়ায় উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করলেন যে, হে শাইখ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী আমাদের পীর আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

এ আহ্বান শুনেই শাইখের দেহে কম্পন আরম্ভ হলো, মদের পাত্র এবং শুকরের মাংস হাত থেকে পড়ে গেলো এবং উদাসীনতার আবরণী চক্ষুদ্বয় হতে সরে গেলো। আর শাইখ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের পথে চলে গেলেন। শাইখ ফরীদুদ্দিন আত্তার (رحمة الله عليه) জানতে চাইলেন যে,

আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললেন : সরকারে গাউসুল আযম থেকে আমার বে'আদবী ক্ষমা করাতে যাচ্ছি। শাইখ সানআন যখন বাগদাদে পৌঁছলেন তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করে এবং হাত-পা দ্বয় শিকল দিয়ে বেঁধে স্বীয় মুরীদ সমেত দরবারে গাউসিয়ার চৌকটে দাড়িয়ে গেলেন। এবং বিলাপ ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে সরকারে গাউসুল আযমের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো এবং শাইখের বেআদবী ক্ষমা করে দিলেন, মুখমণ্ডল ধোয়া এবং হাত পাদ্বয়ের শিকল খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শাইখের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সম্ভাষণ হলো- হে আব্দুল কাদের! সে তোমার সাথে বেআদবী করেছিলো, সে কারণে আমি তাকে আমার দরবার হতে বের করে দিয়েছি। সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) দ্বিতীয়বার মহান আল্লাহর দরবারে তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করলেন। মহান আল্লাহর দরবার হতে উত্তর আসলো যে, তার জন্য কারো শাফাআত কবুল করা হবেনা, এ আহ্বান শুনতেই সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) দুনিয়াবী ক্ষমতা হতে হাত গুটিয়ে নিলেন এবং নিবেদন করলেন- হে উভয় জগতের প্রতিপালক! তুমি যখন আমার এবং অন্যান্য ওলীগণের সুপারিশ কবুল করোনি, তাহলে কাল কিয়ামত দিবসে আমার মুরীদ ও ভক্তদের কী অবস্থা হবে?

এজন্য দুনিয়াতে আমি কর্তৃত্ব করা এবং অন্যান্য সকল বিষয়াদি থেকে অব্যাহতি নিলাম এবং তোমার বান্দাগণকে তোমার নিকটই অর্পন করলাম তুমি সর্বজ্ঞ এবং পূর্ব ও পশ্চিম, যমীন ও আকাশমণ্ডল সবকিছুই তোমার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। তখন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে সম্ভাষণ হলো- হে আব্দুল কাদের! তোমার জন্যই আমি তার তাওবা কবুল করলাম এবং তার দোষ ক্ষমা করে দিলাম এবং এটাও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমার মুরীদ এবং ভক্তদেরকে তাওবা ছাড়া মৃত্যু দেবো না এবং তাদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর করা হবে। (والله اعلم)

দ্বিতীয় ঘটনা :

কতেক রচনাবলীতে রয়েছে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যখন সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه)-কে যখন "قد مى هذه على رقبة كل ولى الله" অর্থাৎ "আমার এই কদম (সৃষ্টির) সকল ওলীগণের কাঁধের উপর।" -বলার নির্দেশ হলো তখন গাউসুল আযমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সকল ওলীগণ তাদের স্বীয় গর্দান ঝুঁকায়ে দিলেন। কিন্তু শাইখ সানআন বললেন গাউসে আযম (رضي الله عنه) যেভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হয়েছেন, আমাকেও সে মর্যাদা মিলেছে। এজন্য গর্দান ঝুঁকানো মর্যাদা বিরুদ্ধ। সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে কাশফের মাধ্যমে এ কথা জানা হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, আমার একদম শুকর পালের রাখালের গর্দানের উপরও রয়েছে। অতঃপর শাইখ কয়েকদিন পরে তার চারশত মুরীদ নিয়ে পবিত্র মক্কার যেয়ারতে বের হলেন। তখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর নিয়তিতে শাইখ সানআনের দৃষ্টি একজন ইয়াহুদী মেয়ের উপর পড়লো, আর দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং জীবনের সকল শান্তিও বিলুপ হতে লাগলো, সেই ইয়াহুদী মেয়েটি মদ ব্যবসা করত, সে বললো তুমিও যদি মদ ব্যবসা কর তবে তোমাকে আমি ভালবাসবো নতুবা নয়। শাইখ সে মেয়ের প্রস্তাব আনন্দচিত্তে মেনে নিল এবং মদ ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে গেল।

অতঃপর কিছুদিন পর সে ইয়াহুদী মেয়েটি শাইখকে শুকর চরানোর নির্দেশ দিলে সে তাও মেনে নিল। তখন শাইখের এ অবস্থা দেখে সকল মুরীদ তার প্রতি ঘৃণা করতে লাগল এবং তাকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু শাইখের দুজন সঠিক বিশ্বাসী মুরীদ যথাক্রমে শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (رحمة الله عليه) এবং শাইখ মাহমুদ মাগরিবী (رحمة الله عليه) তাদের বিশ্বাসের স্থল হতে নড়লোনা। বরং তারা বলল যে, এ দুর্দশার প্রজ্জ্বলিত আগুনকে প্রজ্জ্বলনের স্থল হতে শাইখকে রক্ষা করা আবশ্যক। এ দু'জন মুরীদ জানতেন যে, এ

দুর্দশা গাউসে আযমের সাথে অবাধ্যতারই পরিণাম ফল। সুতরাং শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বাগদাদে দরবারে গাউসিয়ায় পৌছলেন এবং সেবা করার সুযোগ খুজলেন কিন্তু কোন সুযোগ মিললনা, শেষ পর্যন্ত বাথরুমের ময়লার টুকরী বহন করে জঙ্গলে ফেলা শুরু করে দিলেন। দরবারের যে সকল মানুষ এ কাজ সম্পন্ন করত, তারা গাউসে পাকের নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমরা এ কাজের খেদমত হতে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তখন তিনি সে সকল খাদেমকে বললেন, তোমার স্থানে কি অন্য কোন দরবেশ এসে গেছেন? তারা বললেন- জি হ্যাঁ! এ কাজটা ওই ব্যক্তি আমাদের থেকে নিয়ে নিয়েছেন।

তখন হুযুর সরকারে গাউসে আযম ওযু করার জন্য উঠলেন। দেখলেন যে এক যুবক তার মাথায় টুকরী বহন করে যাচ্ছিলেন এবং বৃষ্টি ও হচ্ছিল আর ময়লার ফোঁটা তার দেহে গড়িয়ে পড়ছিল। তখন তিনি বললেন- তুমি কে? প্রতিউত্তরে বললেন- হুযুর আমি শাইখ সানআনের মুরীদ। তখন সে যুবকের অবস্থার উপর তাঁর দয়া হলো, বললেন- তুমি কি চাও? নিবেদন করলেন যে, হুযুর আমার যে কামনা রয়েছে, আপনি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। তিনি বললেন- কোন উচ্চ মর্যাদার আকাংখা রয়েছে কী? যুবক বললেন যে, এর চেয়ে অধিক অন্য কোন উচ্চ মর্যাদার আকাংখা নেই, আমার শাইখের অবস্থার উপর আপনি দয়া করে ক্ষমা করে দিন। তখন সরকারে গাউসে আযম (রাঃ) বললেন যাও; তোমার জন্য শাইখ সানআনকে ক্ষমা করে দিলাম। তাঁর এ কথা বলার সাথে সাথেই শাইখ সানআনের চক্ষু হতে উদাসীনতার পর্দা সরে গেলো এবং সে মেয়ের প্রেম ও অন্তর হতে বেরিয়ে গেলো। তিনি পূর্বের সকল অবস্থায় ফিরে আসলেন, এবং খুব দ্রুত সে ইয়াহুদী মেয়ে হতে পৃথক হয়ে গেলেন। কিন্তু সে মেয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে গেলো এবং সে মেয়ের আনুকূল্য চাইলো, কিন্তু শাইখ বললেন যে, তুমি কাফির মেয়ে আর আমি হলাম

মুসলমান বিধায় আমাদের মধ্যে মিলন হতে পারেনা। একথা শুনেই সে মেয়ে এবং তার সকল আত্মীয় মুসলমান হয়ে গেলো এবং শাইখের সহচরত্বে অবস্থান করতে লাগলো।

(নোট : উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয় এ কিতাবের লেখক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন এবং উভয় ঘটনার হুবহু অনুবাদও করে দেয়া হলো। যা হোক এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে– অনুবাদক)

المنقبة الحادية والثلاثون

একত্রিশতম মানকাবাত

আস্তানায়ে গাউসিয়ার চৌকটের চুম্বন এবং ত্রুটি মাফ :

বর্ণিত হয়েছে যে, একজন আবদাল যিনি তাঁর মর্যাদাশীল কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছিলেন, কোন এক ত্রুটির কারণে তার পদমর্যাদা হতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হলো। তখন তিনি সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) সমীপে উপস্থিত হলেন এবং স্বীয় কপাল তাঁর (বিদ্যালয়) মাদ্‌রাসার মাটির উপর স্থাপন করে কান্না করতে লাগলেন, এখনো মুখ দিয়ে তাওবার বাক্য বের হয়নি যে, অদৃশ্য হতে আওয়াজ দেয়া হলো যে, হে অমুক ব্যক্তি তুমি আমার প্রিয় বান্দার দ্বারে কপাল স্থাপন করেছ, বিধায় আমি তার সাদকায় তোমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং পূর্বের চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় তোমাকে অধিষ্টিত করলাম। সুতরাং আমার মাহবুবের খেদমতে গিয়ে আমার এ মহান অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। তখন তিনি মাদ্‌রাসার ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তি এবং মাশাইখগণের সাথে বসে রয়েছেন, তখন তিনি গাউসে পাকের নিকট ত্রুটি মার্জনা হওয়া এবং উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়ার উপর মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثانية والثلاثون

বত্রিশতম মানকাবাত

জিনদের অন্তরে গাউসুল আযমের সম্মান :

বর্ণিত হয়েছে যে, বাগদাদের জ্ঞানীগণের মধ্য থেকে একজন ধর্মীয় জ্ঞানী জুমার দিনে তাঁর শিষ্যদের সাথে কবর যেয়ারতের জন্য কবরস্থানে গমন করলেন। পথিমধ্যে তিনি একটা কালো সাপ দেখে মেরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে ধুলাবালি তাকে ঢেকে নিলো এবং শিষ্যদের দৃষ্টি হতে গোপন হয়ে গেলো। আর তাঁর শিষ্যগণ শিক্ষকের নিখোঁজ হওয়াতে চিন্তান্বিত হয়ে গেল । কিছুক্ষণ পরে দেখলো যে, শিক্ষক উন্নত পোষাক পরিধান করে আসছিলেন, শিষ্যগণ ব্যাপার কি জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, আমার উপর যখন ধুলা-বালি ছেয়ে গিয়েছিলো, তখন একদল জিন আমাকে উঠায়ে একটা দ্বীপে নিয়ে গেলো, অতঃপর সাগরে ডুব দিয়ে তাদের দলপতির নিকট নিয়ে গেলো, আর আমি তখন দেখলাম যে, জিনের দলপতি হাতে একটা উলঙ্গ তরবারি নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে, তার সম্মুখে একজন যুবকের লাশ পড়ে রয়েছে, যার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে দলপতি আমার পরিচয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, এটা কে? বলা হলো- ইনিই হলেন এ যুবকের হত্যাকারী। এ কথা শুনেই দলপতি ক্রোধান্বিত হলো এবং বলতে লাগলো তুমি তাকে অন্যায়ভাবে কেন হত্যা করেছো? যেখানে সে তোমার কোন ক্ষতিই করেনি। তখন আমি বললাম যে, এ যুবককে আমি হত্যা করিনি। আপনার শিষ্যগণ আমার উপর মিথ্যা অভিযোগ উত্তাপন করছে। তখন তারা দলপতিকে বললো- তার হত্যাকারী হওয়ার প্রমাণ হলো এ যে, তার হাতে থাকা লাঠিতে রক্ত লাগানো রয়েছে। দলপতি যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি বললাম- আমার লাঠিতে যে রক্ত লাগানো রয়েছে তা হলো একটা সাপের রক্ত যেটাকে আমি হত্যা করেছি। তখন দলপতি

বললো যে, হে মুর্খ! তুমি যেটাকে হত্যা করেছো, সে সাপ আমারই সন্তান ছিলো, জ্ঞানী লোকটি বলল যে, এ লোকটা হত্যাকারী হওয়ার স্বীকারোক্তি করছে, বিধায় তাকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করুন। তখন বিচারক আমার হত্যার রায় প্রকাশ করে দিলো। জিনের দলপতি তরবারী নিয়ে আমার উপর প্রহার করতে উদ্যোত হলো আর আমি মনে মনে কুতুবুল আক্তাব শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه)-কে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করলাম, তখনই একজন উজ্জ্বল ব্যক্তির প্রকাশ হলো এবং দলপতিকে বললো যে, এ জ্ঞানী ব্যক্তিকে হত্যা করবেনা, কেননা এ লোকটা সুলতানুল আউলিয়া শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এরই মুরীদ। যদি হুযুর গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এ লোকটা সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে কী উত্তর দেবে। তখন জিনের দলপতি সরকারে গাউসে পাকের নাম শুনামাত্রই হাত থেকে তরবারী ফেলে দিলো এবং আমাকে বললো যে, হযরত গাউসুল আযমের প্রতি আমার অন্তরে যে সম্মান রয়েছে, সেটার উসিলায় আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। এখন তুমি এ নিহতের জানাযার নামায পড়াও এবং তাঁর ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো। অতঃপর দলপতি আমাকে এ পোষাক পরায়ে জিনদের সাথে আমাকে বিদায় করে দিলো। যারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারাই আমাকে এখানে এনে ছেড়ে দিয়ে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثالثة والثلاثون

তেত্রিশতম মানকাবাত

মাদ্‌রাসার ঘাস খাওয়া এবং পানি পান করার কারণে তাউন (প্লেগ) রোগ হতে মুক্তি লাভ :

বর্ণনায় রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যুগে বাগদাদ নগরীতে তাউন তথা প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দিলো এবং প্রতিদিন হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। তখন বাগদাদবাসীগণ তাঁর নিকট প্লেগ রোগের ব্যাপারে অভিযোগ করলে, তিনি বললেন প্লেগ রোগে আক্রান্তদেরকে আমার মাদ্‌রাসার ঘাস কেটে খাওয়ানো হোক, তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় তারা সুস্থতা ফিরে পাবে এবং প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবও চলে যেতে থাকবে। তখন বাগদাদবাসীগণ তাঁর নির্দেশ পালন করলেন, আর মহান আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে সুস্থ করে দিলেন। এবং প্লেগ রোগও চলে যেতে লাগলো। তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত লোকের আধিক্য দেখে বললেন যে, যারা আমার মাদ্‌রাসার এক ফোঁটা পানিও পান করবে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাকেও সুস্থ করে দেবেন।

তখন মানুষ মাদ্‌রাসার পানি পান করলো আর সকল অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেলো। আর রোগও ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগলো। এরপরে বাগদাদে দ্বিতীয়বার আর প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়নি।

المنقبة الثا نية والعشرون

চৌত্রিশতম মানকাবাত

গাউসুল আযমের بقابالنبی এর মর্যাদা ছিলো :

বর্ণনায় এসেছে যে, একদিন হুযুর গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাঁর আপন গৃহে গমন করলেন এবং তাঁর ছেলে সৈয়্যদ আব্দুল জব্বার (رضي الله عنه) তাঁর সাথে সাথে আসছিলেন, কিন্তু সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) গৃহে পৌছার পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঘরে পৌছেই সৈয়্যদ আব্দুল জব্বার (رضي الله عنه) তাঁর মায়ের কাছে বললেন যে, গৃহের দ্বার পর্যন্ত আমার সম্মানিত পিতা তো আমার সাথে সাথে ছিলেন কিন্তু আমি তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখিনি। তাঁর আম্মাজান বললেন যে, তিনিতো পনের দিন পর্যন্ত ঘরে আগমনই করেননি। তখন একথা শুনেই তিনি ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। আর অর্ধরাত পর্যন্ত দরজা কক্ষের বাইরে আদব সহকারে দাড়িয়ে রইলেন। অর্ধরাত পরে হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) কক্ষের দরজা খুলে বললেন যে, প্রিয় বৎস! সবসময় তোমার ধারণা এটাই যে, আমার গৃহে আসাটা ভালো নয়। তোমার ধারণা যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে তো সন্তান জন্মলাভ ও বংশের ধারাবাহিকতাই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মূলকথা হলো এটা যে, মূলত: আমি কক্ষের দিকেই আসি এবং মানুষও আমাকে আমার গৃহে আসতেও দেখছে, যেমন তুমিও দেখেছো। তাঁর সন্তান একথা শুনে আনন্দিত হলেন।

তখন সৈয়্যদ আব্দুল জব্বার (رضي الله عنه) নিবেদন করলেন যে, সরকারে দো'আলম নুরুন্নবী (صلى الله عليه وسلم) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়াদানের জন্য বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন যমীন পবিত্র পায়খানা মোবারক গিলে ফেলতেন। এবং তাঁর পবিত্র ঘাম মোবারক আতরের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় ছিলো এবং তাঁর পবিত্র শরীরে কখনও মাছি বসতনা। এটা

ছিলো সরকারে দো'আলম নুরের নবী (صلى الله عليه وسلم) এর বিশেষত্ব। কিন্তু আমি আপনার মধ্যেও এ বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি। তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললেন- প্রিয় বৎস আব্দুল জব্বার! আমি সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) এর পবিত্র সত্ত্বায় ফানা তথা বিলীন হয়ে গেছি। এবং بقابالنبی এর মর্যাদা আমার লাভ হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন যে, আল্লাহর শপথ! এ অস্তিত্ব আমার নানা সৈয়্যদুল আম্বিয়া (صلى الله عليه وسلم) এরই অস্তিত্ব, এটা আব্দুল কাদের জিলার অস্তিত্ব নয়। ছেলে পুনরায় আবেদন করলেন যে, হুযুর নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) এর উপর মেঘমালা ছায়া প্রদান করত। কিন্তু আপনার মধ্যে এ বিষয়টা নেই। (অর্থাৎ আপনার উপর মেঘ ছায়াদান করেন না কেন?) বললেন এজন্য যে, যাতে লোকজন আমাকে আবার নবী বলে না দেয়।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الخامسة والثلاثون

পয়ত্রিশতম মানকাবাত

গাউসুল আযমের (রীতিনীতি) অভ্যাসমূহ :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর ছয়শত পঞ্চাশজন ছাত্র ও শিষ্য ছিলো। যারা তাঁর কাছ থেকে কুরআন ও হাদিসসহ অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতেন। যে শিক্ষার্থীর নিকট কলম থাকতোনা তাকে কলম দান করতেন এবং যারা তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আসতেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে সিলসিলা মুবারক লিখে দিতেন। আর যখন অযুভঙ্গ হয়ে যেত তাহলে স্নান করতেন। একদা তার ডায়রিয়া হয়ে গেল যার জন্য তাকে বায়ান্নাবার শৌচাগারে যেতে হলো, তখন তিনি প্রতিবার শৌচাগার হতে বের হয়ে স্নান করতেন। কথিত আছে যে, তিনি তাঁর খাদেম, দরবেশ ও ফকিরদের জন্য পানাহার সামগ্রী বাজার হতে বহন করে নিয়ে আসতে আসতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি সরকারে দো'আলমের সুন্নাতের উপর আমল করে নিজে বাজারে যেতেন এবং পানাহার সামগ্রী ক্রয় করে বহন করে নিয়ে আসতেন। আর তিনি যখন সবার সাথে একত্রে ভ্রমণে যেতেন, তখন যে স্থানে অবস্থান করতেন সেখানে তিনি নিজেই আটা পেষন করতেন এবং রুটি রান্না করে দরবেশগণকে আহার করাতেন।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতেন তাদের সম্মান ও সমীহ এবং নম্র ব্যবহার করতেন। এবং তিনি অধিকাংশ সময় মাংস ভক্ষণ করা ছেড়ে দিতেন। একদা তার সাতজন ছেলে অর্ধ দেরহাম করে নিয়ে এসে বললেন, আমাদেরকে বাজার হতে কিছু আহার সামগ্রী ক্রয় করে এনে দিন, তখন তিনি বাজারে গিয়ে প্রত্যেক ছেলের জন্য আহার সামগ্রী ক্রয় করে এনেদিলেন। তাঁর থেকে প্রত্যেহ কারামতের প্রকাশ হতো কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতেন এবং বলতেন যে ব্যক্তি তাঁর

কারামত প্রকাশ করবে সে দুনিয়ার সম্মান প্রত্যাশী, তবে হাঁ যদি তা প্রকাশের মধ্যে কোন রহস্য থাকে তাহলে কোন দোষ নেই। আর তিনি বলতেন যে, আমার সন্তান বা কোন খলিফার মধ্য হতে কেউ আমার খিরকা পরিধান করলো এবং কারামত প্রকাশের স্তরে পৌঁছে স্বীয় উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা প্রকাশ করে দিলো তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার মুখ কালো হয়ে গেল।

একদা তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যিনি সৈয়্যদ ইয়াহিয়া (رضي الله عنه) মাতা ছিলেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি স্বয়ং নিজেই আটা পেষন করলেন এবং খমির তৈরি করে রুটি বানালেন এবং তিনি নিজেই পানির পাত্র ভর্তি করে নিয়ে আসলেন। গাউসুল আযম (رضي الله عنه) প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন এবং সূরা মুজ্জামেল বা সূরা আর্-রাহমান তেলাওয়াত করতেন। আর যখন সূরা ইখলাস শরীফ পড়তেন তখন এক হাজার বারের চেয়ে কম পড়তেন না। এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার পূর্ণ কুরআন মজিদের তেলাওয়াত করতেন। আর প্রত্যেক রাতে ছয়শত ষাটবার اربعين এর যিকর করতেন। এবং দিনেও সে পরিমাণ যিকর করতেন। আসর এবং তাহাজ্জুদের নামাযের পরে দু'আয়ে সাইফী পাঠ করতেন। সালাতে কুবরা এবং মহান আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ এবং সরকারে দোআলম (صلى الله عليه وسلم) এর পবিত্র নামসমূহ ও একহাজার বার পাঠ করতেন।

তাওহীদ কী?

তাঁর মুরীদগণ একদা তার নিকট জানতে চাইলেন যে, হুযুর তাওহীদ কাকে বলে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন যে, তাওহীদকে তাওহীদের স্তরে রাখা, যে, মানুষ না তা মুখে বলে আর না অন্তরে চিন্তা করে, না চক্ষুযোগল দিয়ে দেখে আর নাইবা কান দিয়ে শুনে এটাই হল তাওহীদ। অবশিষ্ট সব হল লালসা ও কামনা।

المنقبة السادسة والثلاثون

চত্রিশতম মানকাবাত

একজন দুশ্চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি হতে মহিলাকে মুক্ত করা :

বর্ণিত হয়েছে যে, বাগদাদের একজন সুন্দরী মহিলা সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه)-এর ভক্ত ছিলো। একজন দুশ্চরিত্র লোক তার প্রতি আসক্ত ছিলো, একদিন সে মহিলা তার কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে গমন করল, আর সে লোকটাও একথা জানতে পেরে সে মহিলার পিছু নিল এবং সুযোগ পেয়ে মহিলাটির সম্ভ্রমহানী করতে উদ্যত হল, আর মহিলাটি যখন স্বীয় সম্মান রক্ষা করার কোন উপায় দেখল না তখন সে মহিলা তার দুঃখের সময় সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে এভাবে আহ্বান করল–

اَلْغِيَاثُ يَاغَوثُ الْاَعْظَمْ اَلْغِيَاثُ يَاغَوْثُ الثَّقَلَيْنِ – اَلْغِيَاثُ يَاشَيْخ مُحِىُّ الدِّيْنِ اَلْغِيَاثُ يَاسَيِّدِىْ عَبْدِ الْقَادِرُ–

আর তখন সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাঁর মাদ্‌রাসায় অযু করছিলেন এবং তাঁর পায়ে খড়ম (জোতা) ছিলো, তিনি সে খড়ম খুলে পাহাড়ের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এখনও সে ব্যক্তি তার পাপকর্মে সফল হয়নি যে, সে খড়ম (জোতা) তার মাথায় আঘাত করতে লাগল। আর এভাবে সে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর সে মহিলা দরবারে গাউসিয়ায় উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা মজলিশে উপস্থিতদের সামনে বর্ণনা করল।

المنقبة السابعة والثلاثون

সাইত্রিশতম মানকাবাত

এক ব্যবসায়ীর উট হারিয়ে যাওয়া :

বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যবসায়ী অন্য এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাল উটের উপর চিনি বোঝাই করে ভিন্ন এক শহরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল যে, পথিমধ্যে রাতের বেলায় সে ব্যবসায়ীর উট হারিয়ে গেল, অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল না, সে খুব চিন্তিত হল। আর সে ব্যবসায়ী সরকার গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর মুরীদ এবং ভক্ত ছিল। সে উচ্চস্বরে গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে আহ্বান করল যে, يَا سَيِّدِىْ عَبْدُ الْقَادِرِ غَابَتْ جَمَالِىْ مَعَ اَحْمَالِهَا – হে গাউসুল আযম (رضي الله عنه)! আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করুন! আমার উট মালামাল সহ হারিয়ে গেছে। তাঁর এ আহ্বানের পরে দেখলেন যে, একজন সাদা পোষাক পরিহিত বুজুর্গ ব্যক্তি পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকছেন। পাহাড়ের উপর যখন গেলেন, সে বুজুর্গ ব্যক্তি তো অদৃশ্য হয়ে গেলেন কিন্তু তার মালামাল সহ হারিয়ে যাওয়া উট ওখানেই দাড়ানো ছিলো।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثا منة والثلاثرن

আটত্রিশতম মানকাবাত

গাউসুল আযমের বদান্যতায় দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণ বিলায়ত মিলল :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যুগে এক ব্যক্তি বিলায়তের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিলায়ত ছিনিয়ে নেয়া হল। তিনি অনেক ওলীগণের নিকট গিয়ে তাদের মাধ্যমে দো'আ করালেন কিন্তু কোন লাভ হল না। আর সকল ওলীগণ তাকে বললেন- তোমার জন্য আমাদের দো'আ কবুল হচ্ছেনা, এজন্য তুমি সুলতানুল আউলিয়া সৈয়্যদুনা গাউসুল আযমের নিকট গিয়ে আবেদন কর যে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্য দো'আ করবেন। তখন তিনি হুযুর গাউসুল আযম সমীপে গেলেন আর তিনি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দোআ করলেন। তখন অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল যে, অনেক ওলী তার জন্য দো'আ করেছেন কিন্তু আমি কবুল করিনি। তুমিও তাঁর জন্য দো'আ করবে না।

তখন এ আওয়াজ শুনেই তিনি তাঁর জায়নামায উঠায়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। এখনও প্রথম পদক্ষেপ উঠালেন তখন অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল যে, হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার মাহবুব এজন্য তোমার জন্য তাকে এবং তার মত হাজার ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম। দ্বিতীয় পদক্ষেপে আওয়াজ আসল যে, হে আব্দুল কাদের! আমি তাকে এবং তার মত দুই হাজার ব্যক্তিকে ক্ষমা করলাম। আর তৃতীয় পদক্ষেপে আবার অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল যে, হে আব্দুল কাদের! তাকে এবং তার মত তিন হাজার ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে বিলায়তের উচ্চ মর্যাদা দান করলাম। এ আহ্বান শুনে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) খুব খুশি হলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এভাবে সে ওলীকে তাঁর বদৌলতে দ্বিতীয় বার বিলায়তের মর্যাদা মিলে গেল।

المنقبة التاسعة والثلاثون

ঊনচল্লিশতম মানকাবাত

একই দিনে সত্তর ঘরে রোযার ইফতার করা :

বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা রমযান মাসের দিনগুলোতে সত্তরজন ব্যক্তি কল্যাণ লাভের জন্য রোযার ইফতার করার পৃথক পৃথক দাওয়াত দিলেন। আর তিনি সবার দাওয়াত কবুল করলেন এবং কথামত একই সময়ে প্রত্যেক ঘরে গিয়ে রোযার ইফতার করলেন। আর অন্যদিকে তাঁর নিজ ঘরেও উপস্থিত ছিলেন। যখন এ সংবাদ বাগদাদ নগরীতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁর একজন খাদেমের মনে এ ধারণা আসল যে, সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) তো আপন ঘরেই উপস্থিত ছিলেন, তাহলে এতগুলো ঘরে গিয়ে একই সময়ে সবার সাথে কিভাবে ইফতার করলেন? তখন সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) তাঁর সে খাদেমের মনের কথা জানতে পেরে বললেন যে, এটাই হল সত্য কথা যে, আমি সবার দাওয়াত কবুল করেছি এবং সবার ঘরে ইফতার করেছি।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الا ربعون

চল্লিশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের হাতে বিলায়তের বণ্টন :

শাহ হাশেম (رحمة الله عليه) তাঁর গ্রন্থে লেখেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তিকে বিলায়তের মর্যাদা দান করতে চান, তখন নির্দেশ দেন যে, তাকে আমার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (صلى الله عليه وسلم) এর সমীপে পেশ কর। আর যখন সে হুযুর নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) সমীপে উপস্থিত হয়। তখন সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) বলেন যে, তাঁকে আমার নাতি আব্দুল কাদের এর নিকট নিয়ে যাও যাতে সে জানতে পারে যে, এ ব্যক্তি বিলায়তের মর্যাদার যোগ্য কিনা, সে যদি বিলায়তের পদমর্যাদার যোগ্য হয় তাহলে দপ্তরে মুহাম্মদী (صلى الله عليه وسلم) এ তার নাম লিখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়।

অতঃপর তাকে সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) সমীপে উপস্থিত করা হয় তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর সত্যতার উপর হুযুর নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) এর নির্দেশনামা জারি হয়। অতঃপর তাকে পোষাক প্রদান করা হয়, যা হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর হাতে দেয়া হয়, আর সে তা পরিধান করে। অতঃপর সে ব্যক্তি অদৃশ্য জগত এবং সাক্ষ্য জগতে গৃহিত হয়ে যায়।

মোটকথা হল এ যে, কিয়ামত পর্যন্ত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এ পদে অধিষ্টিত থাকবেন। এবং এ পদ একমাত্র তাঁর জন্য বিশেষিত রয়েছে এবং প্রত্যেক যুগে গাউস, কুতুব, আবদাল, বরং সকল ওলীগণ তাঁর দ্বারাই উপকৃত হতে থাকেন।

المنقبة الحادية والاربعون

একচল্লিশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের হাম্বলী মাযহাবের জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ানো :

বর্ণিত হয়েছে যে, একদা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর অন্তরে মাযহাব পরিবর্তনের ধারণা তৈরি হল। তখন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) এবং সাথে অধিকহারে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) ও উপস্থিত ছিলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (رضي الله عنه) তাঁর দাঁড়ি মোবারক ধরে সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) এর নিকট নিবেদন করছেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (صلى الله عليه وسلم)! আপনার নাতি আব্দুল কাদেরকে বলুন যে, এ বৃদ্ধের প্রতি যেন সমর্থনকরে, তখন সরকারে দো'আলম (صلى الله عليه وسلم) মৃদু হেসে বললেন, হে আব্দুল কাদের! এ বুযুর্গ ব্যক্তির আবেদন কবুল কর। তখন হুযুর (صلى الله عليه وسلم) এর নির্দেশ পালনার্থে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) ফযরের নামায হাম্বলী মাযহাবের জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। আর সেদিন জামাত সহকারে নামায আদায় করার জন্য ইমাম ছাড়া দ্বিতীয় কোন মুক্তাদিও ছিলোনা। কিন্তু তাঁর আগমনের সাথে সাথেই এত অধিক পরিমাণ লোকের ভীড় হলো যে পা রাখার জায়গাও ছিলোনা। বর্ণনাকারী বলছেন যে, সেদিন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যদি হাম্বলী মাযহাবের জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে নামায না পড়াতেন তাহলে হাম্বলী মাযহাবের কোন অনুসরণকারীও হতোনা।

এবং বাহজাতুল আসরারে লিখা রয়েছে যে, একদা সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) একদল ওলীগণের সাথে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌছার পর

লোকজন দেখতে পেল যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (رضي الله عنه) তাঁর স্বীয় সমাধি হতে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর হাতে একটা জামাও ছিলো আর সেটা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে প্রদান করলেন এবং মুসাফাহা করে বললেন সৈয়্যদ আব্দুল কাদের একমাত্র আপনিই হলেন শরীয়ত ও তরীকত এবং হালাল ইলম সম্পর্কে জ্ঞাত এক ব্যক্তি।

nnipedia.blogspot.com
nni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثانية والاربعون

বেয়াল্লিশতম মানকাবাত

ইমাম আযমের সাথে গাউসুল আযমের কথোপকথান :

বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (رضي الله عنه) আধ্যাত্মিকভাবে গাউসুল আযমের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন যে, আপনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব কেন পছন্দ করলেন? অথচ আমি আপনার পরদাদা হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম জাফর সাদেক (رضي الله عنه) এর দুবৎসর খেদমত করেছি এবং ফয়েয লাভ করেছি এবং এ বাক্য আমিও বলেছিলাম যে,

لَوْلاَ السَّنَتَا لَهَلَكَ النُّعْمَان

অর্থাৎ- যদি আমার জীবনের দু'বৎসর আমি জাফর সাদেক (رضي الله عنه)-এর থেকে ফয়েয লাভ না করতাম তাহলে আমি নোমান বিনাশ হয়ে যেতাম।

তখন সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এ কথা শুনে বললেন যে, এটার দুটি কারণ রয়েছে- (১) প্রথম কারণ হলো এটা যে, হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণকারী লোকের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এটি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। (২) দ্বিতীয় কারণ হলো এটা যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (رضي الله عنه) হলেন মিসকীন তথা সর্বহারা ব্যক্তি আর আমিও হলাম সর্বহারা। এবং আমার নানা হুযুর নবী করীম (ﷺ) ও মহান আল্লাহর দরবারে সর্বহারার প্রার্থনা করেছিলেন।

সুতরাং সরকারে দো'আলম (ﷺ) এ প্রার্থনা করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ–

অর্থাৎ- হে আল্লাহ আমাকে সর্বহারা অবস্থায় জীবিত রাখ এবং সর্বহারা অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং সর্বহারাদের সাথে আমাকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত কর।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الثا لثة والار بعون

তেতাল্লিশতম মানকাবাত

শাইখ আহমদ গঞ্জে বখ্শ-এর মাথায় গাউসিয়ার পাগড়ি :

বর্ণিত হয়েছে যে, শাইখ আহমদ গঞ্জে বখ্শ (رحمة الله عليه) তাঁর পীর ও মুর্শিদ শাইখ আবু ইসহাক মাগরিবীর (رحمة الله عليه) খেদমতে অবস্থান করতেন। একদা তিনি অযু করার সময় অন্তরে ধারণা হল যে, কাদেরীয়া তরীকা সকল তরীকা সমূহ হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং অধিকাংশ মানুষ কাদেরীয়া তরীকার প্রতি ভালবাসা রাখেন এবং বিশেষ ও সর্বসাধারণগণ এ সিলসিলার সাথেই সম্পর্কিত। তখন শাইখ আবু ইসহাক মাগরিবী (رحمة الله عليه) কাশফের মাধ্যমে এটা জানতে পারলেন। আর তখন তিনি বললেন, হে আহমদ তুমি কি গাউসুল আযমের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত রয়েছো? নিবেদন করলেন যে, না। কিন্তু আপনার নিকট হতে গাউসের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাই। তখন শাইখ আবু ইসহাক মাগরিবী (رحمة الله عليه) বললেন, গাউসের বারটি গুণাবলী রয়েছে, যদি সকল নদীসমূহ লেখার কালি হয়ে যায় এবং বৃক্ষসমূহ কলম হয়ে যায়। ফেরেস্তাগণ এবং মানুষ ও জিনসমূহ লিখতে চায়, তাহলে গাউসের সামান্যতম গুণাবলীও লিখতে পারবেনা। যখন শাইখ আহমদ গঞ্জে বখ্শ তাঁর প্রিয় মুর্শিদের নিকট একথা শুনলেন তখন অধৈর্য্য হয়ে গেলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন যে, গাউস হলেন মহান আল্লাহর বান্দাগণের সর্দার। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁরই আঁচলে মৃত্যুবরণ করব। অতঃপর শাইখ আহমদ বাগদাদের দিকে যাত্রা করলেন যখন আজমীর শরীফের নিকটতম একটা পর্বতের উপর পৌছলেন, যার তলদেশে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে অযু করে নামায আদায় করলেন এবং জলধারার নিকটেই শুয়ে পড়লেন। তখন তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেল। দেখলেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) মুকুট এবং সবুজ পাগড়ি নিয়ে আগমন করছেন, আর আমি

দেখামাত্র হযরত গাউসুল আযমের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হলাম এবং তাকে দর্শন করে ধন্য হলাম ও ভদ্রতা সহকারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আমার কাছে আস, আমি তাঁর নিকটতম হলাম, তখন আমার মাথায় মুকুট এবং তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সবুজ পাগড়ি বেঁধে দিলেন। আর বললেন প্রিয় বৎস মুহাম্মদ তুমি হলে মহান আল্লাহর বীর পুরুষগণের মধ্যে একজন। আর তিনি একথা বলে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শাইখ আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, আমি চোখ খুলে দেখলাম যে, আমার মাথায় মুকুট এবং পাগড়ি বিদ্যমান রয়েছে। তখন আমি এর উপর মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। অতঃপর আমি আমার পীর ও মুর্শিদ শাইখে তরিকত আবু ইসহাক মাগরিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট ফিরে আসলাম। আর তখন আমার মধ্যে অস্বাভাবিক উন্নতি তৈরি হতে লাগল। যখন মুর্শিদের নিকট পৌছলাম তখন আমার পীর ও মুর্শিদ আমার এ অবস্থা দেখে আনন্দিত হলেন এবং বললেন যে, আহমদ! এ মুকুট এবং পাগড়ি তোমার জন্য সৌভাগ্য। পূর্বে তুমি কোন মাধ্যমে ফয়েযপ্রাপ্ত হতে, এখন সরাসরি ফয়েযপ্রাপ্ত আর তুমি কাদেরীয়া সিলসিলা ও ফয়েযে গাউসিয়া দ্বারা মনোনীত হয়ে গেছ, তোমার মর্যাদা ওলীগণের মধ্যে সুউচ্চ হয়ে গেল। অতঃপর তাঁর পীর ও মুর্শিদ শাইখে তরিকত মুকুট এবং পাগড়ি মাথার উপর বরকতস্বরূপ রেখে দিলেন এবং মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে বললেন- হে আহমদ! গাউসে পাক তোমাকে বিশেষগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

কাঠের স্তুপ বাতাসে উড়া :

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার পীর শাইখ আবু ইসহাক মাগরিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট আরয করলেন যে, হে জনাব! আমাকে পাহাড় হতে কাঠ সংগ্রহ করে আনার অনুমতি দিন, যেভাবে আমি পূর্বের দরবেশগণকে

লংগরের খাবার পাকানোর জন্য নিয়ে আসতাম। তখন শাইখ বললেন : হে আহমদ এখন এ কাজটা তোমার যোগ্য নয়, কিন্তু শাইখ আহমদ বারংবার অনুনয় করাতে তিনি অনুমতি দিয়েদিলেন, সুতরাং তিনি পাহাড়ের দিকে চলা আরম্ভ করলেন, কাঠসমূহ একত্রিত করলেন এবং বোঝা বেঁধে মাথার উপর বহন করার ইচ্ছা পোষণই করলেন যে, হঠাৎ কাঠের বোঝা বাতাসে উড়তে লাগল এবং তাঁর মাথা হতে এক গজ ওপরে ছিল, তিনি যখন পথ চলতেন, তখন কাঠের বোঝাও উপরে উপরে চলত, আর যখন এভাবে তাঁর মুর্শিদের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন যে, হে আহমদ! যে মাথার উপর গাউসুল আযম (রাঃ) এর পাগড়ি ও মুকুট রেখেছ সে মাথার উপর কাঠের কি শক্তি রয়েছে যে, মাথার উপর অবস্থান করবে। কেননা গাউসুল আযম (রাঃ) যখন কোন মাথায় পাগড়ি রাখেন তখন বৃক্ষ ও কংকর গাউসে আযমের সম্মানার্থে স্বয়ং নিজেই উঠে যেত। এসব কিছু মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে আরও বললেন, হে আহমদ! ভবিষ্যতে এমন কোন কাজ করবেনা, তখন শাইখ আহমদ তাঁর মুর্শিদের উপদেশ মেনে নিলেন। আর শাইখ আবু ইসহাক মাগরিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটাও বলেছেন যে, গাউসে আযম (রাঃ) তোমাকে আল্লাহর ওলীগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন এবং তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছ।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة الرابعة والاربعون

চুয়াল্লিশতম মানকাবাত

এক দৃষ্টিতে সাতশত পুরুষ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে গেল :

বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-কে সাতশত পুরুষ এবং সাত শত নারীকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি ওই সকল পুরুষ ও নারীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্রিত করে তাদের উপর তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিলেন, তখন তাদের অন্তরগুলো আল্লাহর নূর দ্বারা দীপ্তিময় হয়ে গেল এবং তাঁর দৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল।

المنقبة الخامسة والاربعون

পঁয়তাল্লিশতম মানকাবাত

রাসূলে করীম (ﷺ) এর সম্মান প্রদান :

জামেউল উলুম গ্রন্থে লেখা রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) একদিন মিম্বরের উপর বসে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, মানুষকে সরলপথ ও হেদায়তের সম্মান দিয়ে উপকৃত করছিলেন যে, হঠাৎ তার বক্তব্য বন্ধ করে মিম্বর হতে নীচের ধাপে নেমে আসলেন এবং হাত বেঁধে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পরে নিজ স্থানে বসে গেলেন এবং আলোচনা শুরু করলেন।

সভার আলোচনা শেষে মানুষ জানতে চাইলেন যে, হুযুর! এ কি ব্যাপার যে, আপনি আদবসহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন? তাদের উত্তরে সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) বললেন যে, তখন সরকারে দো'আলম (ﷺ) তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং মিম্বরের উপর বসে গেলেন, এজন্য তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আর তিনি যখন চলে যেতে লাগলেন তখন আমাকে আপন স্থানে বসায়ে বললেন যে, আব্দুল কাদের! বক্তব্য প্রদান কর।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المنقبة السادسة والاربعون

ছেচল্লিশতম মানকাবাত

মন্দ বিশ্বাসের শাস্তি :

মুন্তাখাবু জাওয়াহেরুল কালাইদ গ্রন্থে লেখা রয়েছে যে, একদিন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর নিকট এক মহিলা এসে একজন পুত্র সন্তানের জন্য দো'আ চাইলেন। তখন তিনি মুরাকাবার মাধ্যমে লৌহে মাহফুয পর্যবেক্ষণ করলেন কিন্তু তাতে তাঁর ভাগ্যে কোন সন্তান ছিলনা। হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে মহিলার জন্য দু'জন পুত্র সন্তানের আবেদন করলেন, তখন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আওয়াজ আসল যে, লৌহে মাহফুযে তার ভাগ্যে একজন পুত্র সন্তানও নেই, হে আব্দুল কাদের তুমি তার জন্য দু'জন পুত্র সন্তান চাচ্ছ। তিনি আবারও প্রার্থনা করলেন এবং এবার তিনজন পুত্র সন্তানের জন্য আবেদন করলেন, কিন্তু ওই একই উত্তর মিলল। তিনি চারজন পুত্র সন্তানের নিবেদন করলেন, কিন্তু না সূচক উত্তর মিলল। এভাবে, গাউসে আযম (رضي الله عنه) আল্লাহ তা'আলার নিকট সাতজন পুত্র সন্তানের জন্য আবেদন করলেন, আওয়াজ আসল যে, এত অধিক সন্তানের জন্য আবেদন করোনা আমি সে মহিলাকে সাতজন পুত্র সন্তান দান করলাম। তখন তিনি সে মহিলাকে সাতজন পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ শুনালেন এবং সাথে কিছু মাটি খাওয়ার জন্য দিলেন। সে মহিলা সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর প্রতি বিশ্বাসী ছিল, বিধায় সে মাটিকে তাবিজ বানিয়ে গলায় পরিধান করল।

মহান রাব্বুল আলামীন সে মহিলাকে সাতজন পুত্র সন্তান দান করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সে মহিলার অন্তরে মন্দ বিশ্বাস জন্ম নিল, আর বলতে লাগল এ যে, মাটি আমার গলায় পরিধান করেছি, তার কি

উপকার রয়েছে, সুতরাং তা গলা থেকে বের করে ফেলে দাও। এখনও এমন ধারণা হচ্ছিল যে, হঠাৎ তার সকল সন্তান মারা গেল।

তখন সে মহিলা বিলাপ করতে করতে দরবারে গাউসিয়ায় উপস্থিত হল এবং আবেদন করল যে, হুযুর আমাকে সাহায্য করুন। তিনি সে মহিলাকে বললেন- এখন তোমার এ বিলাপ মূল্যহীন। তবে দ্বিতীয় এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, সরকারে গাউসে আযমের নিকট যখন সে মহিলা ফরিয়াদ করল এবং মন্দ বিশ্বাসের জন্য তাওবা করল, তখন তিনি বললেন যে, তুমি ঘরে ফিরে যাও, যে মানষে তুমি আমার কাছে এসেছ ঠিক সেভাবে তোমার সন্তানদেরকে ঘরে জীবিত পাবে। আর যখন ঘরে গেল তখন সন্তানদেরকে জীবিত পেয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল।

المنقبة السا بعة والاربعون

সাতচল্লিশতম মানকাবাত

ফেরেস্তা, মানুষ এবং জিন জাতির শাইখ :

বর্ণনায় রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা হযরত সুলায়মান (আ:) এর যুগে জিন এবং শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। একদিন হযরত সোলায়মান (আ:) এর অন্তরে ধারণা হল যে, আমার যুগে জিন মানুষদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, অথচ এরা সবাই আমার অনুসারী ও অধিনস্থ। আমার পরে আগত মহান আল্লাহর সৃষ্টির কি অবস্থা হবে।

হযরত সোলায়মান (আ:) এখনও সে চিন্তা ও ধারণায় ছিলেন যে, অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল, হে সোলায়মান! শেষ যুগে এ জগতে নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি করব। এবং সে সত্ত্বার উপরই নবুওয়তের দ্বার বন্ধ করব। আর তাঁরই বংশে এক ব্যক্তি সৃষ্টি হবে। যার নাম হবে আব্দুল কাদের। আর সকল জিন ও শয়তান তার অধীনস্থ এবং গোলাম হবে এবং তারই বাধ্যতায় জীবন অতিবাহিত করবে। হযরত সুলায়মান (আ:) একথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। আর জিনও শয়তানদেরকে পাকড়াও করে শিকল দিয়ে বেঁধে নদী এবং সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। আরও বললেন যে, শেষ যুগে তাদের এ শিকল খুলবে এবং এরা সবাই গাউসে আযমের অধীনস্থ ও আনুগত্যকারী হবে। এবং তাঁর বাধ্যতায় থাকবে। গৃহের মধ্যে সন্তানগণ এদের কারণে ভয় পাবে। কেননা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সকল মানব জিন এবং ফেরেস্তাদের শাইখ। সুতরাং ফেরেস্তা এবং জিন তার খলিফা এবং বিশ্বাসী এবং অনুগত হয়ে থাকবে।

المنقبة الثا منة والاربعون

আটচল্লিশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের প্রতি ভালবাসা ক্ষমার মাধ্যম :

বর্ণনায় রয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযমের একজন মুরীদ ছিল, যে তাঁর প্রতি অধিক ভালবাসা পোষন করত। সে যখন মারা গেল তখন কবরে মুনকির ও নকীর ফেরেস্তাদ্বয় প্রশ্ন করতে আসলেন। তারা প্রশ্ন করলেন- وَمَارَبُّكَ وَمَا نَبِيُّكَ وَمَادِيْنُكَ – তোমার রব, তোমার নবী এবং তোমার দ্বীন (ধর্ম) কী? তখন সে বলল, আমি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের ছাড়া কাউকে চিনিনা। তখন মুনকির ও নকীর ফেরেস্তাদ্বয় হতভম্ব হয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা সমীপে নিবেদন করলেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক- তুমি জান যে, তোমার বান্দা কি বলছে, তখন মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে, তাকে শাস্তি দাও। তখন ফেরেস্তাদ্বয় তাকে শাস্তি দিতে আসলেন, আর তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) অদৃশ্য হতে প্রকাশ হয়ে মুনকির ও নকীরকে বললেন যে, এ বান্দা আল্লাহ তা'আলা এবং তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর দ্বীন কি তা জানেনা, আর সে শুধু আমাকেই ভালবাসে ও আমাকেই চেনে। সে একমাত্র আমারই অনুসরণ করেছে। আর তোমরা এ ব্যক্তি হতে জিজ্ঞেস করছ আমি সে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানি, আর তার পক্ষ হয়ে আমিই তার উত্তর দিচ্ছি, সুতরাং আমার জন্য তাকে ছেড়ে দাও এবং শাস্তি দিওনা। তখন ফেরেস্তাদ্বয় আবার মহান আল্লাহ তা'আলা সমীপে আরয করলেন- হে মহান প্রতিপালক! তুমি জান যে, সৃষ্টির মধ্যে যিনি তোমার প্রিয় যার নাম হল সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম, সে বলছে যে, এ ব্যক্তিকে শাস্তি দিওনা। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তারপরও শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন, নির্দেশ পেয়ে ফেরেস্তাদ্বয় যখন শাস্তি দিতে লাগল, তখন গাউসুল

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আযম (رضي الله عنه) ফেরেস্তাদ্বয়ের হাত হতে হাতুড়ি নিয়ে নিলেন এবং ফেরেস্তাদ্বয়কে বললেন যে, এ ব্যক্তির কাছে যেয়োনা, কেননা এ মুহূর্তে আমার ভিতরে মহান আল্লাহর প্রেমের আগুন জ্বলছে, যা বিবেক ও অনুমান হতে অনেক দূরে এবং সমিচীন ও উপযুক্ত হল এটাই যে, তোমরা তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। নতুবা আল্লাহর প্রেমের আগুন দিয়ে জান্নাত ও দোযখকে জ্বালিয়ে দেব। তখন মুনকির নকীরকে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ হল যে, আমি সে ব্যক্তিকে গাউসে পাকের বদান্যতায় মাফ এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।

ফায়েদা : মৌলভী আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দি হযরত গাউসে আযম (رضي الله عنه) সম্পর্কে এমন একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একজন ধোপা হযরত গাউসে আযমের কাপড় ধৌত করত। সে যখন মারা গেল তখন কবরে ফেরেস্তাদ্বয় প্রশ্ন করল যে, তোমার প্রভু কে? তোমার দ্বীন কি? এবং তোমার নবী কে? সবপ্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, আমি হলাম সরকারে গাউসুল আযমের ধোপা। ফেরেস্তাদ্বয় মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরয করলেন যে, দয়ালু আল্লাহ! এ লোকটা বলছে যে, আমি হলাম গাউসে আযমের দোপা। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন- আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১]

[১] দেওবন্দি ওহাবী থানভীর প্রিয় ঘটনাবলী (হযরত থানভীকে পছন্দীদাহ ওয়াকেআত)

المنقبة الثا سعة والاربعون

ঊনপঞ্চাশতম মানকাবাত

গাউসে আযমের মুরীদগণের মর্যাদা :

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) হতে একবার তাঁর মুরীদদের মর্যাদা এবং মকাম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন যে, আমার انڈہ হাজার انڈوں-র সমকক্ষ এবং چوزوں এর তো কোন মূল্যই হতে পারে না। এখানে দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই সকল মুরীদ যারা এখন তাঁর তরীকতের পথে পা রেখেছেন এবং چوزوں দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল মুরীদ যারা তরীকতের পথে কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন এবং যারা মহান আল্লাহর যিকর দ্বারা তাদের স্বীয় অন্তরকে আলোকিত করেছেন এবং মুহূর্তও মহান আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন হয়নি।

وضاحت বিস্তারিত ব্যাখ্যা :

হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর উদ্দেশ্য হল এটা যে, যে আমার সর্বনিম্নস্তরের মুরীদ, সে অন্যান্য মাশাইখগণের হাজার মুরীদের সমকক্ষ। এবং যে মধ্যম স্তরের মুরীদ তার তো কোন সমকক্ষই নেই। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ যখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর নিম্ন ও মধ্যমস্তরের মুরীদের যদি এ মর্যাদা হয় তাহলে আপনার তরীকতের সিলসিলার মধ্যে কামিল মুরীদগণের মর্যাদা ও স্তর তো বিবেচনা হতেও দূরে।

দারুল জাওয়াহের কিতাবে শাইখ আবুল ফরজ ইবনে জাওযী (رحمة الله عليه) শাইখ আলী ইবনে হাইতি (رحمة الله عليه) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর মুরীদের চেয়ে সৌভাগ্যবান অন্য কোন শাইখের মুরীদদের নেই।

শাইখ বক্বা ইবনে বতু (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমি আপনার মুরীদগণকে ওলীগণের মাহফিলে এভাবে দেখেছি যে, তাদের কপালসমূহ হতে নূর দ্বীপ্তিময় হচ্ছিল।

এক ব্যক্তি হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) হতে তাঁর (নেক) পূণ্যবান এবং গুনাহগার মুরীদদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, পূণ্যবান মুরীদগণ হল আমার এবং আমি হলাম গুনাহগার মুরীদদের জন্য।

শাইখ আদি বিন মুসাফির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন যে, আমি সকল মহান মাশাইখগণের মুরীদগণকে খেলাফতের পোষাক পরিধান করতে পারব কিন্তু সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যেকোনও মুরীদকে খেলাফতের পোষাক পরিধান করাতে পারবনা। কেননা গাউসে পাক এবং আমার উপমা হল সমুদ্র এবং নদীর মত।

মুক্তিলাভের ওয়াযিফা :

'তুহফাতুস সিয়র' নামক কিতাবে সৈয়্যদ জালাল বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেছেন যে ব্যক্তির উপর জিনের দল হতে যে কোন জিন ভর করে তাহলে তার কর্ণে–

يَاحَضْرَتْ اَلشَّيْخْ قُطْبُ الْعَالَمْ مُحِيْ الدِّيْنِ وَالدِّيْنَ اَلسَّيِّدِ عَبْدُ الْقَادِرْ اَلْكِيْلَانِيْ۔

– পাঠ করে ফুঁক দেয়া হলে সে জিন দূর হয়ে যাবে। যদি কাফিরের দল ইসলামী রাষ্ট্রে হামলা করে বা কাউকে চোর ডাকাতদের ভয় হয় তাহলে ভূমি হতে কালো মাটি উঠায়ে তাতে গাউসুল আযমের নাম পড়ে কাফিরের দল বা ডাকাতদের দিকে নিক্ষেপ করবে, যেমন হযরত গাউসুল

আযম (رضي الله عنه) বলেছেন যে, সে মাটি শত্রু এবং ডাকাত দলের চক্ষুসমূহে নিক্ষেপ করলে তারা অন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি দুর্দশায় পতিত হয় আর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযমের অসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুর্দশাকে সহজ করে দেবেন। এবং স্বাচ্ছন্দ্য নসীব হবে।

আরও বলেছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর খিরকা (তরীকতের পোষাক) পরিধান করল, তাহলে সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সকল দুঃখ কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে গেল। কেননা সরকারে গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাঁর স্বীয় মুরীদ ও ভক্তদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষ প্রার্থনা করেছেন, কেননা তিনি হলেন দুনিয়ার কুতুব, এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রার্থনাও কবুল হয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি :

বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হুযুর আজকে আপনার কোন বদান্যতা দেখিনি। তখন এ কথা শুনেই তিনি নগর হতে একশত চল্লিশজন পাপিষ্ট ও দুশ্চরিত্র মানুষকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। আর যখন সে সব মানুষ আসল, তখন তিনি সত্তরজনকে ডান পার্শ্বে এবং সত্তরজনকে বামপার্শ্বে দাড়ানোর নির্দেশ দিলেন, আর তিনি উভয় দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখনই মুহূর্তের মধ্যে গাউসিয়ার দৃষ্টির প্রভাবে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে গেল। তখন ওই ব্যক্তিকে তিনি বললেন- তুমি কী আজকে আমার বাদন্যতা দেখেছ?

المنقبة الخمسون

পঞ্চাশতম মানকাবাত

মহান আল্লাহর সত্তরবার প্রতিশ্রুতি :

হযরত শাইখ নজিবুদ্দীন আব্দুল কাদের সোহরাওয়ার্দী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন যে, একদিন আমি হযরত হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর নিকটে ছিলাম এবং সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ)ও তখন উপস্থিত ছিলেন। গাউসুল আযম (রাঃ) এমন কয়েকটা কথা বললেন যা শুনে শাইখ হাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন- হে আব্দুল কাদের (রাঃ)! তুমি এমন আশ্চর্যজনক কথা বলেছ, তুমি কি মহান আল্লাহকে ভয় করনা? যাতে এমন না হয় যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সে মর্যাদা এবং মকাম হতে নীচে না ফেলে দেয়।

তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) তাঁর স্বীয় হাত হযরত হাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বক্ষের উপর রাখলেন এবং বললেন- আপনার অন্তরের চোখ দিয়ে দেখুন যে, আমার হাতে কি লেখা রয়েছে। তখন শাইখ হাম্মাদ মুরাকাবা করে দেখলেন। আর তিনি বক্ষ হতে হাত উঠায়ে নিলেন, তখন শাইখ হাম্মাদ বলতে লাগলেন যে, আমি এটা লেখা দেখেছি যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে সত্তর বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তোমাকে বিলায়তের মর্যাদা হতে অপসারণ করবেন না। অতঃপর শাইখ হাম্মাদ বললেন- হে আব্দুল কাদের! তোমার কোন ভয় নেই। একথা তিনি দুবার বললেন–

ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ–

অর্থাৎ- এটা হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ তা'আলা অধিক অনুগ্রহশীল।[১]

১ বাহজাতুল আসরার।

المنقبة الحادية والخمسون

একান্নতম মানকাবাত

গাউসিয়তের প্রকৃষ্টতা সমূহ :

বর্ণিত হয়েছে যে, শাইখ সাদকা বাগদাদী কয়েক বাক্যটি বললেন যা প্রকাশ্যত শরীয়ত বিরুদ্ধ ছিল। তখন সে যুগের খলিফাকে সে বাক্যগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। খলিফা সে বাক্য শুনে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে যেন বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। সুতরাং শাইখকে বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা হলে শাইখের মাথা হতে পাগড়ী খুলে ফেলা হল আর এ দৃশ্য দেখে শাইখের মুরীদগণ চিৎকার করতে লাগল, তখন যে ব্যক্তি তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করল তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল এবং বিচারকের অন্তরে মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় ঢেলে দিল এবং মন্ত্রির প্রতি ভক্তি জমে গেল এবং খলিফাও ভয় পেয়ে গেল। সুতরাং খলিফা বিচারককে তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুতরাং শাইখ সাদকা মুক্তি পেয়ে দরবারে গাউসিয়া উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, মশাইখগণ এবং অনেক মানুষ সৈয়্যদুনা গাউসে আযমের ওয়ায শুনার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। আর শাইখ সদকাও উপস্থিতগণের মাঝে বসে গেলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করলেন আর নাইবা কোন ক্বারীকে কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন আর না কিছু বললেন। যদিওবা তিনি চুপচাপ বসে রইলেন কিন্তু উপস্থিতগণের উপর আন্তরিক প্রেম ও উম্মত্ততার অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন শাইখ সদকা মনে মনে ভাবলেন যে, গাউসে পাক না কুরআন পাঠের নির্দেশ দিলেন আর নাইবা কোন কথা বললেন, তাহলে উপস্থিতগণের মধ্যে এ উম্মত্ততা কিভাবে হল? তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) শাইখ সদকার মনের কথা জানতে পেরে শাইখকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আমার একজন মুরীদ বায়তুল

মুক্বাদ্দাস হতে কয়েক মুহুর্তের মধ্যে এখানে পৌঁছেছে আর সে আমার হাতে তাওবা করেছে, আর এ সকল লোকজন তাঁর আতিথিয়েতায় রয়েছে।

তখন শাইখ সদকা আবার মনে মনে ভাবলেন যে, যে ব্যক্তি এক মুহুর্তের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হতে এখানে পৌঁছতে পারে তার তাওবা করার কী প্রয়োজন রয়েছে। তখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) তার দিকে ফিরে বললেন যে, হে সদকা! এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে আর বাতাসে উড়বেনা বলে তাওবা করতেছে। আর সে ব্যক্তির কামনা হল যে, আমি তাকে মহান আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার পথ দেখাই।

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) আরও বললেন- আমার তরবারী প্রসিদ্ধ এবং আমার ধনুক তাক করা রয়েছে এবং আমার তীর নিশানার উপর লাগানো রয়েছে। আমার বর্শা সর্বদা প্রোথিত থাকে এবং আমার ঘোড়ায় গদি আঁটা থাকে, আমি হলাম মহান আল্লাহ তা'আলার প্রজ্জ্বলিত আগুন, আমি হলাম পরিস্থিতি (অবস্থাদি) মোচনকারী, কুলহীন সমুদ্র, আমি হলাম সময়ের দলীল। আমি অপরিচিতদের মধ্যে কথা বলি এবং সকল বিপদ আপদ হতে সুরক্ষিত। হে সর্বদা রোযাপালনকারীগণ! হে রাত জেগে উপাসনাকারীগণ! পাহাড়ে অবস্থানকারীগণ! তোমাদের পাহাড় টুকরো টুকরো (খন্ড বিখন্ড) হয়ে যাবে। হে গীর্জায় অবস্থানকারীগণ! তোমাদের গীর্জা ধসে পড়বে। মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি ধাবিত হও। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি। হে মহান আল্লাহর বান্দাগণ! হে বাহাদুর! হে আবদালগণ! হে যুবকগণ! আস সাগরের গভীর জল হতে আপন হিসসা লাভ কর। হে আল্লাহ! তুমি মহান তুমি এক, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বশক্তিমান এবং মহামহিম। আর আমি হলাম তুচ্ছ, নগণ্য এবং অভাবী, তুমিই হলে প্রকৃত উপাস্য। আর রাতে দিনে সত্তরবার আমার দিকে এ আওয়াজ আসে, যে হে আব্দুল কাদের! তোমাকে আমি নির্বাচিত করেছি, সুতরাং আমার সামনে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর, আমাকে বলা হয় হে আব্দুল কাদের! চাও, যা চাইবে দেয়া হবে।

আর আমাকে বলা হয় যে, হে আব্দুল কাদের! তোমার উপর আমার যে দাবী রয়েছে, তা আদায়ের সাথে সাথে যা চাও খাও এবং পান কর, আর আমি তোমাকে ধ্বংস ও বিনাশ হতে সুরক্ষিত করে দিলাম।

বৎসর, মাস ও সপ্তাহের সালাম করা :

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) মানুষের সামনে বাতাসে উড়তেন এবং বলতেন যে, সূর্য যখন উদিত হয় তখন আমাকে সালাম করে, আর বৎসর (সাল) যখন আসে, আমাকে সালাম করে, আর যা কিছু এই বৎসরে ঘটমান তা আমাকে অবহিত করে, এভাবে মাস, সপ্তাহ এবং দিন আমার কাছে এসে সালাম করে, আর যা কিছু ঘটমান তা আমাকে জানিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর শপথ! পূণ্যবান এবং পাপীদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়, আর আমার দৃষ্টি সর্বদা লৌহে মাহফুযকে দেখতে থাকে। আর আমি মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং দর্শনের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে রয়েছি। মানুষের উপর আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ স্বরূপ। আমি হলাম দয়ালু রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর প্রতিনিধি এবং মুহাম্মদী প্রকৃষ্টতাসমূহের উত্তরাধিকারী।[১]

সবার শেখ :

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাঁর আপন মাদ্‌রাসায় মিম্বরের উপর বসে বলতেন যে, প্রত্যেক ওলী কারো না কারো আদর্শের উপর হয়, আর আমি হলাম আমার নানা অর্থাৎ নবীগণের ইমাম (صلى الله عليه وسلم) এর আদর্শের উপর। তিনি যেখান হতে কদম উঠায়েছেন আমি সেখানে আমার কদম রেখেছি কিন্তু নবুয়তের কদমের জায়গায় কদম রাখা যাবে না। কেননা এ স্থান নবীদের জন্য বিশেষিত। তিনি আরও বলতেন যে, মানুষের মশাইখ রয়েছে, জিন এবং ফেরেস্তাদেরও মশাইখ রয়েছে কিন্তু আমি হলাম সকলের শাইখ।

১ বাহজাতুল আসরার।

মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত :

তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর সন্তানদেরকে বললেন যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। আমার পরে তোমরা আমাকে কারো উপর এবং কউকে আমার উপর তুলনা করবেনা, এবং তাঁর ছেলে সৈয়্যদ আব্দুল জব্বার (رضي الله عنه)-কে বললেন, প্রত্যেক অবস্থায় তুমি আমার উপর ফানা হয়ে যাবে, তাহলে তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

মকামে গাউসিয়া :

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বলতেন যে, আমার মকাম সৃষ্টির বিষয়াবলী এবং তোমাদের বিবেক হতে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহর ওলীগণ যখন আলমে কুদরতে পৌছে তখন দাড়িয়ে যায়। কিন্তু আমি যখন সে স্থানে পৌছলাম তখন আমার জন্য একটা জানালা খোলা হল, যা দিয়ে আমি অতিক্রম করে হক্বকে হক্বের সাথে মোকাবিলা করেছি। কেননা পুরুষ হলেন তিনিই যিনি তাক্‌দীরের মোকাবিলা করেন না।

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি :

সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) বলেন যে, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হল সে যে আমাকে দেখেছে, বা আমাকে প্রত্যক্ষকারীকে দেখেছে, বা আমাকে দর্শনকারীর দর্শনকারীকে দেখেছে। এবং হতভাগা হল সে ব্যক্তি যে আমাকে দেখেনি। সুতরাং তিনি মিম্বরের উপর বসে বলতেন যে, হে যমীন ও আসমানে অবস্থানকারীরা! তোমরা যখন মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে তাহলে আমার অসিলা দিয়ে প্রার্থনা কর। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ - আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন যা তোমরা জান না। আর আমিও তাদের মধ্যে যা তোমরা জাননা। হে পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থানকারী মানুষ! আমার নিকট আস এবং মারেফাতের জ্ঞান

লাভ কর। হে ইরাকের অধিবাসীরা আমার কাছে অবস্থাদি এমন রয়েছে যেমন গৃহে ঝুলানো কাপড়, যা তুমি সেভাবে চাও পরিধান করে নাও এবং নিরাপত্তা গ্রহণ কর। নতুবা আমার সৈন্যদের নিয়ে তোমাদের সাথে এভাবে মোকাবিলা করব, যার সাথে তোমরা মোকাবিলা করতে পারবে না।

কালামে গাউসিয়া :

গাউসে আযম (রাঃ) বলেন যে, হে যুবকগণ! এক হাজার বৎসর পর্যন্ত মারেফাতের মধ্যে চল, যাতে তুমি আমার বক্তব্য বুঝার যোগ্য হয়ে যাও। হে যুবক! বিলায়তের স্তর রয়েছে, আর আমার মজলিশে বিলায়তের পোষাক সমূহের কুঁড়ে ঘর বিস্তৃত হয়ে পড়ে রয়েছে এবং মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিতে এমন কিছু সৃষ্টি করেন নি যা আমার মজলিশে হাজির হয়না। এমনকি নবী ও ওলীগণও জীবিত শরীরের সাথে এবং মৃতরা তাদের আপন রুহের সাথে উপস্থিত হয়।

হে যুবক! কবরে যখন তোমাদের নিকট মুনকির নকীর ফেরেস্তাদ্বয় আসবে, তাদের থেকে আমার অবস্থাদি জিজ্ঞেস করবে, তাঁরা তোমাকে বলবে। সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন, যা মানুষের বোধগম্যের উর্ধ্বে, তাহলে বলতেন যদিওবা একথা তোমাদের বুঝে আসেনি কিন্তু অবশ্যই বল যে, আমি সত্য বলছি। কেননা আমি সত্য কথা বলি, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আমি যা কিছু বলি তা মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই বলি এবং মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাকে দান করা হয় আর আমি তা বন্টন করি।

আল্লাহর তরবারি :

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) বলেন, পূণ্য এবং মন্দের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর উপর যিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা ইসলামী দণ্ড বিধান বিচক্ষণের উপর বর্তায় এবং আমার কথা বা আমাকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করবেনা, কেননা এটা তোমাদের জন্য প্রকাশ্যত হত্যাকারী এবং ইহকাল ও পরকালের ক্ষতির কারণ। আর আমি হলাম তরবারি, মহান আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের সাথে লড়াইকারী। মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাবধান করছেন। যদি মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিবন্ধক না হত তাহলে তোমাদের পানাহার এবং গৃহে যা কিছু গোপন করে রাখছ তা জানিয়ে দিতাম। তোমরা আমার সামনে আয়নার মত। তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব আমি প্রত্যক্ষ করছি, আর যদি শরীয়তের লক্ষ্য না হত তাহলে হযরত ইউসুফ (আ:) এর সুরাপাত্র আপন মুলতত্ত্ব বলে দিত। কিন্তু মারেফাতের জ্ঞান আমাকে সুক্ষ্ম রহস্য প্রকাশের অনুমোদন দেয় না।

المنقبة الثا نية والخمسون

বায়ান্নতম মানকাবাত

সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর থুথু মোবারকের বরকত সমূহ :

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) ১৬ই শাওয়াল ৫২১ হিজরী মঙ্গলবার জোহরের নামাযের পূর্বে সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তখন হুযুর (ﷺ) বললেন, বৎস আব্দুল কাদের! তুমি ওয়াজ কেন করছনা। আমি নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমি হলাম অনারব এবং বাগদাদের বাগ্মী ও বিশুদ্ধভাষী মানুষের সামনে ওয়াজ করার সাহস নেই, তখন সরকারে দো'আলম বললেন- তোমার মুখ খোল, আমি মুখ খুললাম তিনি আমার মুখে সাতবার থু থু মোবারক দিলেন এবং বললেন, সৃষ্টির প্রতি ওয়াজ কর এবং তাদেরকে হেদায়তের পথ দেখাও।

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বলেন, আমি জোহরের নামায আদায় করলাম তখন আমার সামনে একটা সমুদ্রের মত প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল, তাদের সামনে ওয়াজ করার সময় আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমি ওলীগণের ইমাম মুশকিল কোশা সৈয়্যদুনা হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে আমার সামনে দাড়ানো দেখতে পেলাম। তিনি বললেন- বৎস আব্দুল কাদের! তুমি ওয়াজ কেন করছ না? তখন আমি বললাম যে, আমার ভাষা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, মুখ খোল! আমি মুখ খুললে তিনি আমার মুখে ছয়বার থু থু দিলেন, তখন আমি বললাম যে, আপনি সাতবার কেন থু থু দেননি। তিনি বললেন যে, সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর প্রতি সম্মানের কারণে, একথা বলে তিনি আমার সম্মুখ হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সুতরাং আমি এভাবে ওয়াজ করা আরম্ভ করলাম-

غَوَاصُ الْفِكْرِ يَغُوْصُ فِيْ بَحْرِ الْقَلْبِ عَلَى دُرَدِ الْمَعَارِفِ فَيَسْتَخْرِجُهَا اِلَى سَاحِلِ الصَّدْرِ فَيُنَادِيْ عَلَيْهَا سِمْسَارُ تَرْجُمَانِ اللِّسَانِ وَتَشْتَرِى بِنَفَائِسَ أَثْمَانٍ حُسْنِ الطَّاعِةِ فِيْ بُيُوتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ-

চিন্তার ডুবুরী অন্তরের সমুদ্রে মা'রেফাতের মুক্তার সন্ধানে ডুব দেয় এবং সমুদ্র বক্ষের উপকূলের দিকে বের করে নিয়ে আসে তখন তার উপর রসনার ব্যাখ্যাতা স্বর উঁচু করে এবং উত্তম আনুগত্যের উত্তমরূপে সম্পূর্ণ করণের মাধ্যমে ক্রয় করে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ - লোকজন বলল যে, এটা হল সৈয়্যদুনা গাউসুল আযমের প্রথম বাক্য যা তিনি বাগদাদে লোকজনের সামনে মিম্বরের উপর বসে ঘোষণা করেছেন।[১]

[১] বাহজাতুল আসরার।

المنقبة الثا لثةوالخمسون

তিপ্পান্নতম মানকাবাত

বিলায়তের ঝান্ডা :

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত শাইখ হাম্মাদ দাব্বাস (قدس سره) এর মজলিশে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর আলোচনা হল। সে সময় সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যুবক ছিলেন। হযরত শাইখ হাম্মাদ দাব্বাস (قدس سره) বললেন– আমি গাউসুল আযমের মাথার উপর দুটা (ঝান্ডা) পতাকা দেখেছি যা তাঁর জন্য ভূমির নিম্নভাগ হতে আধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্বে পর্যন্ত দাড় করানো হয়েছে। আর আমি ধরনীর সর্বোচ্চ সীমায় দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাকে তাঁর "অন্তরঙ্গ বন্ধু"র (صِدِّيْق) উপাধি দ্বারা আহ্বান করছে।

আরেফীনগণের সর্দার :

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) যুবকাবস্থায় শাইখ হাম্মাদ দাব্বাস (قدس سره) সমীপে উপস্থিত হলে, শাইখ হাম্মাদ দাব্বাস (قدس سره) তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মোলাকাত করলেন আর বললেন– مَرْحَبًا بِالْجَبَلِ رَاسِخْ এবং উঁচু ভূমির সাথে যা আপন স্থান হতে নড়াচড়া করে না। অতঃপর তার নিকটে বসায়ে প্রশ্ন করলেন যে,

হাদিস এবং কালামের মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রতিউত্তরে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললেন যে, হাদিস হল সেটা যার উত্তর দিয়ে আপনি সৌখিন হবেন, এবং কালাম হল সেটা যার সম্ভাষণ দিয়ে আপনার কামনাকে বাঁধা দিবে। মহান নবীগণ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বান করার সময় মানুষের স্বাভাবিক গুণে যে প্রাকৃতিক চাপ তৈরি হয়, সেটা ইহজগত ও পরজগতের আমলগুলো হতে ভারী। এটা শুনে শাইখ হাম্মাদ (قدس سره) বললেন যে, আপনি আপনার যুগের আরেফীনগণের সর্দার।

المنقبة الرابعة والخمسون

চুয়ান্নতম মানকাবাত

ভূনা মুরগী জীবিত হয়ে গেল : বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর নিকট এসে আরয করলেন যে, হুযুর! এ সন্তানকে লালন-পালন ও শিক্ষার ভার আপনার দায়িত্বে অর্পণ করলাম। আপনি আমার এ ছেলেকে কঠোর সাধনার শিক্ষা দেবেন। সে ছেলে কঠোর সাধনা এবং মুজাহেদা করা শুরু করে দিল। কয়েকদিন পরে সে মহিলা সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, তার ছেলে অত্যান্ত দুর্বল ও ক্ষীণকায় হলে পড়েছে এবং তার সামনে যবের রুটির টুকরা পড়ে রয়েছে। সে মহিলা যখন সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) সমীপে গেল তখন তিনি ভুনাকৃত মুরগী আহার করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে বলতে লাগল যে, এ কি ব্যাপার, আপনি তো আহার করছেন ভুনাকৃত মুরগী এবং আমার ছেলে যবের শুকনা রুটি? আর এ খাদ্য খাবার কারণে আমার ছেলে কতইনা দুর্বল হয়ে গেল। একথা শুনে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে ভোজনকৃত মুরগীর হাড় একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। জমাকৃত হাড্ডিসমূহকে তিনি বললেন, আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও। তখন সে ভুনাকৃত মুরগী জীবিত হয়ে গেল। অতঃপর সে মহিলাকে বললেন যে, তুমি কি চাও যে, তোমার (সন্তান) ছেলেও এ স্তর লাভ করুক? আর তোমার ছেলে যখন এ মর্যাদা লাভ করবে তখন সে যাইচ্ছা আহার করবে। এ কথা শুনে সে মহিলা নিবেদন করলেন যে, হুযুর! আমি আমার অন্তর হতে আমার ছেলের ভালবাসা বের করে দিলাম, এখন হতে এ সন্তান আপনারই দায়িত্বে রইল, এটা সে জানে এবং আপনি জানেন।

المنقبة الخامسة والخمسون

পঞ্চান্নতম মানকাবাত

উন্নতজাতের চল্লিশটি ঘোড়া ক্রয় করা :

বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি সৈয়্যদুনা গাউসে জিলানী কুতুবে রাব্বানী (رضي الله عنه)-এর বিলায়ত এবং গাউসিয়তের আলোচনা শুনে তার অন্তরে গাউসে পাকের সাথে সাক্ষাতের তীব্র বাসনা তৈরি হল, সুতরাং এ বাসনায় ভ্রমণ করতে করতে বাগদাদে পৌছে গেল, সে পথে চলল যে পথে তাঁর ঘোড়াগুলোর ঘর ছিল, তার দৃষ্টি পড়ল ঘোড়াগুলোর উপর, যার মধ্যে উন্নত জাতের চল্লিশটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের খুঁটিতে বাঁধা ছিল, যাদের উপর রেশমের ঝুঁড়ি পড়েছিল। এসব দৃশ্য দেখার পরে তার মনে ধারণা হল যে, আল্লাহর ওলীগণ তো দুনিয়া প্রত্যাশী হয় না, আর এযে সরঞ্জামাদি আমি এখানে দেখতে পেলাম, এসব তো বড় বড় বাদশাহ ও শাসকগণের ও নসীব হয় না। এসব কিছু হল দুনিয়ার ভালবাসার প্রমাণ। সুতরাং সে মন্দ ধারণা পোষণ করে দরবারে গাউসিয়ায় অবস্থান না করে অন্য এক ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করল। অতঃপর সে ব্যক্তি কিছুদিন পরে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেল, আর চিকিৎসকগণও তার চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন চিকিৎসকগণ বললেন তার রোগের চিকিৎসা হল এটা যে, অমুক বংশের উন্নত চল্লিশটা ঘোড়ার সন্ধান করা হোক এবং সেগুলোর কলিজা তাকে খাওয়ানো হোক, এ কথা শুনে লোকজন বলল যে, এ প্রজাতির ঘোড়া একমাত্র সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) এর কাছেই রয়েছে, অন্য স্থানে সন্ধান করা অর্থহীন।

অতঃপর লোকজন বলল যে, আমরা সরকারে গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর সমীপে ঘোড়াগুলোর জন্য আবেদন পেশ করব, আর আশা করলাম যে, আমাদেরকে শূন্য হাতে তিনি ফেরৎ দেবেন না এবং তাঁর বদান্যতার ব্যাপারটাও বাগদাদে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সুতরাং লোকজন তাঁর নিকট

উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, আমাদের এমন উন্নত জাতের ঘোড়ার প্রয়োজন যা শুধু আপনার নিকটই রয়েছে। তখন তিনি বললেন যে, তাদেরকে একটা ঘোড়া দেয়া হোক। দ্বিতীয় দিন তারা আবার আসলে তিনি আবারও বললেন, তাদেরকে একটা ঘোড়া দেয়া হোক, মোট কথা হল যে, তারা প্রতিদিন আসতেন এবং একটা করে ঘোড়া নিয়ে যেতেন। সুতরাং রোগী যখন চল্লিশটা ঘোড়ার কলিজা খাওয়ার পরে সুস্থ হয়ে গেল। আর মহান আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন। তখন সে ব্যক্তি সৈয়্যদুনা গাউসে আযমের দরবারে হাজির হল। সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) তাকে দেখে বললেন যে, এ ঘোড়াগুলো একমাত্র তোমার জন্যই কিনেছিলাম। আর এটা এজন্য যে, তুমি যখন আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভালভাসা ও তীব্র বাসনা পোষণ করে ঘর হতে বের হয়েছিলে এবং সফরও শুরু করেছিলে, তখনই আমি জেনে গেলাম যে, তুমি দুরারোগ্য ব্যাধিতে পতিত হবে। আর তোমার সে রোগের চিকিৎসার জন্য চল্লিশটা উন্নত জাতের ঘোড়ার প্রয়োজন হবে, সুতরাং শুধু তোমার জন্য আমি এ ঘোড়াগুলো কিনেছিলাম। আর যখন তুমি আমার ঘোড়ার ঘরের দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলে তখন সে ঘোড়ার খুঁটি এবং রেশমের ঝুড়ি দেখে মন্দ ধারণা পোষণকারী হয়ে গিয়েছিলে। আর আমার নিকট আসার পরিবর্তে তুমি অন্য একস্থানে অবস্থান করেছ। সুতরাং তাকদীরে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। একথা শুনে সে ব্যক্তি তাওবা করল এবং ক্ষমাপ্রার্থী হল এবং তাঁর খাঁটি ভক্ত হয়ে গেল। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, রৌপ্যের খুঁটি এবং রেশমের ঝুলি তার চিকিৎসার বিনময়স্বরূপ চিকিৎসদের দেয়া হোক। বর্ণিত হয়েছে যে, চিকিৎসক প্রথমে খৃষ্টান ছিল, তাঁর এ বদান্যতা দেখে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

المنقبة السارسة والمخون

ছাপ্পান্নতম মানকাবাত

পশুশালার কুকুর বাঘের উপর আক্রমণ :

বর্ণিত হয়েছে যে, শাইখ আহমদ জিন্দা (حفظه الله) বাঘের উপর আরোহন করতেন এবং যখন কোন ওলীগণের দরবারে যেতেন তখন তাদের অতিথি হয়ে যেতেন এবং তাঁর বাঘের জন্য একটা গাভী পরিবেশন করতেন। একদিন তিনি হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর দরবার বাগদাদে আগমন করলেন, আর প্রথামত সৈয়্যদুনা গউসে আযম (رضي الله عنه)-এর নিকট হতেও বাঘের জন্য একটা গাভী চাইলেন। এ আবেদন শুনে তিনি খাদেমকে তার পশুশালা হতে একটা গাভী নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং খাদেম পশুশালা হতে একটা গাভী নিয়ে আসলেন আর পেছনে পেছনে একটা কুকুরও চলে আসল, যেটা পশুশালায় পড়ে থাকত। আর যখন গাভীকে বাঘের সামনে উপস্থাপন করা হল তখন বাঘ গাভীর উপর আক্রমণ করতে লাগল তখন কুকুরও বাঘের উপর আক্রমণ করে বসল এবং বাঘকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। আর এসব দৃশ্য নিজ চোখে অবলোকন করে শাইখ আহম জিন্দা (حفظه الله) সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর নিকট এসে তাঁর হাতে চুমু দিলেন এবং তাওবা করলেন।

المنقبة السا بعة والخمسون

সাতান্নতম মানকাবাত

শাইখে আকবরের দৃষ্টিতে গাউসে আযমের মর্যাদা : শাইখে আকবর (قدس سره) তাঁর প্রণীত ফতুহাতে মক্কীয়ায় "৭৩" তম অধ্যায়ে লেখেন যে, প্রত্যেক যুগে একজন কামিল ওলী বা একজন কামিল মহিলা জন্ম নেয়। এবং সে কামিল ওলীর চিহ্ন হল এটা যে সে আল্লাহর সকল সৃষ্টির উপর বিজয়ী হয়। এবং মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বা ব্যতিত সকল বিষয়াদিতে ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি লাভ করে। এবং সে নেতা, বাহাদুর এবং স্বীয় দাবীসমূহে সত্যের সাথে অগ্রে গমনকারী হয়। আর সে সত্য কথাই বলে এবং ন্যায় ইনসাফ করে।

শাইখ আকবর (قدس سره) বলেন যে, বাগদাদে এ সকল প্রকৃষ্টতায় পরিপূর্ণ ছিলেন সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী এবং তাঁর এ মর্যাদা ও মকাম এবং সামর্থ্য ছিল যে, তিনি تقديرحق এর সাথে মোকাবিলা করতেন। আর তিনি (আজিমুশ্‌শান) মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর প্রকৃষ্টতাসমূহ প্রসিদ্ধ। আমি যদিওবা তার সাক্ষাত করতে পারিনি কিন্তু আমি আমার যুগের তেমন মর্যাদাবানের সাক্ষাত করেছি। কিন্তু শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) সে মহান ওলীগণের মধ্যে ছিলেন যার যেয়ারত আমি করেছি। অনেক বিষয়ে এবং প্রকৃষ্টতাবলীতে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর আমি যে মহান ওলীর যেয়ারত করেছিলাম, তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন, আর এখন এটা জানা নেই যে, সে মর্যাদা কে লাভ করেছেন।

المنقبة الثا منة والخمسون

আটান্নতম মানকাবাত

একশত ফকীহগণের প্রশ্নের উত্তর দেয়া :

শাইখ আবু মা'ফরাজ (قدس سره) বলেন যে, একদা বাগদাদের একশত শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত আলীম ফকিহগণ পরস্পর পরামর্শ করলেন যে, গাউসে আযম (رضي الله عنه) হতে কঠিন এবং প্যাঁচালো মাসআলা জিজ্ঞেস করে তার পরীক্ষা নেয়া হবে। যাতে গাউসে আযম (رضي الله عنه)-কে চিরতরের জন্য চুপ করে দেয়া যায়। তাদের সে পরামর্শের পরে সকল ফকিহগণ তাঁর মজলিশে উপস্থিত হলেন। শাইখ আবু মুহাম্মদ বলেন যে, সে সময় আমিও ওই মজলিশে উপস্থিত ছিলাম। আর তারা যখন বসে গেলেন তখন তিনি মুরাকাবার জন্য মস্তক অবনত করলেন। আর তখনই তাঁর পবিত্র বক্ষ হতে একটা নূরের ঝলক বের হল, যা একমাত্র সে সকল লোকেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারে যাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা চাক্ষুষ্মানের চক্ষু দিয়ে ধন্য করেছেন, আর সে আলোকচ্ছটা সে সকল ফকিহগণের বক্ষসমূহ দিয়ে অতিক্রম করল, যে কারণে তারা এত বেশি ভয় পেলেন যে, চিৎকার করতে লাগলেন এবং পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং মাথা হতে পাগড়ি খুলে তাঁর পদতলে রেখে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে সকল উপস্থিতিগণ চিৎকার শুরু করল যে জন্য সকল বাগদাদবাসী ভাবোদ্দীপক হয়ে গেল। অতঃপর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) প্রত্যেককে তার বক্ষের সাথে লাগালেন এবং প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন যে, তোমার জিজ্ঞাস্য ছিল এটা, এবং তার উত্তর এটা। এভাবে তিনি প্রত্যেকের প্রশ্ন এবং উত্তর স্বয়ং নিজেই বর্ণনা করে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলছেন যে, মজলিশ যখন ভঙ্গ হয়ে গেল তখন আমি ফকিহগণের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম, তখন তারা বললেন যে, আমরা যখন মজলিশে গাউসিয়ায় বসলাম, তখন আমরা যে সকল জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলাম, সে সব কিছু আমরা ভুলে গেলাম এবং আমাদের অনুভূতিও ছিলনা, আর তিনি যখন আমাদেরকে তাঁর বক্ষের সাথে লাগালেন তখন পূর্বের মত আমরা জ্ঞানী হয়ে গেলাম, এবং আমাদের প্রশ্নসমূহের এমন উত্তর দিয়ে দিলেন যা আমরা পূর্বে কখনও জানতাম না।

المنقبة الثا سعة والخمسون

ঊনষাটতম মানকাবাত

গাউসুল আযমের পোষাক, বাহন এবং ওয়াজ করা :

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) উন্নত এবং আলেমের মত পোষাক, চাদর এবং পাগড়ি ও টুপী ব্যবহার করতেন। তাঁর বাহন গাধার উপরও মূল্যবান গদি স্থাপন করতেন এবং তিনি উঁচু মিম্বরের উপর বসে মানুষকে হেদায়তের শিক্ষা দিতেন এবং তাঁর বক্তব্য দ্বারা মানুষ দ্রুত আকাংখিত হত। আর উচ্চস্বরে ওয়াজ করতেন, তখন উপস্থিতগণের মধ্যে পিনপতন নিরবতার অবস্থা হত। যে বিষয়ের তিনি নির্দেশ দিতেন, মানুষ তা দ্রুত পালন করত এবং তাঁকে অতি পাষাণ ব্যক্তি দেখলে অতিব নম্র হয়ে যেত। আর যে ব্যক্তি তাঁকে দেখেছে মূলত: সে প্রত্যেক মানুষকে দেখেছে। যখন তিনি জুমার নামাযের খুতবা এবং নামাযের জন্য জামে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন পথিমধ্যে উপস্থিত সকল মানুষ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের দূরাবস্থা দূরীকরণের জন্য তাঁর অসিলা দিয়ে প্রার্থনা করাতেন এবং তিনি ছিলেন সৌন্দর্য ও উন্নত চরিত্রের একজন উপমাহীন ব্যক্তি।

المنقبة الستون

ষাটতম মানকাবাত

গাউসুল আযমের স্বভাব চরিত্র :

বর্ণিত হয়েছে যে, গাউসুল আযম (رضي الله عنه) অধিক পরিমাণ কান্নাকাটি করতেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে ধারণ করতেন এবং তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। দানশীলতায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত। উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং খুব ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যাবতীয় মন্দকাজ হতে তিনি দূরে থাকতেন এবং সকল মানুষের চেয়ে মহান আল্লাহর তা'আলার নৈকট্যতা লাভের জন্য অধিক চেষ্টা করতেন। যে কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র শানে অশোভনীয় আচরণ করলে তিনি তাঁর উপর মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। অথচ নিজ সত্তার জন্য কারো উপর না কঠোরতা অবলম্বন করতেন, আর না রাগ করতেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টির সাহায্য করতেন এবং অভাবী ভিক্ষুককে শূন্য হাতে ফিরে যেতে দিতেন না। আর যদি কেউ তার পরিহিত কাপড় চাইত তাহলে তা খুলে দিয়ে দিতেন। খোদায়ী অনুগ্রহতার চাদর এবং স্বর্গীয় সমর্থ ছিল তাঁর সাহায্যকারী। জ্ঞান তাঁর সৌকুমার্য এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যতায় মূল্যবান সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। বক্তৃতা তাঁর ভান্ডার, মা'রেফাত, সেবা, সম্ভাষণ, নির্দেশনা, সাক্ষাত, মধ্যস্থতা, ভালবাসা, হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব এবং সরলতা ছিল তাঁর স্বভাব এবং সত্য ছিল তাঁর নিশাণা। বিজয়, বিচক্ষণতা, যিকর ও ধ্যান এসব ছিল তাঁর গুণাবলী। আধ্যাত্মিকতা তাঁর খাদ্য, পর্যবেক্ষণ তাঁর আরোগ্য এবং তাঁর বাহ্যিক দিক শরীয়তের রীতিনীতি এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ দিক ছিল হাকীকতের রীতিনীতির মূর্ত প্রতীক বিশেষ।

المنقبة الحادية والستون

একষট্টিতম মানকাবাত

তাঁর পবিত্র অবয়ব বা গঠন প্রকৃতি :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর শারীরিক গঠন ছিল চিকন ও মধ্যম আকৃতির এবং বক্ষ প্রশস্থ আর দাড়ি ছিল ঘন এবং লম্বা। গোধুম বর্ণের ছিলেন এবং তাঁর স্বর ছিল উঁচু। কমনীয় আকৃতি বিশিষ্ট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, জ্ঞান ও আমলে পরিপূর্ণ একজন কামিল মানুষ ছিলেন।

المنقبة الثا نية والستون

বাষট্টিতম মানকাবাত

সকল মুরীদ জান্নাতে (বেহেশতী) :

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটা কিতাব দান করেছেন, যার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আমার সকল মুরীদগণ ও ভক্তদের নাম লেখা রয়েছে এবং মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- হে আব্দুল কাদের! এ সকল মানুষকে আমি তোমার হাতে অর্পণ করলাম। আর আমি দোযখের দারগার নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার কোন মুরীদ কি দোযখে রয়েছে, তিনি বললেন- না। অতঃপর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) বললেন- আমার প্রতিপালকের মহত্ম ও সম্মানের শপথ! আমার হাত আমার মুরীদের উপর এভাবে রয়েছে যেভাবে যমীনের উপর আসমান পরিবেষ্টনকারী। আমার মুরীদ যদি উত্তম না হয় তাহলে আমি হলাম উত্তম। আমার প্রতিপালকের মহত্ম ও ইজ্জতের শপথ! আমি তাঁর মহান দরবার হতে ওই সময় পর্যন্ত সরবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সকল মুরীদকে জান্নাতে নিয়ে যাব না।[১]

আমার মুরীদ যদি পাশ্চাত্যে হয় আর আমি প্রাচ্যে :

শাইখ কুতুব বিন আশরাফ রুমী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত কিতাব মুযাক্কিউন নুফুস এ লেখেন যে, সরকারে গাউসে পাক (رضي الله عنه) বলেছেন যে, আমার কোন মুরীদ যদি পূণ্যবান না হয় তবে তার জন্য আমিই হলাম যথেষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমার কোন মুরীদ যদি পাশ্চাত্যে অবস্থান করে আর আমি প্রাচ্যে হই তাহলেও আমার হাত তার মাথার উপরে থাকে। আমার মুরীদ যদি কোন পাপ কাজ করে বসে তাহলে আমি তার গুনাহের উপর পর্দা ঢেলে দিই। আল্লাহর শপথ! কিয়ামত দিবসে

[১] বাহজাতুল আসরার।

আমি দোযখের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব, আর এভাবে আমার সকল মুরীদ অতিক্রম করে যাবে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার কোন মুরীদকে দোযখে নিক্ষেপ করব না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মুরীদ হতে চায়, তাকে আমি আমার মুরীদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিই, তার প্রতি দৃষ্টি রাখি। আর আমি মুনকির ও নকীর হতে এ ওয়াদা নিয়েছি যে, তারা যাতে আমার মুরীদদেরকে কবরের মধ্যে আতংকগ্রস্ত না করে।

المنقبة الثا لثة والستون

তেষট্টিতম মানকাবাত

ক্ষুধা ও পিপাসা দূরীভূত হওয়া :

শাইখ আরেফ আবু মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, আমি গাউসুল আযম (ﷺ) এর সাক্ষাতের জন্য বাগদাদে গেলাম এবং কিছু দিন তাঁর খেদমতে অবস্থান করলাম এবং সর্বশেষ দিনে আমি মুজাহাদা করার মানষে মিশর যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করলাম এবং সরকারে গাউসুল আযম (ﷺ) হতে অনুমতি প্রার্থনা করলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, পথিমধ্যে কারো নিকট হতে কিছু চাইবেনা। একথা বলে তিনি তাঁর দুটা আঙ্গুল আমার মুখের ভেতর ঢুকায়ে দিয়ে আমাকে চুষন করার নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা তার কি উদ্দেশ্য ছিল তা আমি জেনে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে বললেন যে, এখন যাও। অতঃপর আমি বাগদাদ হতে মিশর এসে পৌছলাম। এখন আমার অবস্থা হল এটা যে, না আমার ক্ষুধা লাগছে আর না পিপাসা, আর পূর্বের চেয়ে আমার দেহে অধিক বেশি শক্তিও বিদ্যমান রয়েছে।

المنقبة الرابعة والتون

চৌষট্টিতম মানকাবাত

শাইখ আহমদ রেফায়ীর স্বীয় মুরীদগণকে অসীয়ত :

বর্ণিত হয়েছে যে, শাইখ সৈয়্যদ আহমদ রেফায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সবসময় তাঁর ভাই, সন্তান এবং মুরীদদেরকে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) এর যেয়ারত (সাক্ষাত) করার অসীয়ত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি যিনি বাগদাদ যাওয়ার জন্য বিদায় নিলেন, সৈয়্যদ আহমদ রেফায়ী (রাহঃ) তাকে অসীয়ত করলেন যে, তোমার উপর কর্তব্য হল যে, তুমি যখন বাগদাদ যাবে তখন সর্বপ্রথম সরকারে গাউসে পাকের সাথে সাক্ষাত করবে। আর তিনি যদি ইন্তেকাল করে থাকেন তাহলে তাঁর নূরানী কবরের যেয়ারত করবে। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, যে ব্যক্তি বাগদাদে গিয়ে তাঁর কবর যেয়ারত করবে না, তার বর্তমান অবস্থা ছিনিয়ে নেয়া হবে, অতঃপর তিনি সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) এর বাণী বর্ণনা করেছেন যে, হতভাগা হল সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাঁর যেয়ারত হতে বঞ্চিত থাকল।

المنقبة الخا مسة والستون

পয়ষট্টিতম মানকাবাত

হযরত গাউসুল আযমের বংশ তালিকা :

পিতৃত্ব দিয়ে বংশ তালিকা : সৈয়্যদ আব্দুল কাদের তাঁর পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহিয়া, তাঁর পিতা মুহাম্মদ বিন দাউদ, তার পিতা মুসা বিন আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা জওন বিন আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা হাসান, তাঁর পিতা আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী মুরতাদ্বা (رضي الله عنه)।

মাতৃত্বের দিক দিয়ে বংশ তালিকা : ফাতেমা তাঁর পিতা সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা আবু জামাল উদ্দিন সৈয়্যদ মুহাম্মদ, তাঁর পিতা মাহমুদ বিন তাহের, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন কামাল উদ্দিন ঈসা, তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ জওয়াদ, তাঁর পিতা ইমাম আলী রযা বিন মুসা কাযেম, তাঁর পিতা ইমাম জাফর সাদেক, তাঁর পিতা মুহাম্মদ বিন বাকের, তাঁর পিতা ইমাম যয়নুল আবেদীন, তাঁর পিতা ইমাম হোসাইন, তাঁর পিতা আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী বিন আবু তালেব (رضي الله عنه)।

المنقبة السادسة والستون

ছেষট্টিতম মানকাবাত

পবিত্র নামসমূহ :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর গুণবাচক পবিত্র নাম হল নিরানব্বইটি। আর তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এ জগতে এমন একজন কুতুব যে, তাঁর মত সমমর্যাদার দ্বিতীয় আর কোন কুতুব নেই।

নামসমূহ :

আব্দুল কাদের, সৈয়্যদ, মুয়ায়্যদ, করীম, আযীম, শরীফ, যরীফ, ইমাম, হুম্মাম, সালিক, তাসিক, মুমিন, মু'কিন, মুনঈম, মুকাররম, তবীব, তৈয়্যব, মুতাইয়্যেব, জুদ, মুনক্বাদ, কায়েম, সায়েম, আবেদ, যাহেদ, সাজেদ, ওয়াযিদ, জীলি, হাম্বলী, ত্বকী, নক্বী, কামিল, বাযিল, যকী, সফী, জমীল, জলীল, মাস, মনাস, সাঈদ, রশীদ, সখী, ওয়াফী, বারেসা, নক্বীব, নজীব, খাদি' খাশি' সাহিব, সাকিব, ওয়ারিস, ওয়ারি', বারি' ফায়েক্ব, লায়েক, রাসিখ, শামেখ, ওলী, খফী, যাহির, তাহির, মুতী', মুনী', লবীব, হাবীব, শাহিদ, রাশিদ, যাহিদ, ক্বায়িদ, বসীর, মুনীর, সিরাজ, তাজ, ফাতিহ, মুকাররব, মুহাযিযব, খলীল, দলীল, সাদিক, হাযিক, সুলতান, বুরহান, হাসানী, হোসাইনী, হাকিম, মুঈন, মুবিন, মিস্‌বাহ, মিফতাহ্, সাকির, যাকির, মিলায, মুয়াজ, সালিহ, নাসিহ, ফালিহ, ওয়াদ্বিহ।

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

المنقبة السا بعة والستون

সাতষট্টিতম মানকাবাত

সরকারে গাউসুল আযমের অসীয়ত :

একদা হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) সমীপে তাঁর সাহেবজাদা সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক (رحمة الله عليه) এসে করে নিবেদন করলেন যে, আপনি আমাকে কোন অসীয়ত করুন। তখন সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) অসীয়তস্বরূপ তাঁর সন্তানকে বললেন যে, হে প্রিয় বৎস! তুমি জেনে রাখ যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকল মুসলমানগণকে এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। হে আমার সন্তান তাক্বওয়া, আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করবে এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার হেফাযত করবে। আর আমার এ তরীকা (কিতাব) কুরআন ও সুন্নাহর নিরাপত্তা, দানশীলতা, ক্ষমা, মানুষকে কষ্ট না দেয়া এবং নিজের মাথায় কষ্ট ও দুঃখ বহন করা এবং আপন ভাইদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করার উপর প্রতিষ্ঠিত। হে আমার চোখের মণি! দুঃস্থদের সেবা এবং মাশাইখগণের সম্মান করবে এবং মানুষের সাথে হৃদ্যতার সাথে ব্যবহার করবে। ছোট এবং বড়দেরকে নসীহত করবে। আর আমি তোমাকে দ্বীনের বিষয়াবলী ছাড়াও দুনিয়াবী বিষয়াবলীতে ঝগড়া, বিবাদ এবং লোভ লালসা ত্যাগ করা, উৎসর্গ ও অন্যের স্বার্থকে নিজ স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার আবেগ গ্রহণ করার নসীহত করছি। আমার প্রিয় চোখের মণি দরিদ্রতার মূলতত্ত্ব হল এটা যে, তুমি তোমার মত সৃষ্টির সামনে স্বীয় প্রয়োজনে হাত বাড়াবেনা। আর ঐশ্বর্যশালীর মূলতত্ত্ব হল এটা যে, তুমি তোমার মত মানুষদের থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। এবং তাসাউফ পড়ালেখার দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং ক্ষুধা এবং প্রিয়বস্তুগুলোকে পরিহার করার দ্বারা অর্জিত হয়। আর তুমি যখন কোন নিঃস্বকে দেখবে তবে তার সাথে নম্রতা অবলম্বন করবে। কেননা জ্ঞান তাকে ভয়ভীতি ও ঘৃণা এনে

দেবে এবং নম্রতা তাকে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত করবে। হে আমার সন্তান জেনে রাখ যে, তাসাউফের ভিত্তি হল আটটি স্বভাবের উপর। তা যথাক্রমে–

১. হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম (আ:) এর মত বদান্যতা
২. হযরত সৈয়্যদুনা ইসহাক (আ:) এর মত তুষ্টি
৩. হযরত সৈয়্যদুনা আইয়ুব (আ:) এর মত ধৈর্য্য
৪. হযরত সৈয়্যদুনা যাকারিয়া (আ:) এর মত প্রার্থনা
৫. হযরত সৈয়্যদুনা ইয়াহ্য়া (আ:) এর মত আচরণ ও ভ্রমণ
৬. হযরত সৈয়্যদুনা মুসা (আ:) এর মত পশমের পোষাক
৭. হযরত সৈয়্যদুনা ঈসা (আ:) এর মত সফর এবং (سياحة)
৮. সৈয়্যদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صلى الله عليه وسلم) এর মত দারিদ্রতা।

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه) বলেন যে, হে আমার সন্তান! আমি তোমাকে অসীয়ত করছি যে, শাসনকর্তাদের সাথে সম্মান ও ধৈর্য্যের সাতে মিলবে এবং দরিদ্রদের সাথে মিলনের সময় বিনয়তা প্রকাশ করবে। আর বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার পথ অবলম্বন করবে "خلوص" তথা একাগ্রতার অর্থ হল এটা যে, তুমি দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড হতে পৃথক হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মনোনিবেশিত হয়ে যাওয়া। এবং কারণসমূহের জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর অভিযোগ করবেনা এবং প্রত্যেক অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বা হতে প্রশান্তির মহান সম্পদ সন্ধান করবে এবং স্বীয় অভাবের মধ্যে কোন ব্যক্তি, আত্মীয়, কিংবা কোন বন্ধুর উপর ভরসা করবেনা। এবং দরিদ্রদের সেবায় তিনটা বিষয় অবশ্যই গ্রহণ করবে- (১) বিনয়, (২) সদ্ব্যবহার ও (৩) বদান্যতার পথ অবলম্বন করা।

এবং আপন চাহিদাকে বিলীন করবে যাতে তোমার بقاباالله এর মর্যাদা লাভ হয়। আর সে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়, যার স্বভাব চরিত্র ভাল হয়, এবং সর্বোত্তম কাজ হল এটা যে, তুমি মহান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দিকে ঝুঁকবে না। মানুষকে সত্য এবং ধৈর্য্যের পথে চলার পরামর্শ দেবে, আর তোমার জন্য ফকীরদের সঙ্গত্ব এবং ওলীগণের সেবাই যথেষ্ট এবং ফকীর হল সে ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রত্যেক বিষয় হতে স্বাধীন হয়ে যায়। এবং নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের উপর আক্রমণ করা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা স্বরূপ, আর নিজের সমকক্ষের উপর দুর্ব্যবহার এবং নিজের চেয়ে বড়দের উপর নির্লজ্জতা বিশেষ। হে আমার সন্তান! যারা মুরীদ ও ভক্ত তাদেরকে আমার এ অসীয়তগুলো করবে। আর মহান আল্লাহর নিকট আমার প্রার্থনা হল মুসলিমের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি হয়ে যায়, আর আমাকে এবং তোমাকেও এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। মহান আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, আর হাশরের ময়দানে শাফাআতকারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর অসীয়লায় আমাদেরকে পূণ্য কাজ করার তাওফিক দান করুন এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পথে চলা এবং তাদের অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণের সাথে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন!

الحمد لله رب العلمين

المنقبة الثامنة والستون

আটষট্টিতম মানকাবাত

সালাতে গাউসিয়া বা গাউসিয়ার নামায :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার (মুসিবতের) দুর্দশার সময় আমাকে ডাকবে আমি তার দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করব। আর যে ব্যক্তি তার বৈধ প্রয়োজনের সময় আমার নাম নিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে, তার প্রার্থনা কবুল করা হয়।

যে কোন ব্যক্তি দু'রাকাত নফল নামায এ নিয়মে আদায় করবে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর এগারবার সূরা ইখলাস শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে নামায শেষ করে হুযুর সরকারে দো'আলম (ﷺ) এর উপর এগার বার দরুদ শরীফ পাঠ করার পরে এগার কদম বাগদাদ শরীফের দিকে চলে, এবং আমার নাম নিয়ে তার প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করে তবে, মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।

হাজতের নামাযের নিয়ম :

গ্রন্থপ্রণেতা বলেন যে, হাজতের নামাযের নিয়ম হল এভাবে যে, দু'রাকাত নফল নামায পড়ার নিয়ত এভাবে করবে যে, দু'রাকাত সালাতুল আসরারের অথবা অভাব পূরণের নামায, মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে পড়ার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবর। অতঃপর সানা ও আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পুরা পড়ার পরে সূরা ফাতেহা শরীফ অতঃপর এগারবার সূরা ইখলাস শরীফ পড়ে রুকু, সিজদা করে দাড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতও একই নিয়মে আদায় করে সালাম ফেরানোর পরে এগার বার নবী করীম (ﷺ) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পরে এ বাক্যগুলো পাঠ করবে–

يَاشَيْخَ الثَّقَلَيْنِ يَاقُطْبَ الرَّبَّانِىْ يَاغَوْثَ الصَّمَدَانِىْ يَامَحْبُوْبَ السُّبْحَانِىْ يَامُحِىُّ الدِّيْنِ اَبَامُحَمَّدِنِ السَّيِّد وعَبْدِالْقَادِرِ اَلْجِيْلاَنِىْ اَغِثْنِىْ وَاَمْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ هَذِهِ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ-

অতঃপর বসা হতে দাড়িয়ে এগার কদম বাগদাদের দিকে চলবে এবং প্রত্যেক কদমে এ সাত বাক্য পাঠ করবে।

يَاشَيْخَ الثَّقَلَيْنِ يَاقُطْبَ الرَّبَّانِىْ يَاغَوْثَ الصَّمَدَانِىْ يَامَحْبُوْبَ السُّبْحَانِىْ اَبَامُحَمَّدٍ السَّيِّدُ عَبْدِالْقَادِرِ اَلْجِيْلاَنِىْ

অতঃপর ডান পাকে বামপায়ের উপর রেখে এগারবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর সূরা ফাতেহা এগারবার, সূরা ইখলাস শরীফ এগার বার, সূরা নসর (ইযা জাআ নাসরুল্লাহ) এগারবার পড়ে এ বাক্যগুলো পাঠ করবে-

يَاجُنُوْدَ اللهِ وَيَاعِبَادَاللهِ اَغِيْثُوْنِىْ وَاَمْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ هَذِهِ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ آمِيْنَ اَمِيْنَ يَاشَيْخَ الثَّقَلَيْنِ يَاقُطْبَ الرَّبَّانِىْ يَاغَوْثَ الصَّمْدَانِىْ يَامَحْبُوْبَ السُّبْحَانِىْ يَامُحِىِ الدِّيْنِ اَبَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدُ عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلاَنِىْ-

অতঃপর মোরাকাবা করবে এবং একশত আটবার কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে সিজদায় গিয়ে এ দো'আ পাঠ করবে-

يَارُوْحِ الْقُدُسِ وَيَا جُنُوْدَ اللهِ وَيَا عِبَادَ اللهِ اَغِيْثُوْنِىْ وَاَمْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ هَذِهِ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ آمِيْنَ آمِيْنَ-

المنقبة التاسعة والستون

উনসত্তরতম মানকাবাত

ওফাত মোবারক :

বর্ণিত হয়েছে যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তখন সন্ধ্যার সময় মালাকুল মাউত (আ:) মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটা মোড়ক বদ্ধ চিঠি নিয়ে তাঁর পুত্র হযরত সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাঃ) এর হাতে দিলেন এবং চিঠির উপর এ বাক্যটা লেখা ছিল-

هَذَ الْمَكْتُوْبُ مِنَ الْمُحِبِّ الْمَحْبُوْبَ

অর্থাৎ- এ চিঠি বন্ধুর প্রতি প্রেমাস্পদের জন্য।

তখন হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব (রাঃ আলাইহি) এ চিঠি পড়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আর হযরত মালাকুল মাউত (আ:) এর সাথে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (রাঃ) এর কাছে গেলেন। এর সাত দিন পূর্বে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানা হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তিনি ছিলেন আনন্দিত। আর যখনই তিনি মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর মুরীদ ও ভক্তদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং এ বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, কিয়ামত দিবসে আমি আমার মুরীদ ও ভক্তদের জন্য শাফাআত করব, আর যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন তখনই আওয়াজ আসল-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً-

অর্থ- হে শান্তিময় প্রাণ! স্বীয় প্রতিপালকের দিকে এস! এমতাবস্থায় যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট।

আর এ আওয়াজ আসার সাথে সাথেই জড়জগতের মধ্যে লোকজনের কান্নার স্বর বৃদ্ধি হয়ে গেল আর তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

সুতরাং সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) ৫৬১ হিজরী রবিউস সানীর ১১ তারিখ সোমবার রাতে এশার নামাযের পরে ইন্তেকাল করলেন এবং বাবুল আযজে চিরশায়িত হলেন। আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ের মত পার্থক্য রয়েছে যে, তিনি রবিউস সানী মাসের কোন তারিখে ইন্তেকাল করলেন। বাহজাতুল আসরারে ১৬ই রবিউস সানী, সৈয়্যদ আহমদ রেফায়ী (رحمة الله عليه) প্রণিত নূরে আহমদীতে পবিত্র জুমার পরের দিন শনিবার রাত দশটায় অথবা আটই রবিউল আউয়ালও বলা হয়েছে। এবং তুহফাতুল কাদেরীয়াও আউরাদে কাদেরীয়ায় ১৩ই রবিউস সানীতে তাঁর মৃত্যুর কথা লেখা রয়েছে। এবং বিশুদ্ধতম অভিমত হল এটা যে, তিনি পবিত্র জুমার দিনেই ইন্তেকাল করেছেন। আর বৃহস্পতিবার ১৭, ১৮ এবং ১১ তারিখও বর্ণিত হয়েছে।

আর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর যখন মৃত্যু হতে লাগল তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বললেন, সামান্য পেছনে সরে যাও কেননা বাহ্যত আমি হলাম তোমাদের নিকট মূলতঃ আমি অন্যের নিকটে অবস্থান করছি। অতঃপর বললেন যে, ফেরেস্তাগণ আগমন করেছেন, তাদের জন্য স্থান করে দাও, তাদের সাথে সম্মান ও ভদ্র ব্যবহার কর, এ স্থানে মহান আল্লাহ তা'আলার দয়া বর্ষণ হচ্ছে এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা।

তাঁর ওফাতের একদিন পূর্বে তিনি এ বাক্যগুলো পাঠ করতেন–

عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ غَفَرَاللهُ لِىْ وَلَكُمْ تَابَ
اللهُ عَلَي وَعَلَيْكُمْ بِسْمِ اللهِ مُوَدِعِيْنَ–

আর তাঁর ছেলে সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক (رحمة الله عليه) বলছেন যে, হযরত গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর ওফাতের সময় হাত উঁচু করে এ বাক্যগুলো পাঠ করতেন–

وَعَلَيْكُم والسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تُوْبُوْا وَادْخُلُوْ فِىْ
الصَّفِ اِذَا اُجِئُ اِلَيْكُمْ–

আর তাঁর ওফাতের সময় বললেন- সহনশীল কর। অতঃপর বললেন- اُجِئُ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ আমি তোমার দিকেই আসছি। অতঃপর বললেন- তোমরা যাও।

আর যখন মৃত্যু ও তাকদীরের লিখন এসে গেল তখন তিনি বললেন- এখন আমার থেকে কোন প্রশ্ন করোনা এবং আমি মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের দ্বারা ভাগ্যবান।

সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক (رحمة الله عليه) জিজ্ঞেস করলেন যে, হুযুর! আপনার দেহের কোন অংশ কষ্টের মধ্যে রয়েছে, প্রতিউত্তরে তিনি বললেন যে, আমার পুরো দেহ কষ্টে রয়েছে। আর আমার একমাত্র অন্তর মহান আল্লাহর সাথে লাগানো রয়েছে, সে অন্তরে কোন কষ্ট নেই। সৈয়্যদুনা সৈয়্যদ আব্দুল জব্বার (رحمة الله عليه) তাঁর রোগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সৈয়্যদুনা আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) বললেন যে, আমার রোগের কারণ মানুষ ও জিন এবং ফেরেস্তাগণের মধ্যে কেউ জানতে পারে না। অতঃপর বললেন- মহান আল্লাহর তা'আলার গোপন রহস্যাবলীর কারণে কম হয় না এবং রহস্যাবলীর মধ্যে পরিবর্তন হয় না, কিন্তু মহান আল্লাহর কোন ইলমের পরিবর্তন হয় না, আর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা মিটায়ে দেন এবং যা ইচ্ছা তা অটল ও স্থির রাখেন, তাঁর নিকটই উম্মুল কিতাব, আর তিনি যা করেন সে ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে না এবং মানুষ যে আমল করল, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম

(رضي الله عنه) বলেন যে, আমি তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তিনি হলেন চিরঞ্জিব, পবিত্র হলেন সে সত্ত্বা যিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। অতঃপর তিনি বললেন– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ তাঁর সন্তান হযরত শাইখ সৈয়্যদ মুসা (رحمة الله عليه) বলেন যে, যখন তার ওফাত হচ্ছিল তখন তিনি تعزز তথা "সম্মানিত" শব্দ বলতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। এভাবে সে শব্দকে উচ্চস্বরে বললেন তখন সঠিকভাবে আদায় করলেন। অতঃপর তিনবার আল্লাহ শব্দ বললেন, অতঃপর তার স্বর নীচু হয়ে গেল এবং তাঁর কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল এবং প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি ইন্তেকালন করলেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

المنقبة السبعون

সত্তরতম মানকাবাত

তাঁর সাহেবজাদাগণের আলোচনা :

শাইখ নাজ্জার তাঁর প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থে লেখেন যে, আমি শাইখ তাজুদ্দীন আবি বকর সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক বিন সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (رحمة الله عليه) হতে শুনেছি যে, সৈয়্যদুনা গাউসে পাকের সাতাইশ জন ছেলে এবং বাইশ জন মেয়ে সন্তান ছিল। বর্ণিত হয়েছে যে, একদা সৈয়্যদুনা গাউসে পাক (رضي الله عنه) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন এবং বারংবার চৈতন্য হারিয়ে ফেলতেন আর তাঁর সাহেবজাদাগণও খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা এ ধারণা করছিলেন যে, সম্ভবত এটা তাঁর জিবনের শেষ দিন, আর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা চিন্তিত হয়োনা এবং কান্নারও প্রয়োজন নেই। আমি এ রোগে মৃত্যুবরণ করবনা। কেননা আমার আরেকজন ছেলে যার নাম রাখতে হবে ইয়াহয়া, সে এখনও আমার পৃষ্ঠদেশে রয়েছে এবং মহান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন। তাঁর সাহেবজাদাগণ বলেন যে, আমরা অন্তরে ধারণা করলাম যে, সম্ভবত তিনি একথা অচেতন অবস্থায় বলছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন। আর তাঁর একজন স্ত্রীর উদর দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একজন ছেলে সন্তান যার নাম ইয়াহয়া (رحمة الله عليه)-কে দান করলেন। আর এটা ছিলো তাঁর সর্বশেষ ছেলে সন্তান। অতঃপর কিছুদিন পরে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) ইন্তেকাল করলেন।

তাঁর সাহেবজাদাগণের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ :

১. সৈয়্যদ সাইফুদ্দীন আব্দুল ওয়াহহাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- শাবান, ৫২২ হিজরী

ওফাত- ৫৯৩ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) এর ওফাতের পরে ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন, বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

২. সৈয়্যদ শরফুদ্দীন ঈসা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- অজানা

ওফাত- ৫৭২ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের পরে ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং জওয়াহেরুল আসরার তাঁরই রচিত গ্রন্থ। হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) ফতহুল গাইব কিতাবখানা তাঁরই ইচ্ছা পূরণার্থে রচনা করেছিলেন।

৩. সৈয়্যদ শামসুদ্দীন আব্দুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- ৫৩২ হিজরী

ওফাত- ৬০২ হিজরী

তিনি বাগদাদকে বিদায় জানিয়ে জিবাল চলে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করলেন এবং আসকালানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের যেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করছেন।

৪. সিরাজুদ্দীন আবুল ফরয আব্দুল জব্বার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- অজানা

ওফাত- ৫৭৩ হিজরী

সৈয়্যদুনা গাউসে পাকের ওফাতের পরে ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। যুবকাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছিল এবং বাগদাদেই "হুলবা" গ্রামে স্বীয় পিতার মুসাফিরখানায় সমাহিত হলেন।

৫. তাজুদ্দীন আবু বকর আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- ৫২৮ হিজরী

ওফাত- ৬২৩ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের পরে ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন। এবং বাগদাদেই ওফাত লাভ করলেন, সেখানেই 'বাবে হরবে' সমাহিত হলেন। শাইখ নাজ্জার বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর জানাযার নামাযে এত অধিক পরিমাণ লোকের সমাগম হয়েছিল যে, বাধ্য হয়ে নগরীর বাইরে নিয়ে জানাযার নামায আদায় করতে হয়েছিল, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও হাজার হাজার প্রেমিকগণ জানাযার নামায আদায় করা হতে বঞ্চিত রইলেন। এজন্য অধিক মানুষের ভিড়ের কারণে 'জামে রুসাফা' বাবে তুরবাতুল খুলাফা' 'বাবুল হারিম' মাকবারায়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ﷺ) সহ ইত্যাদি স্থানে তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে অনেক বার জানযার নামায আদায় করা হয়েছিল।

৬. আবু ইসহাক ইবরাহীম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- অজানা

ওফাত- ৬০০ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের ৩৯ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং বাগদাদেই সমাহিত হলেন।

৭. আবুল ফযল মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- অজানা

ওফাত- ৬০০ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের ৩৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। আর তাঁকেও বাগদাদে সমাহিত করা হয়।

৮. আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- ৫০৮ হিজরী

ওফাত- ৫৮৭ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের পরে ২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং বাগদাদেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।

৯. সৈয়দ আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- ৫৫৫ হিজরী

ওফাত- ৬০০ হিজরী

হযরত সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর ওফাতের পর ৩৯ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর মহান পিতার মুসাফিরখানায় তাঁর ভাই শাইখ আব্দুল ওয়াহহাবের পাশে সমাহিত হলেন।

১০. সৈয়্যদ সালেহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- অজানা, ওফাতও অজানা রয়েছে।

বাগদাদে ওফাত প্রাপ্ত হলেন, তার সমাধি পবিত্র ভুখন্ডের বাইরে।

১১. সৈয়্যদ জিয়াউদ্দীন আবু নসর মুসা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

জন্ম- ৫৩৯ হিজরী

ওফাত- ৬১৫ হিজরী

তিনি দামেশক নগরীতে ওফাত লাভ করেছেন, মাদ্‌রাসায়ে মুজাহেদীয়াতে তাঁর জানযার নামায আদায় করা হয়েছে এবং জবলে ক্বাসিউন নামক স্থানে সমাহিত হলেন। সকল ভাইদের মধ্যে তাঁর ওফাত হলো সর্বশেষে।

গ্রন্থপ্রণেতা বলেন যে, কতেক নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে আমি জানতে পারলাম যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর উল্লিখিত সাহেবজাদা ছাড়াও আরও কয়েকজন সন্তান ছিলেন, যাদের নাম হল যথাক্রমে–

১. সৈয়্যদ ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

বাগদাদেই তাঁর জন্ম ও ওফাত এবং পবিত্র রওযার ভিতরে তাঁকে সমাহিত করা হল।

২. সৈয়্যদ আব্দুল গাফফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৩. সৈয়্যদ হাবিবুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৪. সৈয়্যদ জাহেদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৫. সৈয়্যদ আব্দুল গণি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৬. সৈয়্যদ মনসুর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তিনি সাতকুতুবগণের মধ্যে একজন।

৭. সৈয়্যদ আব্দুল গফুর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৮. সৈয়্যদ আব্দুল খালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৯. সৈয়্যদ আব্দুর রউফ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তিনি সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ)-এর অধিকাংশ আমলের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।

১০. সৈয়্যদ মজদুদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তিনি ছিলেন একজন ওলিয়ে কামেল এবং তিনি বিলায়তের উঁচু আসন লাভ করেছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানীর মতে তিনি গাউসুল আযম (ﷺ) এর সর্বশেষ সন্তান ছিলেন।

১১. করীমা আমাতুল জব্বার ফাতেমা (رحمة الله عليها)

সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه)-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সন্তান ছিলেন

رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

ফায়েদা : ইমাম মুহিউদ্দীন শাইখ আকবর ইবনে আরবী (رحمة الله عليه) এর মহান পিতা হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসে আযম (رضي الله عنه)-এর শুভাকাংখীদের মধ্যে একজন। তিনি সন্তান হতে বঞ্চিত ছিলেন, দরবারে গাউসিয়ায় সন্তানের জন্য আরজি পেশ করলে, হুযুর গাউসে পাক (رضي الله عنه) বললেন- আমার কাঁধের সাথে তোমার কাঁধ মিলাও, অতঃপর বললেন আমার পৃষ্ঠদেশে একজন সন্তান ছিল সেটা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। এ অর্থে হযরত শাইখ আকবর মুহিউদ্দীন আরবীও তাঁর সন্তান। তিনি একজন বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল এবং ইমামুল মুকাশেফীন আর দামশকেই তাঁর পবিত্র মাযার রয়েছে।[১]

[১] মানাকেবে আক্বতাবে আরবাআ আরবী ইরাক।

পরিশিষ্ট

এ গ্রন্থ "তাফরীহুল খাতির ফি মানাকিবে শাইখ আব্দুল কাদের" প্রণেতা সৈয়্যদ আব্দুল কাদের আরবেলী (رحمة الله عليه) বলেন যে, আমি এ কিতাবখানা ফার্সী ভাষা হতে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেছি এবং এ গ্রন্থে "বাহজাতুল আসরার" ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হতে ৭০টি মানাকিব লিখেছি এবং سبعين অর্থাৎ ৭০ এর সাথে ভবিষ্যতের শুভা-শুভ নির্ধারণ করেছি। কেননা এ শব্দমালার মধ্যে عين (আইন) শব্দও রয়েছে। যার অর্থ চোখ, পানি ফুটা, সূর্য, উত্তম বস্তু, খাঁটি রোপ্য, আসল ও মূলতত্ত্ব এবং আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এ মানাকিবসমূহের অধিকারীর অসিলায় প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমার অন্তরদৃষ্টিকে শুহুদ (অর্থাৎ তাসাউফের আধ্যাত্মিক উন্নতির সে অবস্থান যেখানে সাধক তত্ত্বে মগ্ন হতে থাকে) এবং মুশাহেদা তথা পর্যবেক্ষণের সুরমা দিয়ে উজ্জ্বল করে দেন এবং আমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে ফয়েয ও বরকতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন এবং আমাদেরকে মন্দ ও নিন্দনীয় গুণাবলীর ভেজাল হতে খাঁটি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল করে দেন এবং মূলতত্ত্বের পরিচয় দান করেন, কেননা তাঁর নিকট প্রত্যেক বিষয় পরিমাপের সাথে রয়েছে।

সৈয়্যদুনা মুসা (আ:) ও আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে "মীকাত" হতে তাওবার জন্য ৭০ জন মানুষকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং হতে পারে মহান আল্লাহ তা'আলাও এ সত্তরটি মানাকিবের বদান্যতায় আমাদেরও তাওবা কবুল করবেন। আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের অবস্থার উপর দয়া করবেন, আর আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা পরম করুণাময় ও দয়ালু।

হে আল্লাহ! আমাদের জ্ঞানের সৌভাগ্য দানের সাথে সাথে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে কাদেরীয়া আলীয়া সিলসিলার ভক্ত এবং কাদেরীয়া সিলসিলার মাশাইখগণের প্রতি আমাদের ভালবাসা দান করুন। তাদের ভালবাসায় জীবন ও মৃত্যু দান করুন। এবং কিয়ামত দিবসে সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (رضي الله عنه) এর খাঁটি ভক্তদের সাথে উত্থিত করুন। যাদের জন্য না রয়েছে ভয় ও শংকা। আমিন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ – وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَلَمِيْنِ– وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَجْمَعِيْنَ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ يَامُعِيْنُ وَيَامُجِيْبُ السَّائِلِيْنَ–

আল্লাহর প্রশংসা যে, "তাফরীহুল খাতির ফি মানাকিবে শাইখ আব্দুল কাদের" এর উর্দু অনুবাদ ২০শে রমযানুল মোবারক মঙ্গলবার ১৪২৩ হিজরী সকাল দশটায় সমাপ্ত হল।

কৃতজ্ঞতা

আসমান ও যমীনের অধিপতির সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি এ অধম পুঁজিহীন বান্দাকে বিশাল গ্রন্থ "তাফরীহুল খাতির ফি মানাকেবে শাইখ আব্দুল কাদের" এর অনুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। গ্রন্থ রচনার ময়দানে এটা হল এ অধমের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ইতিপূর্বে "ফতুহুল গাইব" এর অনুবাদ ও পাঠ সমাজের মাঝে এসেছে। সুতরাং সুধী পাঠক মহলের নিকট বিনয়ের সাথে অনুরূধ হল যে, কেতাব কে সমালোচনার পরিবর্তে ধর্মীয় কল্যাণের উৎসাহ উদ্দীপনার অধীনে এ অধমের প্রতি উৎসাহ দিয়ে এতে যে কমতি রয়েছে তা এ অধমকে অবহিত করবেন যাতে ভবিষ্যতে সেটার সংশোধন হতে পারে।

ফকীর কাদেরী–
মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী
গুগুটা- জিলা লুদরা
তৈয়ব্য হানাফিয়া মসজিদ
বাদামী বাগ লাহোর।

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

ওয়াযিফা یاشیخ عبدالقادرجیلانی شیئاللہ এর বৈধতার ফতোয়া :

অধম এ বান্দার একটা মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য কেতাব হস্তগত হয়েছে। যা অতি প্রাচীন হওয়ার কারণে পাতা উল্টানোর সময় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। যে কেতাবের অনুবাদ করেছেন- **محبوب الفقه** এর নামে প্রসিদ্ধ মাওলানা আবুল বশীর মুহাম্মদ সালেহ গদীনশীন ইবনে মৌলভী মস্ত আলী নক্শবন্দি কাদেরী (رحمة الله عليه)। এ কিতাবের পরিশেষে অভিজ্ঞ আলিমগণের شیئاللہ এর অযীফা সম্পর্কিত ফতোয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবং আপনিও এ কেতাবে এমন ঘটনা পাঠ করেছেন যে, সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম (ﷺ) এর কোন মুরীদ ও ভক্তগণ যখন দুনিয়াবী কোন দুঃখ দুর্দশায় পতিত হতেন এবং তারা সাহায্যের জন্য সরকারে গাউসে পাক (ﷺ)-কে আহ্বান করতেন তখন তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন, আর এখনও পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এজন্য মুসলমানদের ইমানের দৃঢ়তা এবং বুযুর্গানে দ্বীনগণের সাথে খাঁটি বিশ্বাস প্রকাশের জন্য এ ফতোয়া সংযোজন করা হল।

আপনাদের দোয়া প্রার্থী-

মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী।

شَيْئًالِلّٰهِ ওয়াযিফার বৈধতার উপর ফতোয়া

প্রণেতা- মুফতি গোলাম রাসূল সাহেব কাসেমী আমরত্তসরী

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে কাশমীর, পাকিস্তান ও ভারতে شیئاللہ ওয়াযিফা পাঠ করা নিয়ে কঠিন মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা কেউ এটা পাঠ করাকে বৈধ বলছেন এবং কেউ হারাম ও কুফরী বলে ফতোয়া দিচ্ছে। সুতরাং এ দু'দলের মধ্যে কারা সত্য পথে এবং কারা মিথ্যা তথা বাতিলের উপর রয়েছে?

উত্তর : আমার জানা মতে ওই সকল মানুষ যারা এটা পাঠ করা বৈধ বলছে তারাই সত্য পথে এবং সওয়াবের উপর রয়েছে। দ্বিমত পোষণকারীরা সিরাতে মুস্তাকীম হতে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। তবে হাঁ তাদের নিষেধ করার দলীল হল এটা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা। তবে এটা হল তাদের ভ্রান্ত ধরণা, কেননা এর বৈধতা শরীয়তের দলীল এবং পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ট বান্দাগণের আমল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র জীবিতদেরকে ডাকা বৈধ বলে স্বীকার করা এবং কবরে সমাহিতদেরকে ডাকাকে শিরক বলাটা কল্পনাপ্রসূত এবং শয়তানি প্ররোচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা তাবরানী ও বায়হাকী শরীফে রয়েছে-

اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ عَلَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ زَمَانِ خلَافَتِهِ فِيْ حَاجَةٍ فَكَانَ لَايَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِ فِيْ حَاجَتِهِ فِشَكَى ذَلِكَ لِعُثْمَانُ بْنُ حَنِيْف قَالَ لدايت الميصاة فتو ضاوأت المسجد فَصَلِّ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ فِيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّ حْمَةِ يَامُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى رَبِّكَ لِتُقْضَى حَاجَتِيْ وَتَذْكُرْ حَاجَتُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُل

تَصْنَعُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَى بَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ الْبَوَّابَ فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَادْ خَلَهُ عَلَى عُثْمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَاَجْلَسَهُ مَعَهُ وَقَالَ لَهُ اُذْكُرْحَا جَتُكَ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَا هَاثُمَّ قَالَ لَهُ مَا كَانَ لَكَ مِنْ حَاجَتُهُ فَاذْكُرْهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِىَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْف فَقَالَ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ اِلَى حَتَّى كَلَمْتُهُ لِىْ فَقَالَ اِبْنُ حَنِيْفِ وَاللهِ مَا كَلِمْتُهُ وَلٰكِنْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَتَاهُ مُرِيْدٌ فَشَكَى اِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرَهُ الحديث واصل الحديث المرفوع رواه البخارى فى تاريخه وابن ماجة والحاكم فى المستدرك باسناد صحيح ورواه الترمذى فى جامعه صحيح–

অর্থাৎ- আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওসমান গণি (ﷺ) এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি তার কোন এক প্রয়োজনে তাঁর নিকট আসা যাওয়া করতেন, কিন্তু তিনি সে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না, আর না দিতেন মনোযোগ।

পরিশেষে সে ব্যক্তি হযরত ওসমান বিন হানিফ (ﷺ) এর নিকট এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন- অযু করে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় কর। অতঃপর এ দোয়া কর যে, হে উভয় জগতের প্রতিপালক আমি তোমার নিকট আবেদন করছি এবং তোমার সমীপে আমাদের দয়ালু নবীর অসিলায় মনোনিবেশ করলাম, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমি আপনার অসিলায় আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশিত হলাম, যাতে আমার অভাব পূর্ণ হয় এবং তোমার অভাবের কথাও স্মরণ করবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি এ আমল করে হযরত ওসমান গণী (ﷺ) এর

দ্বারে আসলেন, দ্বাররক্ষী সে ব্যক্তিকে দেখার সাথে সাথেই তার হাত ধরে হযরত ওসমান গণী (ﷺ) সমীপে নিয়ে গেলেন। হযরত ওসমান গণী (ﷺ) তাঁকে খুব সযত্নে বসায়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার কী অভাব রয়েছে। সে ব্যক্তি নিবেদন করলেন আর হযরত ওসমান গণী (ﷺ) তাঁর প্রয়োজনও পূর্ণ করে দিলেন এবং বললেন যখনই তোমার কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কাছে এসে বলবে। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখান হতে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য হযরত ওসমান বিন হানিফ (ﷺ) এর নিকট গেলেন এবং বললেন যে, আপনি হযরত ওসমান গণী (ﷺ) এর কাছে আমার জন্য সুপারিশ করেছেন। কেননা তিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছেন। এবং তিনি আমার সাথে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তিনি বললেন যে, তাঁর নিকট তোমার জন্য আমি কোন সুপারিশ করিনি বরং কথা হল এ যে, একদিন আমি হুযুর নবী করীম (ﷺ) সমীপে উপস্থিত ছিলাম, আর তাঁর (ﷺ) নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি আসলেন এবং তাঁর অন্ধত্বের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, হুযুর (ﷺ) তখন তাঁকে এ আমলটা করতে বলেছিলেন, যা আমি তোমাকেও বলেছি। এছাড়াও হুযুর (ﷺ) এর ফুফু হযরত সুফিয়া (ﷺ) তাঁর ওফাতের পরে এটা বললেন–

اِلَّايَارَسُوْلَ اللهِ اَنْتَ رِجَائُنَا – وَكُنْتَ بِنَا بِرًّا وَّلَمْ تَكُ جَافِيًا–

অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনিই হলেন আমাদের আশার স্থল এবং আপনি অধিক পূণ্য কাজকারী ছিলেন, আপনি কখনই কোন অন্যায় করেন নি।"

এমন প্রকার আহ্বান করাটা, সাহাবাগণ (ﷺ) তাবেঈন এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যা জ্ঞানীদের কাছে গোপন নয়। যদি এসব আমলগুলোকে এখানে বর্ণনা করা হয় তাহলে শুধু এ বিষয়ের উপর বড় একটা গ্রন্থ হয়ে যাবে। এজন্য দীর্ঘতার ভয়ে শুধু এ হাদিসখানার উপর যথেষ্ট করলাম।

شيئ لله এর কেন্দ্র হল আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার উপর, যা নিশ্চিত এবং যেটা বৈধও বটে। আর সেটা অবৈধ হওয়ার কোন কারণও হতে পারে না। কেননা শরীয়তসম্মতভাবে বৈধ হল সেটা যে কাজের উপর শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা আবশ্যক হয়। যেভাবে ممكن عقلى হল সেটা যার দ্বারা محال عقلى আবশ্যক না হয়।

এ বাক্য অবৈধ হওয়াটা যদি এ কারণে হয় যে, তাতে গাউসে আযম (رضي الله عنه) এর নিকট ফরিয়াদ করা, তাকে সুপারিশকারী এবং অসীলা করাটা বৈধ। সকল ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে একমত, একমাত্র ইবনে তাইমিয়া ছাড়া, যেমন রুদ্দুল মুখতারে লেখা রয়েছে। রূপক অর্থে সুস্থতা এবং সাহায্য চাওয়ার শুদ্ধতা, শাফাআত এবং সাহায্যের কর্মগত সাদ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথমটা বৈধ হওয়া দ্বিতীয়টা বৈধ হওয়ার শাখা বিশেষ। দ্বিতীয়টার বৈধতাকে আল্লামা যুরকানী (رحمة الله عليه) বর্ণনা করেছেন। শাইখ সাহল তাসরী (رحمة الله عليه) হযরত মা'রুফ করখী (رحمة الله عليه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার শিষ্যগণকে বললেন যে, তোমাদের যখন কোন বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে চাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে মহান আল্লাহকে আমার শপথ দাও। কেননা আমি হুযুর নবী করীম (ﷺ) এর ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ এবং তোমার মাঝখানে মাধ্যম বিশেষ। যেমন অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (رحمة الله عليه) লেখেন যে, এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এবং অধিকাংশ মহান ওলীগণ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আহলুল্লাহ তথা আল্লাহর ওলীগণের আত্মাসমূহ তাদের প্রেমিক এবং ভক্তদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে

ধ্বংস ও বিনাশ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে মহান আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছায়ে দেন।

বাহজাতুল আসরারের উদ্ধৃতি দিয়ে শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله عليه) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত শাইখ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) ঘোষণা করেছেন যে, আমি হলাম তোমাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল বিশেষ এবং আমি হলাম যমীনে হুযুর (ﷺ) এর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। অদৃশ্য হতে আমার নিকট আওয়াজ আসে যে, হে আব্দুল কাদের! তুমি বল যে, তোমার কথার শুনানী হবে। হে আব্দুল কাদের! তোমাকে আমার শপথ! বল যে, তোমাকে অস্বীকৃতি হতে নিরাপদ করা হচ্ছে অর্থাৎ তোমার প্রত্যেকটা কথা গ্রহণ করা হবে।

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (رحمة الله عليه) তাঁর প্রণীত মকতুবাত শরীফে লেখেছেন যে, অভাবী ব্যক্তিগণ আহলুল্লাহ তথা মহান আল্লাহর ওলী হতে চাহে তারা জীবিত হোক কিংবা মৃত ভয় ও কষ্টের সময় সাহায্য চায়, এবং তারা তাদেরকে নিজ চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে, তারা উপস্থিত হয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা বিদুরীত করেন।

হুজ্জাতুল বালেগা কিতাবে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله عليه) মহান আল্লাহর ওলীগণ হতে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন এবং তাফসীরে আযীযীতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله عليه) ও এমনটাই লেখেছেন।

রুদ্দুল মুখতারে সৈয়্যদ ইবনে আবেদিন শামী (رحمة الله عليه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কারো কোন বস্তু যদি হারিয়ে যায় আর সে এটা চায় যে, তা পাওয়া যাক, তাহলে তার উপর আবশ্যক হল যে, কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করা। অতঃপর এর সওয়াব প্রথমে হুযুর (ﷺ) এর প্রতি অতঃপর সৈয়্যদ উলওয়ান (رحمة الله عليه) এর প্রতি প্রেরণ করা। অতঃপর এটা বলবে–

يَاسَيِّدِىْ اَحْمَدُبْنُ عُلْوَان اَنْ تُرَدِّدْ عَلَى ضَالَّتِىْ وَلاَ نَرْ عَتُكَ عَنْكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ–

অর্থাৎ- হে আমাদের সর্দার আহমদ বিন উলওয়ান (রাঃ) আপনি আমাদের হারানো বস্ত্র ফিরিয়ে দিন, নতুবা আপনাকে আমি ওলীগণের দল হতে বের করে দেব।

ফতুহুল গাইব এ হযরত শাইখ গাউসে আযম (রাঃ) লেখেছেন যে, আহলুল্লাহগণের ওফাতের পরে تكوين (দেহদান করণ, সৃষ্টি করণ) এর গুণ দান করা হয়। সুতরাং তারা প্রয়োজনীয় বস্তুকে উপস্থিত করে দেন। আর মহান আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা হতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যা তিনি হযরত ঈসা (আ:) এর মুখ দিয়ে বলায়েছেন–

اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللهِ–

অর্থাৎ- আমি আল্লাহর নির্দেশে অন্ধকে তার দৃষ্টিশক্তি এবং কুষ্টরোগীকে সুস্থ ও মৃতদেরকে জীবিত করে দেই।

শাহ গোলাম আলী সাহেব নক্শবন্দি (রাঃ) কোন এক আহলুল্লার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন যে, যারা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর নিকট আবেদন করলেন যে, অমুক মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিন। অতঃপর তিনি সে ব্যক্তিকে بِاِذْنِ اللهِ বললেন, আর সে মৃত ব্যক্তি সহজেই জীবিত হয়ে গেল।

বিরুদ্ধবাদীরা যদি এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, شيئالله শব্দমালায় আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়াটা আবশ্যক হয়, যা প্রকাশ্যত কুফরী। তাহলে

তাদের এ অভিযোগের উত্তর হল এটা যে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত কেননা এখানে الله শব্দটা শুধু চাওয়ার সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়েছে, এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে মুখাপেক্ষী প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী প্রকাশের জন্য করা হয়নি। দুররে মুখতার প্রণেতার শিক্ষাগুরু খাইরুদ্দীন রমলী (রাঃ) "ফতোয়ায়ে খাইরিয়া" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, শাইখ ইবরাহীম সামাভী দামেশ্কী (রাঃ) এর নিকট আহলুল্লাহগণের সে উচ্চতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা তারা মসজিদে সমবেত হয়ে যিকর করে এবং উচ্চস্বরে তা পাঠ করে, আর এটা তাদের এ পদ্ধতি পিতামহ তথা পূর্ব পুরুষ হতে চলে আসছে। আরও ওই সকল কসিদা ও গযল পাঠ করে যা আহলুল্লাহগণের পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়েছে। যা সকল আলিম ও সত্যনিষ্ঠগণ বিনা দলিলে মেনে নিয়েছেন। এবং তারা يَاشَيْخْ عَبْدُ الْقَادِرْيَاشَيْخْ اَحْمَدْ رِفَاعِىْ شَيْئًالله পাঠ করে। আর তা পাঠকালীন সময়ে তাদের উপর ভাবাবেশের সৃষ্টি হয় যা দ্বারা তারা আন্তরিক প্রেমে এসে যায়, কখনও উঠে আবার কখনও বসে এবং খুব উচ্চস্বরে ডাকে। যে কারণে তারা উত্তেজিত হয়ে যায়। কসিদাগুলো শুনে খুশিতে লাফালাফি করে। তারা যিকরের মাহফিলে পূণ্যের আশা এবং উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। কেউ কেউ আপত্তিও করে যে, شيئالله বাক্যটা কুফরী এবং তা পাঠকারী বিনাশ হয়ে যায়। অতৎপর প্রতিউত্তরে এটা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাদের বক্তব্য ياشيخ عبد القادر সেটা হল একটা আহ্বান, যখন সেটার সাথে شيئالله বাক্য মিলানো হয়, তখন অর্থ দাঁড়ায় এটা যে, কোন বস্তুকে মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বে অসিলা দিয়ে চাওয়া,

সুতরাং সেটা হারাম হওয়ার কারণ কি? এবং قيدالشرائد ونظم الفرائد এর এ বাক্য দ্বারা ধোকায় পড়বেনা مَنْ قَالَ شَيْئًا لِلّٰهِ يَكْفُرُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি شَيْئًالِلّٰهِ বলবে সে কাফির। কেননা এটা কিভাবে হতে পারে যে, তা সত্ত্বেও বলা হয়, মু'মিন স্বীয় ইমান হতে কখনও বের হতে পারে না। কিন্তু যখন এ কথার অস্বীকার করে দেয়, যে ব্যক্তি ইমানের মধ্যে প্রবেশ হয়েছিল। আর তাদেরই বক্তব্য হল اَلْكُفْرُشَئٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ কুফরী অনেক বড় একটা বিষয়। অতএব এতে মত পার্থক্য রয়েছে সুতরাং মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না। মোটকথা কাফের বলার কারণ হল এটা যে, তাতে আল্লাহর জন্য কিছু চাওয়া, আর মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু হতে স্বাধীন, আর সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। এ বিষয় কারো অন্তরে আসতে পারে না, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলার যিকর শুধু তাজিমের উদ্দেশ্যে। উদাহরণস্বরূপ : فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য পঞ্চম ভাগ। আর রুদ্দুল মুখতার প্রণেতা বলেন যে, সঠিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন দোষ নেই।

আশবাহ গ্রন্থে রয়েছে- الامور بمقاصدها অর্থাৎ প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে- اِنَّمَاالْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ – সবকাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

মোটকথা হল এ যে, মুসলমানদের উচিৎ হল গাউসে আযম (رضي الله عنه) কিংবা অন্যান্য আল্লাহর ওলীগণকে সৃষ্টিকারী, মৃত্যুদানকারী বা প্রকৃত কার্যকারক মনে করবেনা, বরং অসীলা এবং মাধ্যম মনে করবে, কেননা এরা সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না বরং প্রকৃত কার্যকারক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা।

জনমত জরিপ

(১) মৌলভী গোলাম কাদের ভৈরবী (رحمة الله عليه) খতিব, বেগম শাহী মসজিদ লাহোর :

দূর ও নিকট হতে নবী ও ওলীগণকে আহ্বান করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ এবং তাদের থেকে অভাব ও ইচ্ছা পূরণের জন্য কিছু চাওয়াও বৈধ। কেননা এটা সাহাবায়ে কেরামগণের কার্যকলাপ এবং তাবেঈনগণের মূল্যবান বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ যুদ্ধের ময়দানে يَا مُحَمَّدٌ يَا مَنْصُوْرُاَمِتْ اَمِتْ – হে মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)! হে বিজয়ী! কাফেরদেরকে হত্যা করুন! কাফেরদেরকে হত্যা করুন! ইয়ারমুক ও সুরজুল কাবায়েলের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামগণ এভাবেই আহ্বান করেছেন। হযরত হারেসা (رضي الله عنه) এর বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস যাতে রয়েছে যে, হুযুর (صلى الله عليه وسلم) হযরত হারেসা (رضي الله عنه) থেকে জানতে চাইলেন- كَيْفَ اَصْبَحْتَ অর্থাৎ কোন অবস্থায় তোমার সকাল হয়েছে, তিনি বললেন- اَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا – মুমিন অবস্থায় আমার সকাল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বললেন- ইমানের মূলতত্ত্ব কী? তিনি বললেন যে, কয়েকদিন পর্যন্ত আমি অভুক্ত ও পিপাসার্ত এবং কয়েক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছি, যার ফলাফল হল এটা যে, এখন আরশ মুআল্লা এবং জান্নাত ও দোযখবাসীদেরকে দেখতে পাচ্ছি।

হুযুর (صلى الله عليه وسلم) বললেন- তুমি সত্যি বলেছ সুতরাং এটার উপরই অবিচল থাকবে। এতদ্ব্যতীত شَيْئًالِلّٰهِ এর অযীফা হযরত শাইখ হতেও প্রমাণিত। যেমন- বাহজাতুল আসরারে এবং ফতহুল গাইবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আহলুল্লাহগণ হলেন অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সৃষ্টির পয়দাকারী।

সুফীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, "মক্বাম বিল্লাহ" এবং খেলাফতে কুবরায় আল্লাহর ওলীগণ যা চান তা অবশ্যই হয়ে থাকে। এছাড়াও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (رحمة الله عليه) বলেন যে, অস্বীকারকারীদের কী অধিকার রয়েছে যে, তারা শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে অনুচিতভাবে দখলদারিত্ব করে, তবে হাঁ তাদের নিকট এছাড়া অন্য কোন দলীল নেই যে, কুরআন মজিদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে চাওয়াকে কুফরী বলা হয়েছে। কিন্তু সে হতভাগারা এটা বুঝেনি যে, কুরআনে পাকে বর্ণিত দোআ এর অর্থ হল ইবাদত। মূলত: মতপার্থক্যের কারণ এটাই যে, তারা সে আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করে যে, যে সকল বিষয় হয়ত মূর্তিসমূহের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে বা সেটার ভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হেদায়ত দান করুন।

(২) মৌলভী ওলী মুহাম্মদ সাহেব জালেন্ধরী (رحمة الله عليه) এর অভিমত :

জ্ঞানী উমরততসরী এর জওয়াব সঠিক এবং বিশুদ্ধতম। তিনি شيئالله পাঠের বৈধতার উপর শরীয়তের অনেক প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছেন– যা একজন উঁচু মাপের যোগ্য এবং জ্ঞানের সাগরের অধিকারীর কাজ। মক্‌তুবাতে ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানীতে উল্লেখ হয়েছে যে, শরীয়তের প্রমাণাদির সাথে আলীমগণের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ওলীগণের ধর্মীয় চিন্তার মাধ্যমে, মুর্চ্ছাগত অবস্থার মাধ্যমে নয়। এভাবে অন্যান্য বুজুর্গানেদ্বীনগণও বলেছেন যার সংক্ষিপ্ত সার হল এটা যে, বিশুদ্ধতম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা شيئالله পাঠ করা বৈধ যারা এটা পাঠ করা হারাম কিংবা কুফর বলে এটা তাদের সম্পূর্ণ মুর্খতা। কেননা এটা পাঠকারীগণ হলেন মুসলমান আর তারা مَاجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (অর্থাৎ নবী

করীম (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার) উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখে, আর এটা তাদের সঠিক আকিদার একটা উজ্জ্বল ও দৃঢ় দলীল বিশেষ। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মানুষ যখন انبت الربيع البقل বলে, তখন তাদের এটা বলাটা হল রূপক অর্থে। সুতরাং এভাবে বলাটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন, হযরত জিব্রাঈল (আ:) মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত মরিয়াম (আ:) এর কাছে গিয়ে যা কিছু বলেছিলেন তা ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সুতরাং বললেন- لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا অর্থাৎ- হে মরিয়াম আমি তোমার কাছে এজন্য এসেছি যে, আমি তোমাকে একজন পূণ্যবান ছেলে দান করব। অন্যত্র এভাবে এসেছে يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا অর্থাৎ কিয়ামত দিবস যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে। অন্যত্র বলা হয়েছে– وَالْفُلْكَ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ النَّاس অর্থাৎ নৌযানসমূহ যা মানুষের কল্যাণের জন্য চলে। এক হাদিসে রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেন– مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ- যারা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলার জন্য দান করে এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য নিষেধ করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় ইমানকে পরিপূর্ণ করল। মোট কথা হল এ প্রকার কালামের প্রকাশ্য অর্থ হয় না বরং রূপক অর্থ নেয়া হয়। আর এটাই فَاعْتَبِرُ وايَااُولِى الْاَبْصَار يَاشَيْخْ عَبْدُالْقَادِرْشَيْئًالِلّٰهِ এর উদ্দেশ্য।

(৩) আবুল বশীর মৌলভী মুহাম্মদ সালেহ

গদিনশীন ইবনে মৌলভী মস্‌ত আলী হানাফী নক্‌শবন্দি, চিশ্‌তী, কাদেরী সোহরাওয়ার্দী :

নবীগণ (আ:) ও ওলীগণ চাহে জীবিত হোক কিংবা মৃত, তাদের তাসাররুফ, ক্ষমতা, ইলম এবং তাদের থেকে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ এভাবে রয়েছে (১) একজন সাধারণ উম্মতের হযরত মুসা (আ:) এর নিকট হতে সাহায্য চাওয়া–

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِى مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهِ–

অর্থাৎ- অতঃপর মুসা (আ:) হতে সাহায্য চাইল সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনি তাদের দলভুক্ত ছিল, যারা মুসা (আ:) এর শত্রুদের মধ্যে ছিল। দেখো একজন উম্মত নবীর নিকট সাহায্য চাওয়াটা এ আয়াতে পাকে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এটা যদি শিরক হত তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতেন।

(২) মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরে আযীযীতে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর তাফসীর করতে গিয়ে লেখেছেন যে,

بائید فهمید که استعانت از غیر بوجیهکه اعتماد برآں غیر باشد اور امظهر
عون الٰہی نداند حرام است واگر التفات محض بجانب حق است داورا یکے از
مظاہر عون الٰہی دانستہ نظر بکار خانہ اسباب وحکمت اوتعالی دراں نمودہ بغیر

استعانت ظاہری نمائد بعید از عرفان نخواہد بود ودر شرع نیز جائز ورواست
وانبیاء واولیاء ایں نوع استعانت بغیر کردہ اند ودر حقیقت ایں نوع استعانت
بغیر نیست بلکہ بحضرت حق است لا غیر الخ

অর্থাৎ- আল্লাহর প্রেমিকগণকে যদি অন্তরালে আল্লাহর সাহায্য মনে করা না হয় এবং সে غير এর সাহায্যের উপরই ভরসা করে থাকে তাহলে এভাবে غير الله হতে সাহায্য চাওয়াটা হারাম। আর যদি প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তা'আলাকে মনে করে এবং ওলী ও নবীগণকে প্রকৃত সাহায্যকারীর প্রকাশস্থল মনে করে এবং নিশ্চিতরূপে মনে করে, তাহলে غير الله (আল্লাহর ওলীগণ) হতে সাহায্য চাওয়া যায় এবং প্রকাশ্যতও তারা সাহায্য করে, কিন্তু মূলতঃ সে সাহায্য মহান আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য। এজন্য যে, সে প্রকৃত সৃষ্টিকারীর দান করার শক্তি ও সাহায্য ব্যতিত অন্য কেউ কাউকে সাহায্য করতেই পারে না। সুতরাং এভাবে সাহায্য করাটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হতে খালি নয়। আর এভাবে সাহায্য চাওয়া শরীয়তের আলোকে জায়েয। কেননা নবী ও ওলীগণও এভাবে غير الله হতে সাহায্য চেয়েছেন। যা এ কিতাবের লেখকের فضائل رسول الله فی جواز ندائے یارسول الله এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছেন।

(৩)

عَنْ رَبِيْعَةَ بِنْ كَعَبْ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُ بِوُضُوْئَهُ وَحَاجَتَهُ فَقَالَ كَىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافِقَتُكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْغَيْرُ ذَلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَاعَمْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (رواه المسلم)

অর্থাৎ- হযরত রবীয়া বিন কা'ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলে করীম (ﷺ) এর পাশে রাত যাপন করতাম, সুতরাং আমি রাসূলে পাকের জন্য অযু ও প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি বললেন- আমার কাছে চাও। আমি নিবেদন করলাম যে, আমি আপনার সাথে জান্নাতে অবস্থান করতে চাই, তিনি বললেন যে, এছাড়াও কি অন্য কিছু চাও? আমি নিবেদন করলাম যে, হুযুর এটাই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন যে, তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার আপন দাবীর উপর অধিকহারে সিজদার সাথে। এ হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত রবীয়া (رضي الله عنه) হুযুর (ﷺ)-কে জান্নাতে সাথে রাখার উপর ক্ষমতাবান মনে করেই এ আবেদন করেছেন। আর হুযুর (ﷺ) স্বীয় পবিত্র সত্ত্বার উপর ক্ষমতাবান মনে করে তাঁর প্রার্থনা পূরণের অস্বীকৃতি জানান নি বরং এর চেয়ে অধিক চাওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছেন। আর যখন তিনি তাঁর অনুরোধও জান্নাতে সঙ্গত্ব পাকাপোক্ত পেলেন যে বিষয়গুলো সে বাসনা পূর্ণ করার জন্য সহায়ক ছিল আর যে পদ্ধতিতে তিনি সে বাসনা পূর্ণ করার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ক্ষমতাবান ছিলেন সেটার উপর তাঁকে হেদায়ত করলেন। এজন্য তিনি যদি তাঁর সে আশা পূর্ণ করার উপর ক্ষমতাবান না হতেন এবং তাঁর নিকট এ ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ হতে পুরোপুরিভাবে না হত তাহলে নবুওয়তের মর্যাদার প্রয়োজনে তাঁর উপর

আবশ্যক ছিল যে, তিনি অবশ্যই হযরত রবীয়া (رضي الله عنه) এর প্রার্থনা পূরণ করতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি জান্নাতে তাঁর সঙ্গত্বকে বৈধ ভেবে তাকে এর চেয়ে অধিক চাওয়ার সম্মতি দিলেন। (মুসলিম শরীফ)

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله عليه) আশিয়াতুল লুমআত গ্রন্থে এ হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ تخصیص نکرد بمطلوبے خاص معلوم می شود کہ ہمہ کار باختیار دست کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چند خواہد کردہر کراخواہد باذن پروردگار خود دہد-

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ-

এবং মোল্লা আলী কারী (رحمة الله عليه) "মেরকাতে" এ হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

يُؤْخَذُ مِنْ اِطْلَاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَمْرُ بِالسُّوَالِ اِنَّ اللهَ تَعَالَى مكنه من اعطاه كل ماراد من خزائن الحق-

এ উভয় উক্তির সারাংশ হল এ যে, হুযর (ﷺ) পুরোপুরিভাবে বললেন যে, চাও। তিনি কোন বিশেষ বস্তুর সাথে নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, অমুক বস্তু চাও। এজন্য প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধনভান্ডার হতে প্রত্যেক কিছু প্রদান করার শক্তি হুযুর (ﷺ)-কে দিয়ে দিয়েছেন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

পীর সাঁই মাওলানা হাফেয আব্দুল গফুর কাদেরী (রাহ) :

খানেকায়ে মুআল্লা সিরাজ মুনীর কাদেরীয়া কুতুবিয়া গফুরিয়া ৯৪ উত্তর সরগুদহার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা খাজা পীর সাঁই হাফেয আব্দুল গফুর কাদেরী (رحمة الله عليه) এ পবিত্র অযিফা يا يشخ سيد عبد القادر جيلانى شئياالله-কে শুধু জায়েয নয় বরং অত্যান্ত পরীক্ষিত এবং সকল উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য অব্যর্থ তীর রূপে ধার্য করেছেন।

তাঁর নিকট হতে ফয়েয লাভকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এখনও বর্তমান রয়েছে এবং এ অযিফা পাঠকারীগণ অযিফার আশ্চর্যজনক প্রভাব দ্বারা উপকার লাভ করে চলেছেন। কাদেরীয়ার ফয়েযের প্রস্রবন এখনও পূর্ণ দ্বীপ্তির সাথে জ্ঞান ও মারেফাতের পিাসার্তদের পিপাসা নিবারণ করে চলেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমিত্ব ও হঠকারিতা পরিহার করে তাঁর এবং প্রিয় বান্দাদের দরবারের সন্তুষ্টি দান করুন। আমিন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মোস্তফা পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত বইসমূহ

- **কিতাবুল ঈমান** -ফরীদ আহমদ
  পবিত্র কোরআন বাণীসহ হাদীস সংকলন ইসলাম একমাত্র মতবাদ যাহা মানুষের রাজনৈতিক জীবনসহ সর্বাবস্থায় সরল পথের সন্ধান দেয়। এই গ্রন্থটি ঈমান, এখলাছ, শিরক, কুফর ও বেদআত সম্পর্কিত পবিত্র কোরআন ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীছের একটি অনন্য সংকলন।
- **শাফাআতে রাসুল ও অসীলাহ্** -ফরীদ আহমদ
- **নূরে নবুওয়াত ও ইলমুল গায়েব** -ফরীদ আহমদ
- **রসূলে বেনজীর** -ফরীদ আহমদ
- **দৃঢ় বিশ্বাসের চেতনায় নবীকূল সম্রাট**
  মূল- ইমানে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরেলভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)
  অনুবাদক- জসীম উদ্দীন রেজভী
- **হযরত বড়পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কা.ছি.আ)**
  -শাহ্ আহমদ নবী গরিবী
- **শয়তানের কাহিনী** -আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- **রাহে হক** -আল্লামা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- **মিলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -আল্লামা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- **খোতবাতে বরতানিয়া বা বৃটেনের ভাষণ সম্ভার**
  মূল- আল্লামা সৈয়্যদ মাদানী মিয়া আশরাফী আলজীলানী কাচুচুভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
  অনুবাদ- মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী
- **তফরীহুল খাতির ফি মানাকেবে সৈয়্যদুনা শাইখ আব্দুল কাদের** (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)
  মূল- সৈয়্যদ আব্দুল কাদের আরবেলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
  উর্দু অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আহাদ কাদেরী
  অনুবাদ- মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী
- **নামাযে হাত তোলার শরয়ী বিধান**
  মূল- মুফতি রেজাউল হক আশরাফী
  অনুবাদ- মুহাম্মদ আনিছুর রহমান আশরাফী